মহান বিজয় দিবস ২০২২

ইডিসিএল বার্তা

এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানি লিঃ

উৎসর্গ

এক নজরে ইডিসিএল

১ ইডিসি এল, ঢাকা

২ ইডিসিএল বগুড়া

৩ ইডিসিএল মধুপুর

৪ কে এল পি খুলনা

৫ ইডিসি এল গোপালগঞ্জ

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

বাণী

১৬ ডিসেম্বর আমাদের মহান বিজয় দিবস। দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রাম ও নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষে ১৯৭১ সালের এই দিনে আমরা অর্জন করেছি কাঙ্ক্ষিত বিজয়। বিজয়ের আনন্দঘন এ দিনে আমি দেশে ও প্রবাসে বসবাসরত সকল বাংলাদেশিকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও উষ্ণ অভিনন্দন।

আমি শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী বীর শহিদদের, বীর মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক-সমর্থক, বিদেশি বন্ধু, যুদ্ধাহত ও শহিদ পরিবারের সদস্যসহ সর্বস্তরের জনগণকে, যাঁরা আমাদের বিজয় অর্জনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবদান রেখেছেন। জাতি তাঁদের অবদান শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে।

স্বাধীনতা বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন। এর মাধ্যমে আমরা পেয়েছি একটি সার্বভৌম দেশ, স্বাধীন জাতিসত্তা, পবিত্র সংবিধান, নিজস্ব মানচিত্র ও লাল-সবুজ পতাকা। তবে এ অর্জনের পেছনে রয়েছে দীর্ঘ শোষণ-বঞ্চনার ইতিহাস, রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের ইতিহাস। '৫২ এর ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার যে যাত্রা শুরু হয়েছিল দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রাম ও নানা চড়াই-উৎড়াই পেরিয়ে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে তা পূর্ণতা পায়। তাঁরই নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনায় পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের এই দিনে অর্জিত হয় চূড়ান্ত বিজয়।

আমাদের স্বাধীনতার লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি অর্থনৈতিক মুক্তি। পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে সদ্য স্বাধীন দেশে ফিরে জাতির পিতা সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশের অর্থনীতি ও অবকাঠামো পুনর্গঠনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম শুরু করেছিলেন। ডাক দিয়েছিলেন কৃষি বিপ্লবের। আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন দুর্নীতি, কালোবাজারি, মুনাফাখোরী ও লুটেরাদের বিরুদ্ধে। কিন্তু স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্রের হাতে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাসহ তাঁর পরিবারের আপনজনদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ফলে উন্নয়নের সেই অভিযাত্রা থমকে দাঁড়ায়। রুদ্ধ হয় গণতন্ত্র ও উন্নয়নের পথ। উত্থান ঘটে স্বৈরশাসন ও অগণতান্ত্রিক সরকারের।

দেশে আজ গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার চেতনাকে ধারণ করে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজকে পরিপূর্ণতা দানের লক্ষ্যে সরকার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত 'রূপকল্প ২০২১' সফলভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ আজ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় একটি উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে ঘোষণা করা হয়েছে 'রূপকল্প ২০৪১'। সরকারের গৃহীত জনকল্যাণমুখী কর্মসূচির ফলে নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ধারাবাহিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন অব্যাহত রয়েছে।

স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়নসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রতিটি সূচকে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের উন্নয়নের অনন্য মাইলফলক পদ্মা সেতু ইতোমধ্যে যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেয়া হয়েছে। এছাড়া সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একদিনে আরও একশত সেতু উদ্বোধন করেছেন। এর ফলে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনের পাশাপাশি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতি বেড়েছে। আমি আশা করি, মেট্রোরেল, কর্ণফুলী টানেলসহ আরও কয়েকটি মেগা প্রকল্পের কাজও খুব শীঘ্রই শেষ হবে এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন ইতিহাসে সূচিত হবে নতুন নতুন অধ্যায়। এছাড়া পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ও রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মতো মেগা প্রকল্পের কাজও দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। করোনা মহামারীর ধাক্কা কাটিয়ে উঠার আগেই রাশিয়া-ইউক্রেন সংকটের ফলে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা ও মূল্যস্ফীতির ঊর্ধ্বগতি দেখা দিচ্ছে। এ সংকট মোকাবিলায় সরকার সাশ্রয়ী নীতি গ্রহণ, বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনা প্রদানসহ ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। আমি বিশ্বাস করি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমরা এ সংকটও কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবো ইনশাআল্লাহ। এজন্য সকলের সহযোগিতা যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক মতভিন্নতা যাতে উন্নয়ন ও সামাজিক স্থিতিশীলতাকে বাধাগ্রস্ত না করে সেদিকে সকলকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়, জাতির পিতা ঘোষিত এ মূলমন্ত্রকে ধারণ করে দেশের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ বিশ্বশান্তিতে বিশ্বাসী। মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বিতাড়িত ও নির্যাতিত লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বদরবারে মানবতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বাংলাদেশ এ সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে বিশ্বাসী। আমাদের প্রবাসী ভাইবোনেরা তাদের কষ্টার্জিত রেমিটেন্স দেশে প্রেরণের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। জাতি তাদের অবদান কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করে। আমি আশা করি, বিশ্বমন্দা ও অর্থনীতির এই ক্রান্তিকালে প্রবাসী ভাইবোনরা রেমিটেন্স প্রেরণ অব্যাহত রাখবেন এবং দেশের উন্নয়নে ইতিবাচক অবদান রাখবেন।

লাখো শহিদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোকে পরমতসহিষ্ণুতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। তাই আসুন, মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য ও চেতনা বাস্তবায়নে নিজ নিজ অবস্থান থেকে আরও বেশি অবদান রাখি, দেশ ও জাতিকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে আরও এগিয়ে নিয়ে যাই, গড়ে তুলি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' মহান বিজয় দিবসে এই আমার প্রত্যাশা।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আজ ১৬ ডিসেম্বর। মহান বিজয় দিবস। বাঙালির জাতীয় জীবনের এক অনন্য গৌরবোজ্জ্বল দিন। আজ বিজয়ের ৫১ বছর পূর্তি হলো। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে দীর্ঘ ২৩ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রাম ও ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের এ দিনে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে বাঙালি জাতি।

বিজয়ের এ মাসে আমি দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, ত্রিশ লাখ শহিদ, সম্ভ্রমহারা দুই লাখ মা-বোন এবং জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের, যাঁদের মহান আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সেইসব দেশ ও ব্যক্তিবর্গের প্রতি, যাঁরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধে নানাভাবে সহায়তা দিয়েছেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাঙালি জাতি ১৯৪৮-৫২-এর ভাষা আন্দোলন, '৬২'র শিক্ষা আন্দোলন, '৬৬'র ছয়-দফা, '৬৯'র এগার-দফা ও গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠে। '৭০'র সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সমগ্র পাকিস্তানে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু পাকিস্তানিরা বাঙালি জাতিকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে দেয়নি। জাতির পিতা অনুধাবন করেন, স্বাধীনতা অর্জন ছাড়া বাঙালি জাতির ওপর অত্যাচার, নির্যাতন ও বঞ্চনার অবসান হবে না। তাই তিনি ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানের জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ডাকে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। চলতে থাকে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালোরাতে নিরীহ ও নিরস্ত্র বাঙালির ওপর গণহত্যা শুরু করে। ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। শুরু হয় সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ। ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দিন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ গ্রহণ করে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে। বীর মুক্তিযোদ্ধারা ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানি হানাদার এবং তাদের দোসর রাজাকার-আলবদর-আলশামস বাহিনীকে পরাজিত করে ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করেন।

জাতির পিতা মাত্র সাড়ে ৩ বছরে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠন করেন। ধ্বংস-প্রাপ্ত রাস্তাঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট, রেললাইন, পোর্ট সচল করে অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করেন। মাত্র ১০ মাসে তাঁর নির্দেশনায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ভিত্তিতে আমাদের সংবিধান প্রণীত হয়। ১৯৭৫ সালে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৯ শতাংশ অতিক্রম করে। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধু 'স্বল্পোন্নত' দেশের কাতারে নিয়ে যান।

সকল প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যখন একটি শোষণ-বঞ্চনামুক্ত অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক 'সোনার বাংলা' গড়ার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কালোরাতে তাঁকে পরিবারের বেশির ভাগ সদস্যসহ নির্মমভাবে হত্যা করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যার পর থেমে যায় বাংলাদেশের উন্নয়ন-অগ্রযাত্রা। শুরু হয় হত্যা, ক্যু আর ষড়যন্ত্রের রাজনীতি। ঘাতক এবং তাদের দোসররা ইতিহাসের এই জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডের বিচারের পথ রুদ্ধ করতে জারি করে 'ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ'।

দীর্ঘ ২১ পর বছর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে জনগণের ভোটে জয়ী হয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পায়। আমরা দায়িত্ব নিয়েই বাংলাদেশকে একটি মর্যাদাশীল দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করি। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি প্রবর্তনের মাধ্যমে গরিব ও প্রান্তিক মানুষদের সরকারি ভাতার আওতায় আনা হয়। কৃষি উৎপাদনের ওপর বিশেষ জোর দিয়ে দেশকে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করি। পানির হিস্যা আদায়ে ১৯৯৬ সালে ভারতের সঙ্গে 'গঙ্গা পানি বণ্টন চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি সম্পাদন করি। 'ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ' বাতিল করে আমরা বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার কার্যক্রম শুরু করি।

আওয়ামী লীগ ২০০৯ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে সরকার গঠন করে গত ১৪ বছর ধরে মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা আজ জাতির পিতার অসমাপ্ত কাজগুলো বাস্তবায়ন করছি। খাদ্য উৎপাদনে বাংলাদেশ আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ। আমরা এখন পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতে কাজ করছি। মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমা বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে বিশাল এলাকার ওপর আমাদের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ-ভারত স্থল সীমান্ত চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ছিটমহলবাসীর দীর্ঘদিনের মানবেতর জীবনের অবসান হয়েছে। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচারের রায় কার্যকরের মধ্য দিয়ে জাতি গ্লানিমুক্ত হয়েছে। জাতীয় চার নেতা হত্যাকাণ্ডের বিচার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার অব্যাহত রয়েছে এবং বিচারের রায় কার্যকর করা হচ্ছে।

আমরা ২০২১-২০৪১ মেয়াদী দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছি। আমরাই বিশ্বে প্রথম শত বছরের 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' বাস্তবায়ন শুরু করেছি। বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রায় 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এর সুবিধা আজ শহর থেকে প্রান্তিক গ্রাম পর্যায়ে বিস্তৃত হয়েছে। প্রতিটি গ্রামে শহরের নাগরিক সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। দেশের সকল গৃহহীন-ভূমিহীনের জন্য ঘর তৈরি করে দেয়া হচ্ছে। বাংলাদেশের একটি মানুষও আর গৃহহীন থাকবে না। শতভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। মাথাপিছু আয় ২০০৫-০৬ সালের ৫৪৩ মার্কিন ডলার হতে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ২,৮২৪ মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। আমরা দেশের প্রতিটি খাতে অভাবনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছি। কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, তথ্য-প্রযুক্তি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের বুকে 'রোল মডেল'। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে মর্যাদাশীল 'উন্নয়নশীল' দেশে উন্নীত হওয়ার জাতিসংঘের চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করেছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশে উন্নীত করেন, আর আমরা মাতৃভূমিকে 'উন্নয়নশীল' দেশের কাতারে নিয়ে গেছি। স্বাধীনতার পর বিগত ৫১ বছরে আমাদের যা কিছু অর্জন তা জাতির পিতা এবং আওয়ামী লীগের হাতে হয়েছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আমাদের এই উন্নয়নের গতিধারা অব্যাহত থাকলে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও উন্নত-সমৃদ্ধ স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশে পরিণত হবে, ইনশাআল্লাহ।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে জাতিরাষ্ট্র 'বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠা হলো বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠতম অর্জন। এই অর্জনকে অর্থবহ করতে স্বাধীনতার মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সবাইকে জানতে ও জানাতে হবে। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আমরা পৌঁছে দিবো, বিজয় দিবসে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

দেশের একমাত্র সরকারি ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানি লিমিটেড (ইডিসিএল) কর্তৃক ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস ২০২২ উপলক্ষে বিশেষ স্মরণিকা 'ইডিসিএল বার্তা' প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এটি আনন্দের বিষয় এজন্য যে, ইডিসিএল প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে এই প্রথম এরকম উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এমন একটি সুন্দর উদ্যোগের জন্য সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানাই।

১৬ ডিসেম্বর বাঙালি জাতির জন্য একটি গৌরবের দিন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ৩০ লাখ শহিদ ও ২ লাখ মা-বোনের ত্যাগের বিনিময়ে ১৯৭১ সালে আমরা বিজয় অর্জন করেছি। জাতির পিতার নেতৃত্বে স্বাধীনতা লাভ করা বাংলাদেশে বর্তমান সরকারের অধীনে স্বাস্থ্যসেবা খাতে যুগান্তকারী অনেক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। কোভিড-১৯-এর মত বৈশ্বিক মহামারীতেও আমরা হার মানিনি। স্বাস্থ্য খাতের এ বিশাল কর্মযজ্ঞে এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানি লিমিটেড (ইডিসিএল) একটি অন্যতম অংশ। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে ওরাল স্যালাইন, অ্যান্টিবায়োটিক, সেফালোস্পোরিন, বিভিন্ন রকমের ইনজেকশন, কনডমসহ ২৬৪ ধরনের ওষুধ ও চিকিৎসামগ্রী উৎপাদন করা হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গোপালগঞ্জে দেশের বৃহত্তম ওষুধ তৈরির কারখানা গড়ে তোলার কাজ হাতে নিয়েছে বর্তমান সরকার। এখানে ভ্যাকসিনসহ জীবন রক্ষাকারী ওষুধ উৎপাদিত হবে। এছাড়াও সরকারের মহাপরিকল্পনায় মানিকগঞ্জে নির্মিত হচ্ছে এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানি লিমিটেড (ইডিসিএল)-এর অবকাঠামো যার মাধ্যমে ঢাকাস্থ ৬০ বছরের পুরাতন কারখানাটি মানিকগঞ্জে স্থানান্তর করা হবে।

ইডিসিএল শুরু থেকে অদ্যাবধি প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদিত ওষুধ সারা দেশের সরকারি হাসপাতাল, সিভিল সার্জন অফিস, সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান ছাড়াও জাতিসংঘের শিশু তহবিল (ইউনিসেফ), বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও), আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআর,বি)-এর মতো অলাভজনক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করা হচ্ছে।

ইডিসিএল ইতোমধ্যে মিয়ানমার, ভিয়েতনাম, শ্রীলঙ্কা এবং ভুটানে ওষুধ রপ্তানি করছে এবং চলতি অর্থবছরে আরও বিপুল পরিমাণ ওষুধ রপ্তানি করা যাবে বলে আশা করছি।

ইডিসিএল দেশের মানুষের সেবায় এগিয়ে যাবে এই প্রত্যাশা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

জাহিদ মালেক, এমপি

বাণী

সভাপতি
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

মহান বিজয় দিবস ২০২২ উপলক্ষে এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানি লিমিটেড (ইডিসিএল) কর্তৃক বিশেষ স্মরণিকা- 'ইডিসিএল বার্তা' প্রকাশের মহৎ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

১৬ ডিসেম্বর বাঙালি জাতির জন্য একটি গৌরবের দিন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের এই দিনে অর্জিত হয় চূড়ান্ত বিজয়। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সারাজীবন বাঙালির মৌলিক অধিকারের পক্ষে আপোসহীন সংগ্রাম করেছেন।

জাতির পিতার স্বপ্ন সোনার বাংলা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে আওয়ামী লীগ সরকার জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে স্বাস্থ্যখাতে ব্যাপক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। সরকারের গৃহীত জনকল্যাণমুখী কর্মসূচির ফলে নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বিগত বছরগুলোতে ধারাবাহিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশ আজ বিশ্বে ৪১তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়নসহ আর্থ-সামাজিক প্রতিটি সূচকে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। এরই মধ্যে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর জন্মভূমি গোপালগঞ্জে দেশের বৃহৎ ওষুধ তৈরির কারখানা গড়ে তোলার কাজ হাতে নিয়েছে বর্তমান সরকার। এখানে ভ্যাকসিনসহ জীবন রক্ষাকারী ওষুধ উৎপাদিত হবে।

এছাড়াও সরকারের মহাপরিকল্পনায় মানিকগঞ্জে নির্মিত হচ্ছে এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানি লিমিটেডের (ইডিসিএল) অত্যাধুনিক অবকাঠামো।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের অংশ হিসেবে সরকারের সময়োচিত ও দূরদর্শী পদক্ষেপে আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আমরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সরকারের স্বাস্থ্যখাতের বিশাল কর্মযজ্ঞে এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানি লিমিটেডের ভূমিকা প্রশংসনীয়।

মহান বিজয় দিবস ২০২২ উপলক্ষে ইডিসিএলের বিজয় দিবসের স্মরণিকা প্রকাশের মহৎ উদ্যোগের সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ ফজলুল করিম সেলিম, এমপি

এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানি লিমিটেড

পরিচালনা পর্ষদ

চেয়ারম্যান
জাহিদ মালেক, এমপি
মাননীয় মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিচালক
ড. মু. আনোয়ার হোসেন হাওলাদার
সচিব
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ,
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিচালক
অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ
উপাচার্য
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়

পরিচালক
মেজর জেনারেল মোহাম্মদ ইউসুফ
মহাপরিচালক
ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিচালক
অধ্যাপক ডা. আবুল বাসার মোহাম্মদ খুরশীদ আলম
মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিচালক
সাহান আরা বানু, এনডিসি
মহাপরিচালক
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিচালক
অধ্যাপক ডা. মোঃ ইসমাইল খান
উপাচার্য
চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়

পরিচালক
ড. জামালউদ্দিন আহমেদ, এফসিএ
চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস

অধ্যাপক ডা. এহসানুল কবির জগলুল
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানি লিমিটেড

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কথা...

মহান বিজয় দিবস, আমাদের কোটি বাঙালির হৃদয় এবং সত্তার গভীরে প্রোথিত একটি অনন্য গৌরবোজ্জ্বল দিন। ১৯৭১ সালে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে দীর্ঘ নয় মাসের সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর মানচিত্রে 'বাংলাদেশ' নামের একটি স্বাধীন জন্মভূমির অস্তিত্ব লাভ করেছি আমরা। স্বাধীনতাকামী বাঙালির পবিত্র চেতনার বহমান ধারক বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এদেশের মানুষের অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে দেশ ও সরকারের প্রজ্ঞাপূর্ণ নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। তারই ধারাবাহিকতায় দেশের সকল সেক্টরের মতো ওষুধ শিল্পেও এসেছে অনবদ্য সাফল্য।

এর মধ্যে অনেক চড়াই-উৎড়াই এর মধ্য দিয়ে দেশের ওষুধ শিল্পে অসামান্য অবদান রেখে চলছে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানি লিমিটেড (ইডিসিএল)। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১৪ সালের অক্টোবর মাসে আমাকে ইডিসিএলের দায়িত্ব প্রদান করেন। দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায় ইডিসিএলকে দিন দিন উন্নতির চরম শিখরে পৌছানোর জন্য কাজ করে যাচ্ছি। একাজে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করছেন মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলগণ।

আমি দায়িত্ব নেয়ার আগে থেকেই রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ওষুধ উৎপাদনকারী গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানটি অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। এর থেকে উত্তরণ ঘটাতে দায়িত্ব নেয়ার পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও তৎকালীন মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জননেতা মরহুম মোহাম্মদ নাসিম মহোদয় ও বর্তমান মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সাথে পরামর্শক্রমে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত আগ্রহে ও আমাদের সকলের অক্লান্ত নিরলস প্রচেষ্টায় ইডিসিএল তার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছাবে বলে আমি আমার চেতনায় লালন করি প্রতিনিয়ত। তাই ইডিসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে কিছু চ্যালেঞ্জিং পদক্ষেপ আমি গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছি। আমার গ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপসমূহের কিছু বিষয় তুলে ধরা হলো-

১. গোপালগঞ্জে তৃতীয় প্রকল্প চালু: চাহিদার কথা মাথায় রেখে ইডিসিএলের উৎপাদন বাড়াতে কাজ করে যাচ্ছি। এর অংশ হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর জন্মভূমি গোপালগঞ্জে তৃতীয় প্রকল্প চালু করা হয়েছে, যা সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে আইকনিক একটি প্রজেক্ট। প্রকল্পটি দেশে-বিদেশে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে।

২. ভ্যাকসিন এবং রিসার্চ সেন্টার: বাংলাদেশ তথা সারা বিশ্বে করোনা মহামারীর সময় ভ্যাকসিনের গুরুত্ব অনুধাবন করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে ইডিসিএল এর ভ্যাকসিন এবং রিসার্চ সেন্টারের কাজ হাতে নেয়, যা বর্তমানে চলমান। এটি বাংলাদেশের জন্য একটি মাইলফলক।

৩. নতুন প্রজেক্ট: দীর্ঘদিন প্রক্রিয়া বন্ধ থাকার পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয়ের সাথে পরামর্শ করে বগুড়ায় সেফালোস্পোরিন প্রজেক্টটি পূর্ণাঙ্গভাবে চালু করার উদ্যোগ নিই। এ প্রজেক্টের উৎপাদিত ওষুধ দেশের চাহিদা পূরণ করে বিদেশেও রপ্তানি করার জন্য কাজ করে যাচ্ছি।

৪. খুলনায় নতুন প্রকল্প: নতুন এক ডিপিপি লাইন এক্সটেনশন করে উৎপাদন বৃদ্ধি করে একাধিক প্রচেষ্টায় খুলনায় নতুন প্রকল্প চালু করা হবে।

৫. মানিকগঞ্জ প্রকল্প: মানিকগঞ্জে ৩১.৫০ একর জমির উপর ইডিসিএলের নতুন প্রকল্প অত্যাধুনিক GMP নীতিমালার আওতায় কাজ চলমান, যা বাস্তবায়িত হলে সমগ্র দেশের স্বাস্থ্যখাত ব্যাপক অগ্রগতি লাভ করবে।

৬. মূল কার্যালয়ের জন্য জায়গার ব্যবস্থা: ইডিসিএলের ওষুধের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে সরবরাহের জন্য উৎপাদন বাড়ানো প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমান ইডিসিএলের কার্যালয়ের আয়তন অনুযায়ী ভবিষ্যতে উৎপাদনের ভলিউম বাড়ানো প্রায় অসম্ভব। তাই ভবিষ্যৎ চাহিদার কথা চিন্তা করে মূল অফিসের পাশেই ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে ইডিসিএলের জন্য জায়গা অধিগ্রহণের ব্যবস্থা করেছি। যেখানে ইডিসিএলের বহুতল ভবন নির্মাণ হবে।

৭. আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ: আমার যোগদানের পর ইডিসিএলের উৎপাদিত ওষুধ নিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ করার উদ্যোগ নিই। যার অংশ হিসেবে পরবর্তীতে শ্রীলংকা, আফগানিস্তান, ভুটান ও নেপালের Domestic demand এর কারণে G2G Agreement এর মাধ্যমে ইডিসিএলের ওষুধ পাঠানো হয়। এর সংখ্যা আরও বাড়ানোর প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এছাড়াও WHO, UNICEF-এর চাহিদা অনুযায়ী Health Service Project-এ ইডিসিএলের ওষুধ পাঠানো হয়।

৮. কর্মময় পরিবেশ: ইডিসিএলের ভবনগুলো বেশ পুরোনো। কোম্পানির প্রতিষ্ঠালগ্নের সময় ভবনগুলো নির্মাণ করা হয়েছিল। ভবনগুলো ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে ছিল। আমি দায়িত্ব নেয়ার পর প্রতিষ্ঠানের কর্মীগণের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে প্রত্যেক ভবন বৃটিশ ফার্মাকোপিয়া, WHO এবং cGMP গাইডলাইন অনুযায়ী সংস্কার করে দিয়েছি। কর্মীদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে পুরো অফিস এরিয়াকে অগ্নি নির্বাপণের উপযোগী করে গড়ে তুলেছি।

৯. লোকসানি প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত: ইডিসিএলের মুনাফা ৩৫.১৪ কোটি থেকে ১০০ কোটিতে উন্নীত করেছি। এমনকি কোভিড-১৯ এর ভয়াল থাবায় যখন সারা বিশ্ব প্রায় অচল তার মধ্যেও প্রতিষ্ঠানকে সচল রেখে মুনাফার ধারা ঠিক রেখেছি।

১০. বিদেশ থেকে আধুনিক মেশিন আনা: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দিকনির্দেশনা অনুযায়ী উন্নতমানের ওষুধ উৎপাদনের জন্য উদ্যোগ নিয়ে ইউরোপ, আমেরিকাসহ উন্নত দেশ থেকে আধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত মেশিন আনিয়ে ওষুধ উৎপাদনের ব্যবস্থা করেছি।

১১. জাতির পিতার মুর‍্যাল স্থাপন: আমি দায়িত্ব নেয়ার পর প্রধান অফিসের প্রবেশদ্বারে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুর‍্যাল স্থাপন করেছি।

১২. নতুন প্রোডাক্ট সংযোজন: সারা দেশের সরকারি হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহে ইডিসিএলের ওষুধ সরবরাহ করা হয়, যার সরাসরি ব্যবহারকারী হচ্ছে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাধারণ মানুষ। প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের কথা চিন্তা করে আমি দায়িত্ব নেয়ার পর চলমান ওষুধের পাশাপাশি নতুন এবং অতি প্রয়োজনীয় প্রায় ২২ ধরনের ওষুধ সংযোজন করি। বর্তমানে আরও ১৩টি নতুন অতি প্রয়োজনীয় ওষুধ তৈরি প্রক্রিয়াধীন আছে।

১৩. সকল পর্যায়ের কর্মীদের গ্রুপ বীমার সুব্যবস্থা: আমি দায়িত্ব গ্রহণ করার পর খুব নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করলাম, আমাদের সকল পর্যায়ের কর্মীদের মৃত্যু ও দুর্ঘটনাকবলিত ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত সুবিধা পেতে দীর্ঘসূত্রিতা তৈরি হয়। এতে করে কর্মীদের নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়। তাই আমি ইডিসিএলে কর্মরত সকল পর্যায়ের কর্মীদের (শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তা) বৃহত্তর স্বার্থ বিবেচনায় এনে গত ২০ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে ইডিসিএল কর্তৃপক্ষ ও সানলাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করি। যার ফলশ্রুতিতে পর্যন্ত মোট ৩২ জন কর্মীর মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ এবং ২ জন কর্মীর দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ খুব দ্রুততার সঙ্গে পরিশোধ করা সম্ভবপর হয়েছে।

১৪. সুস্বাস্থ্য: ডিউটিকালীন সময়ে কোনও কর্মী অসুস্থ হলে তাৎক্ষণিক যাতে সুচিকিৎসা পায় এজন্য একজন এমবিবিএস ডাক্তারসহ পুরো একটি-

মেডিকেল টিম গঠন করেছি। বর্তমানে মেডিকেল টিম অফিসে সার্বক্ষণিক কর্তব্যরত আছে। তাছাড়া কোনও কর্মী ডিউটিরত অবস্থায় অসুস্থ হলে, উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজন হলে যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং আর্থিক সহায়তা যাতে পায় সেভাবে কোম্পানির নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ নিই। এছাড়াও কর্মীদের সুস্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে দুপুরের খাবার এবং চা পানের জন্য নির্ধারিত ক্যান্টিনটি মানসম্পন্ন ও আধুনিকায়ন করি।

১৫. সামাজিক সাংস্কৃতিক কার্যক্রম: কর্মীদের কাজ করতে করতে যাতে একঘেয়েমি না আসে, সেজন্য কর্মীদের জন্য বিনোদন এবং অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজনের ব্যবস্থা করেছি। তাছাড়া কর্মীদের মাঝে যাতে সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয়, সেজন্য প্রতি বছর অফিসের বাইরে বনভোজনের ব্যবস্থা করেছি।

১৬. কাজের স্বীকৃতি: কাজের স্বীকৃতি পেলে কর্মীরা নতুন উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করে। ফলে প্রতিষ্ঠান তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছাতে পারে। কর্মীরা যাতে যোগ্যতা অনুযায়ী পদ পায় এবং ভালো কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ সময়মতো পদোন্নতি পায়, সে ব্যাপারে ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্টদের দিকনির্দেশনা দিয়ে রেখেছি।

১৭. কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি: মডার্ন ফার্মাসিউটিক্যাল টেকনোলজির সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কর্মীদের প্রয়োজন অনুযায়ী দেশে এবং প্রয়োজনবোধে বিদেশে পাঠিয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছি।

১৮. কর্মীদের যাতায়াত ব্যবস্থা: ইডিসিএলের কর্মীরা ঢাকা শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে অফিস করেন। বিশেষ করে টঙ্গী, সাভার, যাত্রাবাড়ীসহ ঢাকা শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কর্মীদের অফিসে আসতে নানা ভোগান্তির সম্মুখীন হতে হতো। কর্মীদের যাতায়াত ব্যবস্থার সুবিধার জন্য আমি দায়িত্ব নেয়ার পর ঢাকা শহরের ৬টি রুটে বাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছি।

১৯. সিবিএ পুনরায় চালু ও অফিসার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন গঠন: দীর্ঘদিন ধরে প্রতিষ্ঠানটিতে বিশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। ফলে শ্রমিকদের সংগঠন সিবিএ নিষিদ্ধ হয়। কিন্তু শ্রমিকরা যাতে তাদের দাবি-দাওয়া পেশ করতে পারে, সে জন্য শ্রমিক সংগঠন সিবিএ পূণরায় চালু করি এবং কর্মকর্তাদের দীর্ঘদিনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে অফিসার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন গঠন করে দেই।

২০. আবাসন ব্যবস্থা: ইডিসিএল মধুপুর অফিসের আশেপাশে থাকার কোনও ভালো ব্যবস্থা ছিলো না। কর্মীদের থাকার অসুবিধার কথা চিন্তা করে তাদের থাকার জন্য ডরমিটরির ব্যবস্থা করেছি। কর্মীরা যাতে নিরাপদে কাজ করতে পারেন, সেজন্য পুরো মধুপুর অফিসের চারপাশে বাউন্ডারি ওয়ালের ব্যবস্থা করে সার্বিক কর্ম পরিবেশ উন্নত করেছি।

২১. রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন: একজন চিকিৎসক ও সচেতন নাগরিক হিসেবে আমি অনুধাবন করলাম- আমাদের প্রতিষ্ঠানে বহুসংখ্যক কর্মী রয়েছে যারা রক্তদানে সক্ষম। তাই আমি এই মহতী কার্যক্রমের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি এবং সকল শ্রেণির কর্মীদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছি রক্তদানের মতো পবিত্র কাজে শরিক হওয়ার জন্য। ২০১৭ সাল থেকে বিভিন্ন জাতীয় দিবসে অদ্যাবধি কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় রক্তদান কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের প্রতিষ্ঠানে প্রায় পাঁচ শতাধিকেরও বেশি রক্তদাতা রয়েছে। যারা যে কারও প্রয়োজনে অনায়াসে ছুটে যান রক্ত দিতে এবং নিয়মিতভাবে বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে তিনমাস অন্তর অন্তর রক্ত দান করে থাকেন।

২২. সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ: সমাজের একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে সমাজ ও পরিবেশের কল্যাণের মধ্যে এক ধরনের আপোসরফামূলক ভারসাম্য রক্ষা করার দায়ভার আমি কখনো এড়াতে পারি না। প্রতিষ্ঠান প্রধান হিসেবে আমি সব সময় ভেবেছি কীভাবে সুবিধাবঞ্চিত, নিগৃহীত অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো যায়। তাই আমি কোনও রূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্বের দোলাচলে বিভ্রান্ত না হয়ে কিছু মানুষকে কর্মসংস্থান করার বিষয়ে প্রত্যয়ী ছিলাম। তাই আমার প্রতিষ্ঠানে আজ নির্ভয়ে, সসম্মানে কাজ করে যাচ্ছে আদনান, রাহাত শেখ, জহির রায়হান, সিদ্দিক, পপি ও সন্দীপা পান্ডের মতো আরও অনেক কর্মী। যাদের পেছনে রয়েছে বেদনাক্লিষ্ট নানা কাহিনী। যাদের কথা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতেও ওঠে এসেছে কখনো কখনো।

যেমন- ঢাকায় আলোচিত সাত কলেজ আন্দোলনে দুর্ঘটনায় চক্ষু হারানো সিদ্দিকুর রহমানকে ২০১৮ সালে চাকরি দেয়া। সড়ক দুর্ঘটনায় আহত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী নুপুর ও ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত তারেক ইমতিয়াজ খানের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং মো. আলমকে কিডনী সংযোজনের জন্য মানবিক সাহায্য প্রদান করি। এ কারণে নিজেকে আমি সৌভাগ্যবান মনে করি। কিন্তু আমি অতৃপ্ত। কারণ আমার এই বিষয়ে আরও কাজ করার সুযোগ রয়েছে এবং আমি এ ধারা অব্যাহত রাখতে চাই।

২৩. বিবিধ সেবামূলক কার্যক্রমসমূহ: জরুরি প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে, দেশে-বিদেশে যখন যেখানে দরকার অনুভব করেছি সেখানেই বাড়িয়ে দিয়েছি সহায়তার হাত। যেমন :

ক. বিদেশে ওষুধ অনুদান: ২০১৭ সালে শ্রীলংকায় বন্যা ও ঘূর্ণি দুর্গত এলাকার মানুষের জন্য ওষুধ সহায়তা প্রদান করা হয়। এছাড়াও ২০১৮ সালে ভারতের কেরালা প্রদেশে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থদের জন্যও অনুদান হিসেবে ওষুধ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে ২০১৯ সালে ভুটান সরকারকে মানবিক সাহায্য হিসেবে ওষুধ দিয়েছি।

খ. সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে আর্থিক ও ওষুধ অনুদান: বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন (বিএমএ), যশোরে উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর উপর বোমা হামলায় আহতদের চিকিৎসা সহায়তা, ফরিদপুর রোগী কল্যাণ সমিতি ঢাকাকে, রামকৃষ্ণ মিশন ঢাকাসহ বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে আর্থিক ও ওষুধ অনুদান প্রদান করেছি।

গ. চিকিৎসা উপকরণ ও অবকাঠামো উন্নয়নে আর্থিক অনুদান: স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে অ্যাম্বুলেন্স প্রদান করেছি।

ঘ. দুর্যোগকালীন সহায়তা: ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ দুঃস্থ মানুষের জন্য ২০১৭ সালে সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার মেছতা ইউনিয়নে বন্যা দুর্গতদের মাঝে ত্রাণ ও ওষুধ বিতরণ করেছি।

ঙ. করোনাকালীন সহায়তা: কোভিড-১৯ উপলক্ষে প্রচার পত্র তৈরির জন্য ক্রিয়েটিভ মিডিয়া লি. কে অনুদান প্রদান করি এবং করোনা ভাইরাস উপলক্ষে চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য বিএমএ-কে অনুদান প্রদান করি।

চ. প্রচার ও প্রকাশনায় আর্থিক অনুদান: ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সম্মুখে সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম দিন-রাত প্রচার করার জন্য এলইডি ডিসপ্লে স্থাপন এবং প্রতি বছর বহু পেশাজীবী, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের ম্যাগাজিন ও স্যুভেনির প্রকাশনায় বিজ্ঞাপন বাবদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকি।

সবশেষে বলতে চাই, আমি প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য কাজ করতে কখনো পিছপা হই না। পাশাপাশি অন্যের কল্যাণার্থে যে শ্রমানন্দ আমি পাই, তা আর কোনও কিছুর সাথে তুলনা করা যায় না। তাই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মানবতার সেবক হিসেবে নিজেকে নিবেদন করতে চাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক,
ইডিসিএল চিরজীবী হোক।

-অধ্যাপক ডা. এহসানুল কবির জগলুল
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানি লিমিটেড

প্রকাশকাল:
১৬ ডিসেম্বর
২০২২

প্রধান উপদেষ্টা : জাহিদ মালেক, এমপি
মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

উপদেষ্টা মন্ডলী : ড. মু. আনোয়ার হোসেন হাওলাদার
অধ্যাপক ডা: মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ
মেজর জেনারেল মোহাম্মদ ইউসুফ
অধ্যাপক ডা: আবুল বাসার মোহাম্মদ খুরশীদ আলম
সাহান আরা বানু
অধ্যাপক ডা: মোঃ ইসমাইল খান
ড. জামালউদ্দিন আহমেদ, এফসিএ

প্রধান পৃষ্ঠপোষক : অধ্যাপক ডা. এহসানুল কবির জগলুল
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানি লিমিটেড।

প্রধান সম্পাদক : এ এইচ এম ফারুক

সম্পাদক মন্ডলী : সত্যজিৎ দাস
মুহাম্মদ খুরশিদ আলম এফসিএমএ
মোঃ মাহবুবুল আলম
সৈয়দ জহির উদ্দিন জামাল
মোঃ সেলিম
মোঃ আলী মোকাররম
বি.এম. ইমাম হাসান
মোঃ আব্দুল হালিম খান
মোঃ মনিরুল ইসলাম
এস এম আহসান
বীরেন্দ্র কুমার মন্ডল

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : তিন্নিকা বড়ুয়া

সহকারী সম্পাদক : সৈয়দ ইবনে রহমত
মোহাম্মদ আতাউল হক
আমিন আশরাফ

সার্বিক সহযোগিতা : এ আর এম হাসান
মোজাহিদুর রহমান
অ্যাড. নাজিম উদ্দিন
মোঃ ইব্রাহীম
আব্দুল আজিজ শামীম
কামরুল আহসান
সৈয়দ মোঃ জয়নাল আবদীন
সাহিদুর রহমান
এস এইচ এম রিয়াদ
রাসেল মোল্লা

গ্রাফিক্স ডিজাইনার : হুমায়ুন কবির, কিউএ

শুভেচ্ছা মূল্য : ২০০ (দুই শত) টাকা।
souvenir.edcl@gmail.com, farukkht@yahoo.com
+88-01556774505,02-9130489 Ext.175

এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানি লিমিটেড

সম্পাদকীয়:

মহান বিজয় দিবসের অঙ্গীকার

১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস। বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ গৌরব, অহঙ্কার ও বিজয় আনন্দের সাক্ষ্য বহনকারী একটি অনন্য দিন।

১৯৭১ সালের এই বিশেষ দিনটিতে ২৬ মার্চ ১৯৭১-এ সূচিত মহান মুক্তিযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা মিত্রবাহিনীর সক্রিয় সহযোগিতায় পাকহানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে এ বিজয় ছিনিয়ে আনে। এই দিনটিতেই ৯৩ হাজার হানাদার বাহিনীর সদস্য রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। ৩০ লাখ শহিদের বুকের রক্তে, ২ লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমহানি ও অগণিত মানুষের সীমাহীন দুঃখ-দুর্ভোগের বিনিময়ে বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন এই বিজয় মুকুট শিরে পরেছিল বাংলাদেশ।

বিজয়ের এই দিনে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি তাঁদের, যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আজ আমরা স্বাধীন জাতি হিসেবে বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পেরেছি, মুক্ত স্বাধীন স্বদেশভূমি পেয়েছি। মহান বিজয় দিবসে লক্ষ লক্ষ শহিদ ও বীরাঙ্গনার প্রতি বাঙালি জাতির সকৃতজ্ঞ বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

মহান বিজয় দিবস ২০২২ উপলক্ষে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানি লিমিটেড 'ইডিসিএল বার্তা' নামে একটি বিশেষ স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। এ উদ্যোগকে সাফল্যমণ্ডিত করতে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) অধ্যাপক ডা. এহসানুল কবির জগলুল অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। দিনের পর দিন এবং রাতের পর রাত সম্পাদক মন্ডলী এবং এই বিশেষ প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকলকে নিয়ে কাজ করেছেন।

ইডিসিএল প্রতিষ্ঠার পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও কোনো স্মরণিকা প্রকাশ এটাই প্রথম। তাই উদ্যোগটিকে সফল করতে অনেক বেগ পেতে হয়েছে। তবুও এ আয়োজনকে সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত করতে এমডি মহোদয়ের নেতৃত্বে নেপথ্যে থেকে ইডিসিএলের অসংখ্য শ্রমিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী শ্রম দিয়েছেন। তাদের সকলকে সম্পাদনা পরিষদের পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

মানুষের যে কোনও কাজে ভুল থাকা স্বাভাবিক। উপরন্ত মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়। তাই মহান বিজয় দিবস ২০২২ উপলক্ষে ইডিসিএলের ইতিহাসে প্রথম প্রকাশনাটিতে অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনও ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি।

-এ এইচ এম ফারুক

পৃষ্ঠা: ১৩

বাঙালির মহান বিজয় দিবস

বাংলাদেশের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা গৌরবময় একটি দিন হলো ১৬ ডিসেম্বর। ১৬ ডিসেম্বর আমাদের মহান বিজয় দিবস। এই দিনে বাংলাদেশের সংগ্রামী জনতা হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে দীর্ঘ নয় মাসের রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধ শেষে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করেছিল। তাই বাঙালি জাতির ইতিহাসে স্মরণীয় ও বরণীয় দিন এই ১৬ ডিসেম্বর। স্বাধীনতা সংগ্রামের এই চূড়ান্ত বিজয়ে আমরা পেয়েছি লাল-সবুজের একটি পতাকা, যা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক। ১৬ ডিসেম্বরের এই বিজয়ের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। পৃথিবীর মানচিত্রে অংকিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশের নাম, বিশ্ব ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হিসেবে স্বীকৃত হয় বাংলাদেশের রক্তাক্ত মুক্তি সংগ্রামের কথা।

স্বাধীনতা প্রতিটি মানুষের জন্মগত অধিকার। স্বাধীন দেশে স্বাধীনভাবে বাস করার ইচ্ছে প্রতিটি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। স্বাধীনভাবে কথা বলা, ন্যায্য সুযোগ-সুবিধাগুলো পাওয়া প্রতিটি নাগরিকের রাষ্ট্রীয় অধিকার। কিন্তু স্বাধীনতা পাওয়ার আগে বাংলাদেশের অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তাদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। এদেশের জনগণ পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকের হাতে চরমভাবে নির্যাতিত, নিপীড়িত ও শোষিত হতো। সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা বাংলাদেশের সম্পদ তারা পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যেত। এমনকি বাঙালি জাতির মাতৃভাষা বাংলাকে বাদ দিয়ে তারা উর্দুকে এদেশের রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছিল। এর প্রতিবাদে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের ছাত্র সমাজ ভাষা আন্দোলন শুরু করে। যাকে পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধের সূচনাপর্ব হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ঊনসত্তরের গণ-আন্দোলনকেও বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি উল্লেখযোগ্য পূর্ব প্রস্তুতি বলা চলে। বাঙালি জাতির এ সকল ধারাবাহিক আন্দোলনের ক্রম-পর্যায়ে আসে ১৯৭১ সাল। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ৭ মার্চ ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে বিশাল জনসভায় দেশবাসীকে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে আহ্বান জানান। তিনি তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে বলেন, 'এবারের সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।' ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালো রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্মম হত্যাকাণ্ড শুরু হওয়ার পর ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে মুক্তিযুদ্ধের মহান স্থপতি ও রূপকার জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশের) সংগ্রামী জনতা, ছাত্র সমাজ, কৃষক-শ্রমিকসহ সর্বস্তরের দেশপ্রেমী মুক্তিযোদ্ধারা সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন দেশ মাতৃকার স্বাধীনতা অর্জনের জন্য। বাংলাদেশ ও ভারতীয় মিত্রবাহিনীর কাছে হানাদার বাহিনী তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করলে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয় এবং পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা। মাতৃভাষা বাংলার সাথে মিল রেখে স্বাধীন দেশের নাম হয় বাংলাদেশ।

যে কোনো সংগ্রামের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয় নির্দিষ্ট একটি দিন ও ক্ষণে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই চূড়ান্ত বিজয়ের মহিমান্বিত দিন ও ক্ষণটি হলো একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর, যা বাঙালি জাতির ইতিহাসে মহান বিজয় দিবস হিসেবে পরিচিত। বাঙালি জাতির গৌরবময় ইতিহাসে ১৬ ডিসেম্বর একটি স্মরণীয় ও বরণীয় দিন। এটি আমাদের জাতীয় দিবস। প্রতি বছর অত্যন্ত সাড়ম্বরে এই দিবসটি জাতীয়ভাবে পালন করা হয়। ত্রিশ লক্ষ শহিদের আত্মত্যাগ ও দুই লক্ষ বীরাঙ্গনার সম্ভ্রমহানি এবং সাধারণ মানুষের বীরত্বের গৌরবগাঁথা এই মহান বিজয় দিবস। বাঙালি জাতির দীপ্ত গৌরবময় বিজয় দিবস জাতীয় জীবনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ দিন। সুগভীর দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ ও শৌর্য-বীর্যের প্রতীক এই বিজয় দিবস। বর্ষ পরিক্রমায় বাঙালির দ্বারে ঘুরে ঘুরে আসে এই ঐতিহাসিক বিজয়ের দিন। লাল-সবুজের পতাকা উড়ে মুক্ত আকাশে। আনন্দ-উৎসবে, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিজয় দিবসটি উদ্‌যাপন করা হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মত্যাগকারী লক্ষ লক্ষ শহিদের প্রতি জানানো হয় বিনম্র শ্রদ্ধা।

১৬ ডিসেম্বর শুধুমাত্র ক্যালেন্ডারে ছাপানো কোনো একটি দিন নয়। এ দিনটি বাঙালি জাতির দীর্ঘ দিনের প্রত্যাশিত স্বপ্ন পূরণের দিন। এ দিনটি শুধুমাত্র ভৌগোলিক, রাজনৈতিক কিংবা রাষ্ট্রীয় বিজয়ের দিন নয়। এ দিনটি শোষিত মানুষের নিজস্ব ভাষা-সংস্কৃতি ও মর্যাদার বিজয়ের দিন। এ দিনটি বাঙালি জাতির মুক্তির স্বাদ পাওয়ার দিন, স্বাধীন জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে অহংকার করার দিন। এ দিনটি তাই বাংলার মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের যাত্রা শুরুর মাহেন্দ্রক্ষণ। স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা ও রূপকার জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত সোনার বাংলা গড়ার যে স্বপ্ন আজীবন তাঁর অন্তরে লালন করেছিলেন, মুক্তিযুদ্ধের এই বিজয়ের মাধ্যমে সেই স্বপ্ন পূরণের যাত্রাপথের দুয়ার উন্মোচিত হয়েছিল। তিনি অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা এ ৫টি মৌলিক চাহিদাকে সংবিধানে যুক্ত করে সেসব চাহিদা পূরণের মাধ্যমে যুদ্ধ- বিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকে সোনার বাংলায় পরিণত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দক্ষতা এবং বিচক্ষণতায় দ্রুত দেশ গঠনের কাজ শুরু হয়েছিল। তাঁর নেতৃত্বে শুরু হয়েছিল শোষিত, বঞ্চিত ও উপেক্ষিত বাঙালি জাতির ভাগ্য পরিবর্তনের আরেক যুদ্ধ। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের
আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। বাঙালি জাতির

ক্রান্তিকালে তাদের ভাগ্যাকাশে কাণ্ডারীরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধু না হলে হয়তো আজকের এ বাংলাদেশ সৃষ্টি হতো না। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এদেশের ওষুধ শিল্পের জন্য বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন। তিনি মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা চিকিৎসার অধিকার তথা স্বল্পমূল্যে মানসম্মত ওষুধ পাওয়ার নিশ্চয়তা বিধানে বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। সুস্থ জাতি গঠনের জন্য তিনি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি ওষুধের পেটেন্ট আইনের বিরুদ্ধে শক্তিশালী অবস্থান নিয়েছিলেন। দরিদ্র জনসাধারণ এবং তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত ও দরিদ্র জাতি গোষ্ঠী যাতে স্বল্পমূল্যে মানসম্মত ওষুধ পায়, সেজন্য বঙ্গবন্ধু ওষুধের পেটেন্ট রুলকে প্রত্যাখান করেছিলেন। তাই বঙ্গবন্ধু শুধুমাত্র বাংলাদেশের ওষুধ শিল্প ও ওষুধ প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তাই নয়, তাঁর দূরদর্শী ও মানবিক চিন্তা-চেতনা তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোতে জনগণের স্বল্পমূল্যে মানসম্মত ওষুধ পাওয়ার পথ সহজতর করেছে। স্বাধীনতার পূর্বে এদেশে ওষুধ প্রস্তুতকারী দেশীয় প্রতিষ্ঠান প্রায় ছিলই না, তাছাড়া যে কয়টি দেশীয় ওষুধ প্রতিষ্ঠান ছিল, সেগুলো বিদেশি বহুজাতিক ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিযোগিতায় কোনক্রমে টিকে ছিল। স্বাধীনতার পূর্বে এদেশের ওষুধের চাহিদার ৬০-৭০% ওষুধ বিদেশ থেকে আমদানি করা হতো। বিশেষত সেগুলো আসতো পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। তার কারণ, বেশিরভাগ ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান পশ্চিম পাকিস্তানে তাদের উৎপাদন কারখানা স্থাপন করেছিল। স্বাধীনতার পর যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশে দরিদ্র জনসাধারণের জন্য স্বল্পমূল্যে প্রয়োজনীয় জরুরি ওষুধসমূহ সরবরাহ করা একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ ছিল। তখন এদেশে কোন ড্রাগ পলিসি ছিল না। তাই অপ্রয়োজনীয়, নিম্নমানের, নকল ও ভেজাল ওষুধে বাজার সয়লাব ছিল। দেশের এই সংকটময় মুহূর্তে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনায় প্রয়োজনীয় জরুরি ওষুধের বিষয়টি ১৯৭৩ সালের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিশেষভাবে স্থান পেয়েছিল। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে ওষুধ সেক্টরের অবস্থা ছিল অত্যন্ত নাজুক পরিস্থিতিতে। সে জন্য ওষুধের আমদানি নিয়ন্ত্রণের সুবিধার্থে গঠন করা হয়েছিল 'ড্রাগ সেল'। এর মাধ্যমে অনেক অপ্রয়োজনীয় ওষুধের আমদানি নিষিদ্ধ এবং অনেকগুলোর আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল। বাস্তব অর্থে বাংলাদেশে এটিই ছিল প্রথম একটি 'ছায়া ওষুধনীতি'। এ ছাড়াও বঙ্গবন্ধু জনস্বাস্থ্য রক্ষার স্বার্থে বিভিন্ন বিদেশি কোম্পানির পেটেন্টকৃত ওষুধও দেশীয় ওষুধ কোম্পানি কর্তৃক উৎপাদনের জন্য গরিব দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে পেটেন্ট আইনের বাইরে রাখেন। আমলাতন্ত্র তখন বঙ্গবন্ধুকে বলেছিল যে, ওষুধের পেটেন্ট না মানলে পেটেন্টধারী বিদেশি কোম্পানিগুলো সরকারের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা করবে। বঙ্গবন্ধু এর উত্তরে বলেছিলেন, 'আমি সারা জীবন বাংলার মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার আদায়ের জন্য পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। সারা জীবন ঘর-সংসার ফেলে জেল খেটেছি। না হয় বাংলার মানুষের ওষুধের অধিকারের জন্য আরও কিছুদিন জেল খাটব। আমার কাছে আগে আমার দেশের গরিব মানুষের জীবন। এত দাম দিয়ে আমার মানুষেরা ওসব পেটেন্ট-ওয়ালা ওষুধ খেতে পারবে না।' গরিব মানুষের প্রতি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়কের এই হলো ভালবাসার অপূর্ব নিদর্শন। দেশীয় ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে মানসম্মত ওষুধ তৈরি করতে পারে এবং ওষুধ শিল্পে আরও অধিক বিনিয়োগ করতে পারে সেই লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু বেশ কিছু নীতিমালা পুনর্গঠন করেছিলেন। তিনি ১৯৭৪ সালে এ উদ্দেশ্যে ওষুধ প্রশাসন ড্রাগ এডমিনিস্ট্রেশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বর্তমানে বাংলাদেশ ওষুধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং ওষুধের দেশীয় চাহিদার ৯৮% পূরণ করছে। বাংলাদেশে উৎপাদিত মানসম্মত ওষুধ বিশ্বের ১৬০টিরও বেশি দেশে রপ্তানি হচ্ছে। ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক ওষুধের বাজারে বাংলাদেশে উৎপাদিত মানসম্মত ওষুধের গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা বেড়েছে। তাই প্রতি বছর নতুন নতুন অনেক দেশে বাংলাদেশের ওষুধ প্রবেশাধিকার পাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, জাপান, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়াসহ বিশ্বের ১৫টি উন্নত দেশে বাংলাদেশের ওষুধ রপ্তানি হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারীকালে বাংলাদেশ কোভিড-১৯ চিকিৎসার জেনেরিক ওষুধ প্রথম উৎপাদন করে তার সক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় ১৫টি ওষুধ কোম্পানি বিশ্ব বাজারে কোভিড-১৯ চিকিৎসার জেনেরিক ওষুধ সরবরাহ করে প্রশংসা কুড়িয়েছে। বাংলাদেশের ৬০টিরও বেশি ওষুধ কোম্পানি অত্যন্ত সুনামের সাথে বিদেশে ওষুধ রপ্তানি করছে এবং প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে। অদূর ভবিষ্যতে ওষুধ শিল্প বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি খাত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতা দিয়ে ওষুধ শিল্পকে যেভাবে গড়তে চেয়েছিলেন, স্বল্পমূল্যে মানসম্মত ওষুধ উৎপাদনের যে স্বপ্নের বীজ বপন করেছিলেন, তা আজ বাস্তবে রূপ নিয়েছে। মার্কিন নিরাপত্তা উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জারের অর্থাৎ তলাবিহীন ঝুড়ি মন্তব্যকে মিথ্যা প্রমাণিত করে বাংলাদেশ সগৌরবে উন্নয়নের মহাসড়কে ধাবিত হয়েছে। বাংলাদেশের ওষুধ শিল্প এবং তৈরি পোশাক শিল্প বিশ্ব অর্থনৈতিক বাজারে সাফল্যের রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ অনুসরণে ধারাবাহিক সাফল্যের অগ্রযাত্রায় বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করছেন তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক চেষ্টায় বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হতে যাচ্ছে, তাঁর হাত দিয়েই বাঙালি জাতির আগামী প্রজন্ম পাবে একটি সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা। মহান বিজয় দিবসে লক্ষ লক্ষ শহিদ ও বীরাঙ্গনার প্রতি বাঙালি জাতির সকৃতজ্ঞ বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

-সম্পাদক মন্ডলী
ইডিসিএল বার্তা

ইডিসিএলের সার্বিক কার্যক্রম বিভিন্ন প্রকল্প, সাফল্য ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানি লিমিটেড (ইডিসিএল) বাংলাদেশের একটি শতভাগ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানি। ১৯৬২ সালে এটি গভর্নমেন্ট ফার্মাসিউটিক্যালস ল্যাবরেটরি (জিপিএল) নামে ঢাকার তেজগাঁও এ তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কাজ করছিল এবং পরবর্তীতে ১৯৭৯ সালে ফার্মাসিউটিক্যালস প্রোডাকশন ইউনিট (পিপিইউ) হিসেবে এটির নামকরণ করা হয়। এটি ১৯৮৩ সালে জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষার জন্য ওষুধের স্থানীয় উৎপাদন এবং রপ্তানির জন্য সরবরাহ করার নিমিত্তে দেশে একটি উন্নত ফার্মাসিউটিক্যালস শিল্প স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য নিয়ে ইডিসিএল ঢাকা ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠিত হয়। জনসাধারণের স্বাস্থ্য সেবা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে এবং স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে এটি কোম্পানি আইন-১৯৯৪ এর অধীনে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিত হয়। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এ প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ। ইডিসিএল বাংলাদেশের সরকারি কোম্পানি/সংস্থাগুলোর মধ্যে একটি শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করেছে। এটি তার ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করে যাচ্ছে এবং রপ্তানি বাজারে পরিষেবা প্রদান করার জন্য এর একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম রয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো সাশ্রয়ী মূল্যে মানসম্পন্ন ওষুধ তৈরি করা এবং সরকারি হাসপাতাল ও অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করা। একই সাথে খোলা বাজারে ওষুধের মূল্য সাম্যাবস্থায় রাখার জন্য ভূমিকা রাখা। উৎপাদনের সূচনালগ্ন থেকেই কোম্পানিটি সরকারি হাসপাতাল, সিভিল সার্জন অফিস, সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি এবং আন্তর্জাতিক (অলাভজনক) সংস্থা যেমন ইউনিসেফ, ডব্লিউএইচও, আইসিডিডিআর,বি ইত্যাদিতে প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ করে আসছে। কোম্পানি ২০২১-২০২২ আর্থিক বছরে ১০০০.০০ কোটি টাকার উপরে বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে বিভিন্ন ওষুধ উৎপাদন করেছে, বর্তমানে ইডিসিএলের জনবল ৪০০০ এর উর্ধ্বে।

এক নজরে মাইলফলক

- ১৯৬২ - গভর্নমেন্ট ফার্মাসিউটিক্যালস ল্যাবরেটরি (GPL) হিসেবে আত্মপ্রকাশ।
- ১৯৭৯ - সরকারি ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাকশন ইউনিট (PPU) হিসেবে পুনঃনামকরণ করা হয়েছে।
- ১৯৮৩ - এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানি লিমিটেড হিসাবে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত (EDCL), ঢাকা প্লান্ট, ঢাকা।
- ১৯৮৫ - এর সাথে এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানি লিমিটেড, বগুড়া প্লান্ট, বগুড়া প্রতিষ্ঠা (জাপানি সরকারের অনুদান ও প্রযুক্তি)।
- ২০১০ - খুলনা এসেনসিয়াল ল্যাটেক্স প্লান্ট (KELP), খুলনা প্রতিষ্ঠা।
- ২০১০ - এসেনসিয়াল ল্যাটেক্স প্রসেসিং প্লান্ট (ELPP), মধুপুর, টাঙ্গাইল প্রতিষ্ঠা।
- ২০১৫ - এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানি লিমিটেড প্রতিষ্ঠা, ৩য় প্লান্ট, গোপালগঞ্জ (প্রায় সমাপ্ত)।
- ২০০৪-২০০৫- সেফালোস্পোরিন প্রকল্প, বগুড়া প্রতিষ্ঠা।

ইডিসিএল এর শাখাসমূহ

ইডিসিএল বগুড়া ও সেফালোস্পোরিন প্রজেক্ট:

পৃষ্ঠা: ১৬

১৯৮৫ সালে এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানি লিমিটেড, বগুড়া নামে আরেকটি ইউনিট জাপান সরকারের অনুদানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি মূলত দেশের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রায় সকল জেলায় সরকারি হাসপাতাল, সিভিল সার্জন অফিসে প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ করছে। এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানি লিমিটেড স্বাস্থ্য খাতে সেবা করার জন্য খুব দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে।

বগুড়ার আরেকটি ইউনিট সেফালোস্পোরিন প্রজেক্ট ২০০৪-২০০৫ অর্থবছর থেকে শুরু হয়ে নানা চড়াই উৎরাই পেরিয়ে ২০১৪ সাল পর্যন্ত তা অসমাপ্ত ছিল। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক অধ্যাপক ডা. এহসানুল কবির জগলুল এর বিচক্ষণ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে এবং নিরলস পরিশ্রমের ফলে সেফালোস্পোরিন প্রজেক্টটি ইতোমধ্যে ২০১৯-২০২০ অর্থবছর থেকে বাণিজ্যিকভাবে সফল উৎপাদন শুরু করেছে। এই প্রজেক্টের ড্রাই ভায়াল মেশিনের প্রতি ঘণ্টায় উৎপাদন সক্ষমতা প্রায় ১৮,০০০ ভায়াল, যার দ্বারা অতি শীঘ্রই উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু করা যাবে। এতে করে পূর্ণমাত্রায় উৎপাদন শুরু হলে বছরে প্রায় ২০০ কোটি টাকার উৎপাদন করা সম্ভব হবে, যা ইডিসিএলের সার্বিক কার্যক্রমকে আরও বেগবান করবে। পাশাপাশি স্থানীয় বাজারে এর প্রভাবে এ জাতীয় ওষুধের দাম কমে আসবে বলে আশা করা যায়।

ইডিসিএল খুলনা (কেইএলপি):

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে, বাংলাদেশ সরকার এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানি লিমিটেডের আরেকটি ইউনিট খুলনা এসেনসিয়াল ল্যাটেক্স প্লান্ট (কেইএলপি) নামে কনডম কারখানা প্রতিষ্ঠা করেছে। এই প্রকল্পের উৎপাদন ক্ষমতা বার্ষিক ১৫০ মিলিয়ন পিস। কনডম উৎপাদনের বড় অংশ পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর ক্রয় করে থাকে। দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে স্বল্প সময়ে রপ্তানিও করা যাবে। খুলনা এসেনসিয়াল ল্যাটেক্স প্লান্টের অধীনে টাঙ্গাইল জেলার মধুপুরে স্থানীয়ভাবে উন্নত কাঁচামাল ব্যবহার করার জন্য ইডিসিএল একটি ল্যাটেক্স প্রসেসিং প্লান্টও (ইএলপিপি নামে) স্থাপন করেছে। এ প্লান্টের কাঁচামাল সরাসরি দেশীয় বনবিভাগের রাবার গাছ থেকে আহরণ করা হয়ে থাকে।

ইডিসিএল (তৃতীয় প্রকল্প) গোপালগঞ্জ:

বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক অধ্যাপক ডা. এহসানুল কবির জগলুলের সুযোগ্য নেতৃত্বে ইডিসিএল গোপালগঞ্জের ঘোনাপাড়ায় গর্ভ-নিরোধক বড়ি থেকে শুরু করে জন্মনিয়ন্ত্রণ ইনজেকশন, আই.ভি ফ্লুইড, পেনিসিলিন পণ্য ইত্যাদি উৎপাদনের জন্য আরেকটি প্রকল্প 'ইডিসিএল (তৃতীয় প্রকল্প), গোপালগঞ্জ' প্রায় সম্পন্ন করেছে এবং ইতোমধ্যে একাংশের (পেনিসিলিন ইউনিট) উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু করেছে। প্রকল্পের আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে ১০০০ কোটি টাকা (GOB ফান্ড দ্বারা)।

ইডিসিএল (ভ্যাকসিন প্রকল্প) গোপালগঞ্জ:

করোনা মহামারী আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছে যে, দেশে একটি শক্তিশালী মহামারী ব্যবস্থাপনা নেটওয়ার্ক থাকা কতটা জরুরি। মহামারী মোকাবিলা কল্পে ভ্যাকসিনের কোনো বিকল্প নেই।

দেশে সরকারি বা বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য কোনো ভ্যাকসিন প্রকল্প না থাকায় আমাদের নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়েছে। মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেও ভ্যাকসিনের ব্যবস্থা করতে হিমশিম খেতে হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যক্ষ নির্দেশে সুযোগ্য নেতৃত্ব ও ইডিসিএল ম্যানেজমেন্ট উক্ত সমস্যার সমাধানকল্পে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্মৃতি বিজড়িত গোপালগঞ্জ জেলায় একটি পূর্ণাঙ্গ ভ্যাকসিন ইনস্টিটিউট ও আন্তর্জাতিক মানের ভ্যাকসিন উৎপাদন কারখানা নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করেছে। বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক অধ্যাপক ডা. এহসানুল কবির জগলুলের বিচক্ষণ নেতৃত্ব ও নিরলস পরিশ্রমে প্রকল্পটির কার্যক্রম এগিয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে ৬.৮৫ একর জমির অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটি এডিবির (এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক) অর্থায়নে প্রায় ৩০০ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে নির্মিত হবে। প্রকল্পটিতে প্রাথমিকভাবে নিম্নোক্ত ভ্যাকসিন প্রস্তুত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে:

Sl. No.	Name of Vaccines
01	COVID-19 Vaccine
02	BCG -20
03	TD-10 (Tetanus and Diphtheria)
04	MR-10 (Measles-Rubella Vaccine)
05	bOPV-10 (Bivalent Oral Polio Vaccine.)
06	Penta (Diphtheria, Pertussis, Tetanus, Hepatitis B and Hib)
07	PCV10-4 (Pneumococcal/Pneumococcal Conjugate Vaccine)
08	IPV (Polio vaccine)
09	Rota (RV 1-1)
10	Typhoid Conjugate Vaccine
11	Rabies Vaccine
12	Antivenom Vaccine

প্রথম পর্যায়ে ২-৩ বছরের মধ্যে ফিল-ফিনিস ভ্যাকসিন প্রোডাকশন শুরু করা হবে এবং পরবর্তীতে নিজস্ব ম্যানুফ্যাকচারিং পরিসরে ভ্যাকসিন উৎপাদন করে ফিল-ফিনিস ভ্যাকসিন উৎপাদন করা হবে। প্রকল্পটি সম্পন্ন হলে দেশের জনসাধারণের বর্তমান ও ভবিষ্যতের ভ্যাকসিনের যাবতীয় চাহিদা পূরণের পাশাপাশি এ জাতীয় যে কোন দুর্যোগ মোকাবেলায় স্বল্প সময়ে নতুন ভ্যাকসিনের উদ্ভাবন সম্ভব হবে এবং দেশকে জাতীয় দুর্যোগ থেকে রক্ষা করা যাবে বলে আশা করা যায়। পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা সম্ভব হবে।

ইডিসিএল মানিকগঞ্জ প্রকল্প (প্রেক্ষাপট ও পর্যালোচনা):

ইডিসিএল ১৯৮৩ সালে তেজগাঁও-এ অবস্থিত ঢাকা প্লান্টে ওষুধ উৎপাদন শুরু করেছিল। প্রতিষ্ঠানটি ১.৫ একর জমির উপর অবস্থিত এবং সকল স্থাপনা ১৯৬০ সালের আগে নির্মাণ করা হয়েছিল। বিগত বছরগুলিতে ওষুদের চাহিদা ব্যাপক বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং কাজের সুবিধার্থে মূল স্থাপনার কিছু কিছু অংশে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে এবং অল্প কিছু স্থাপনা নতুন নির্মাণ করা হয়েছে। প্রতি বছর সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে সিএমএসডির মাধ্যমে ও সরাসরি চাহিদাপত্রের মাধ্যমে ওষুধ সরবরাহ করা হয়। কিছু সময়ে Opportunity Sale হিসেবে কিছু প্রতিষ্ঠান যেমন- DGFP, DGHS (NCDC, CDC, NNS, CMSD), BGB, Prison, DGDP(Army), RAB, BSMMU, ICDDRB, BCIC Industries, City Corporation ইত্যাদিতে ওষুধ সরবরাহ করা হয়। সর্বসাকুল্যে সরকারি পর্যায়ে সকল প্রতিষ্ঠানে ইডিসিএল হতে প্রায় ৬০-৭০% ওষুধ সরবরাহ করা হয়। ইডিসিএল হতে সরবরাহকৃত মোট ওষুধের প্রায় ৭০-৭৫% ওষুধই ঢাকা প্লান্ট হতে সরবরাহ করা হয়। কিন্তু বর্তমানে সরকারি পর্যায়ে ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে Opportunity Sale এর জন্য শতভাগ ওষুধ উক্ত প্লান্ট

থেকে উৎপাদন করে দেয়া সম্ভব নয়। কারণ ৬০ বছর পূর্বে নির্মিত প্রায় স্বল্প জমির (১.৫ একর) উপরে পুরাতন ভবন সম্প্রসারণ সম্ভব নয় এবং পুরাতন যন্ত্রপাতি সরিয়ে নতুন আধুনিক যন্ত্রপাতি পুনঃস্থাপন করাও কঠিন ব্যাপার। উল্লেখ্য যে, ওষুধের চাহিদা পূরণের জন্য এবং উৎপাদন ব্যবস্থা সচল রাখার জন্য ইতোমধ্যেই কিছু সংখ্যক নতুন মেশিন সংযোজন করা হয়েছে।

এমতাবস্থায় সরকার ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অধিক চাহিদা থাকা সত্ত্বেও পর্যাপ্ত ওষুধ উৎপাদন সম্ভব নয় বিধায় বিভিন্ন সময়ে Sale Order ফেরত দেওয়া হয়। তাছাড়া জায়গার স্বল্পতার কারণে ঢাকা প্লান্টে পর্যাপ্ত পরিমাণে ওষুধ ও তার কাঁচামাল সংরক্ষণ ব্যবস্থা, Incineration, Systematic ETP, Fire Fighting ও GMP অনুসারে অন্যান্য ব্যবস্থাপনা সম্ভব নয় । তাই প্লান্টের বাইরে ওষুধ ও প্যাকিং ম্যাটেরিয়াল সংরক্ষণের জন্য কয়েকটি Warehosue ভাড়া করতে হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ভবনের অবকাঠামোজনিত সমস্যার কারণে অবকাঠামো সম্প্রসারণ করে উৎপাদন সক্ষমতা বাড়ানো সম্ভব নয়। তাছাড়া ঢাকার কেন্দ্রে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় এর মেরামত, পুনর্নির্মাণ ও সম্প্রসারণ কোনটাই সঠিকভাবে সম্ভব নয়। উল্লেখ্য যে, বর্তমান স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক মহোদয়ের পরামর্শক্রমে ভবনগুলোকে টেকসই করার নিমিত্তে Retrofitting এর কাজ করা হয়েছে।

ইডিসিএলের উৎপাদিত ওষুধের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য এবং বিভিন্ন গ্রুপের নতুন নতুন ওষুধ উৎপাদনের জন্য একটি বৃহৎ ও অত্যাধুনিক প্লান্ট স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এমতাবস্থায় বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক অধ্যাপক ডা. এহসানুল কবির জগলুলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় বর্তমান মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক মহোদয়ের পূর্ণ সহযোগিতায় ঢাকার অদূরে মানিকগঞ্জ সদরের মেঘশিমুল এলাকায় ইডিসিএলের মূল কারখানা স্থানান্তরের উদ্যোগ নিয়ে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। প্রকল্পটির ডিপিপি ইতোমধ্যে একনেকে অনুমোদন পেয়েছে এবং পরবর্তীতে প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের কার্য প্রায় শেষের পথে। আশা করা যায়, জুন ২০২৭ এর মধ্যে প্রকল্পটির কাজ সম্পন্ন করা হবে।

এক নজরে প্রকল্পটির বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হলো

ক্রমিক নং	বিষয়	বর্ণনা
০১.	প্রকল্পের শিরোনাম	এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানি লিমিটেড, মানিকগঞ্জ প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প
০২.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
০৩.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	ইডিসিএল
০৪.	প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল	৫ বছর (আনুমানিক)
০৫.	প্রকল্পের মোট আনুমানিক ব্যয়	১৯০৫.২৬ কোটি টাকা (আনুমানিক)
০৬.	অর্থায়নের উৎস	জিওবি
০৭.	অর্থায়নের ধরন	অনুদান
০৮.	প্রকল্প এলাকা	মেঘশিমুল, মানিকগঞ্জ সদর, মানিকগঞ্জ

এক নজরে প্রকল্পটির বিভিন্ন ফ্যাসিলিটিস:

i. Tablet Unit (Essential Medicines –Tablet dosage form)
ii. Liquid Processing Plant (Essential Medicine–Liquid dosage form)
iii. Injection Unit (General Injection –Essential Medicines).
iv. Sterile Eye Drop and Eye Ointment Unit.
v. Capsule & Dry Syrup Unit (Essential Medicines,)
vi. Cream & Ointment Production Unit (Essential Medicines,)
vii. External Use Liquid Unit (i.e. For skin use)
viii. ORS (Oral Rehydration Salts)
ix. Liophilized Production Unit- New production unit (Meropenem জাতীয় ওষুধ উৎপাদন করা হবে)
x. TB-Leprosy Production Unit- New project.
xi. Soft Gelatin Capsule Unit, Anti-Cancer Drugs Unit, Steroid Production Unit, Medical Devices Production Unit (Blood Bag, Gauge, Bandage, Cannula ইত্যাদি), Oxygen Production Unit (For Government Hospital), Packaging Material Printing Unit (Box, Carton, label) ইত্যাদি Production Unit গুলি ভবিষ্যতে করার জন্য Master Plan এ Provision রাখা হয়েছে।
xii. নতুন Plant এ আধুনিক পদ্ধতিতে Fire Fighting System সংযোজন করে জান-মাল রক্ষা করা সম্ভব হবে।
xiii. নতুন Plant চালু হওয়ার পর প্রায় ২৫ বছর পর্যন্ত সরকারের ওষুধের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করতে কোনো সমস্যা হবে না।
xiv. নতুন Plant-এ ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে পর্যাপ্ত পরিমাণে দক্ষ জনবল সৃষ্টি করা সম্ভব হবে, Day Care Centre/ Child Care Centre, মসজিদ, খেলার মাঠ, Dormitory, Family Quarter ইত্যাদি স্থাপন করা সম্ভব হবে।
xv. এখানে TGA / MHRA / WHO GMP/FDA সম্মত আধুনিক ফার্মাসিউটিক্যালস মানদণ্ড (Standard) অনুসরণ করে বিশ্বমানের নতুন প্লান্ট গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে:

➢ প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ইডিসিএল বাংলাদেশ সরকারের ওষুধের চাহিদা পূরণ করতে পারবে।
➢ বেনিফিসিয়ারিগণ কোয়ালিটি সম্পন্ন ওষুধ পাবেন।
➢ প্রকল্পটি আনুমানিক ৩০০০ জন মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে।
➢ ৩০০০ জন কর্মীর এই জনবল তাদের কাজের জন্য নিরাপদ এবং আধুনিক পরিবেশ পাবেন।
➢ এছাড়া আরও অনেক মানুষ এই প্রকল্প থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উপকৃত হবেন।
➢ প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের একটি 'স্টেট অফ দ্য আর্ট ফ্যাক্টরি' হবে।

বর্তমান স্থাপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার প্রস্তাব:

Existing Plant এ বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা করা যেতে পারে। উক্ত ভবনে নিম্নোক্ত কার্যক্রমগুলো চালানো যেতে পারে-

* EDCL কর্পোরেট অফিস হিসেবে ব্যবহার করা হবে।
* সারা দেশে ওষুধ Distribution করার লক্ষ্যে কিছু অংশ Buffer Ware House হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
* বাংলাদেশে Medicine এর Bio-equivalence Test করার কোনো Laboratory নেই। এখানে একাংশে Bio-equivalence Test এর Laboratory তৈরি করা যেতে পারে।
* উক্ত ভবনের কিছু অংশ EDCL হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক

সেন্টার তৈরি করে জনগণকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা যেতে পারে।
* কনভেনশন হল ও ট্রেনিং সেন্টারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

EDCL'S Vision (ইডিসিএলের ভিশন/রূপকল্প):

মানসম্মত ও কার্যকর ওষুধ উৎপাদন করে সাশ্রয়ীমূল্যে ওষুধ ও জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী সরবরাহ নিশ্চিত করে স্বাস্থ্য সেবায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখা।

EDCL'S Mission (ইডিসিএলের মিশন/অভিলক্ষ্য) :

- **cGMP** গাইডলাইন অনুসরণ করে সক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানসম্মত ওষুধ উৎপাদন করে জনসাধারণের জন্য সরবরাহ নিশ্চিত করা।

-**EDCL** এ দেশের শীর্ষস্থানীয় পারফরমারদের (ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান) মধ্যে প্রথম সারির র‍্যাঙ্কিংয়ে অবস্থান করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা এবং রপ্তানির জন্য বিশ্বব্যাপী তার কার্যক্রমের নেটওয়ার্ককে শক্তিশালী করতে বদ্ধ পরিকর।

এক নজরে শুরু থেকে এ পর্যন্ত ইডিসিএলের প্রোডাকশন ও সেলসের তুলনামূলক চিত্র :

(Yearwise Production and Sales)

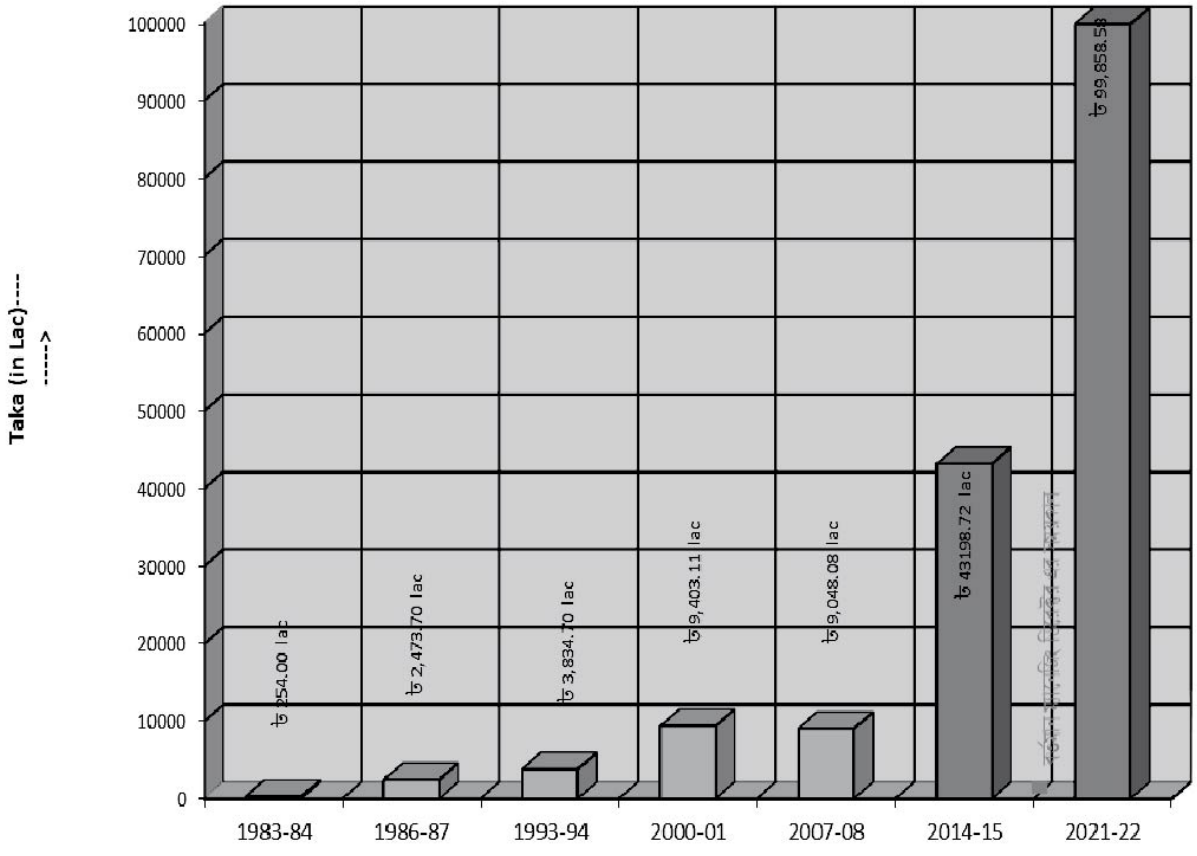

উপরোক্ত চিত্র থেকে এটা স্পষ্ট যে, অতীতের যে কোনো সময় থেকে বর্তমানের প্রোডাকশন ও সেলস বহু গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ চিত্র বর্তমান এমডি মহোদয়ের সাফল্যমণ্ডিত উদ্যমী কর্মফলেরই এক বহিঃপ্রকাশ, যা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আর এ সাফল্যগাঁথার পেছনে উদ্দীপনা হিসেবে রয়েছে তাঁর কিছু যুগান্তকারী দিক নির্দেশনা ও কর্মপরিকল্পনা। সেগুলো হলো:

ক). Participants Leadership

ইডিসিএলের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ পার্টিসিপেন্ট ম্যানেজমেন্ট এর মাধ্যমে সকল সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। অর্থাৎ প্রয়োজনে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সাথে আলোচনার ভিত্তিতে গুরত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো নেয়া হয়। এতে করে যে কোনো কাজ সহজে সম্পাদন করা সম্ভব হয়। **খ). Costing Suitability**

ইডিসিএল একমাত্র সরকারি ফার্মাসিউটিক্যাল প্রতিষ্ঠান, যেখানে নামমাত্র লাভে ওষুধের মূল্য নির্ধারণ করা হয়। এতে করে সারা দেশের মানুষ স্বল্পমূল্যে অধিক পরিমাণে ওষুধ পেয়ে থাকে। ওষুধের মূল্য কম হওয়ার কারণে সমগ্র জনগোষ্ঠী স্বাস্থ্য সেবা পাচ্ছে।

আর এসেনসিয়াল ওষুধগুলির মূল্য বেসরকারি ওষুধ প্রতিষ্ঠানে বা খোলা বাজারে নিয়ন্ত্রণে থাকে।

গ). Supply Chain Management

এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানি লি. এ সাপ্লাই চেইনে পর্যাপ্ত ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম এবং এগুলোর উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা বিদ্যমান থাকার কারণে প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিক ও স্বাস্থ্য সেক্টরে ওষুধ সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে।

ইডিসিএলের বর্তমান সময়ের কিছু সাফল্যগাঁথার খণ্ডচিত্র:

বর্তমানে বিভিন্ন ডোজেজ ফর্মের তথ্য চিত্র নিম্নরূপ:

Total No. of Products of different Dosage Forms of EDCL (DGDA Approved)		Running Products
Dosage Forms	Total No.	
A. Tablets	264	128
B. Capsules		
C. Dry Syrup (Powder for Oral Suspension)		
D. ORS (Oral Rehydration Salts)/ Orsaline-N		
E. Oral Liquid (Syrup)		
F. Oral Liquid (Suspension)		
G. Liquid (External)		
H. External Ointment		
I. External Cream		
J. External / Skin Powder		
K. Injections/Dry Vials		
L. I.V. Infusion		
M. Sterile Eye/ Ear Drops		
N. Sterile Eye Ointment		
O. Contraceptive Device (Nirapad)		

TRIPS (Trade- Related Aspect of Intellectual Property Rights) এবং ফার্মাসিউটিক্যালস সংক্রান্ত ২০১৫ সালের সিদ্ধান্তে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একটি এলডিসি (Least Development Countries- স্বল্পোন্নত দেশ) যদি ট্রানজিশন পিরিয়ডের মেয়াদ শেষ (২০৩২ সাল) হওয়ার আগে একটি এলডিসিভুক্ত দেশ উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে ঘোষিত হয় ('যেটি আগে হয়'), তবে TRIPS এর আইন অনুসারে উক্ত দেশ এলডিসিভুক্ত দেশগুলির মতো আর উক্ত সুবিধাগুলো উপভোগ করার যোগ্য হবে না। এর মানে হলো যে, বাংলাদেশ ২০২৪ সালে এলডিসি গ্রুপ থেকে বাদ হয়ে গেলে ফার্মাসিউটিক্যাল মওকুফ থেকে উপকৃত হতে পারবে না, যদিও ২০৩২ সালের শেষ অবধি মওকুফ মঞ্জুর করা হয়েছে। তারপরও TRIPS চুক্তি অনুযায়ী পেটেন্ট এবং লাইসেন্সের প্রয়োজনীয়তা মেনে চলতে হবে। এটি উল্লেখযোগ্যভাবে আমাদের ওষুধ শিল্পের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে এবং নানামুখী সমস্যার সৃষ্টি করবে। উক্ত পরিস্থিতি বিবেচনায় বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দূরদর্শিতার কারণে ট্রিপস (TRIPS) এগ্রিমেন্ট সক্রিয় বিবেচনায় নিয়ে প্রথম থেকেই বহু সংখ্যক প্রোডাক্টের রেজিস্ট্রেশন নেয়ার ব্যবস্থা করেছেন এবং তা উৎপাদন করে বাজারজাত করণের ব্যবস্থা করে যাচ্ছেন। প্রায় ১০০ প্রোডাক্টস আমাদের প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট বিভাগে নানা পর্যায়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা পর্যায়ে রয়েছে, যা অতি শীঘ্র ডিজিডিএ থেকে অনুমোদন নিয়ে launch করা সম্ভব হবে।

বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক অধ্যাপক ডা. এহসানুল কবির জগলুল-এর সময়ে নিম্নলিখিত অতি গুরুত্বপূর্ণ ও

• বিজয়

বিজয় মানে
সোনার বাংলা
আমার বাংলাদেশ।
যতদূর চোখ যায়
রূপের নেই তো শেষ।

বিজয় মানে একাত্তর
আর করি না ভয়
বাংলাকে মুক্ত করতে
বাংলা সেনারা দুর্জয়।

বিজয় মানে
লাখো শহিদের
জীবন আত্মদান
মায়ের ভাষা প্রতিষ্ঠা করতে
লাখো শহিদের প্রাণ।

বিজয় মানে
সশ্রদ্ধ সালাম
অগণিত শহিদদের
অনেক ত্যাগের বিনিময়ে
বাংলা আমাদের।

বিজয় মানে
রক্তিম সূর্য
নতুন আলোর ভোর
আলোয় আলোকিত
খুলে দিলাম দোর।

বিজয় মানে
বাংলা ভাষা
মায়ের মুখে মিষ্টি ভাষা
যতই বলি মিটে না আশা।

বিজয় মানে বাংলাদেশ
একটি স্বাধীন রাষ্ট্র,
বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে
বাংলায় জাগ্রত।

লাল-সবুজের বুকে
আমার বাংলাদেশ
যতদূর চোখ যায়
রূপের নেই তো শেষ।

রুহানা জাহান খান
সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা
এডমিন এন্ড এইচআরএম

জীবন রক্ষাকারী ওষুধগুলো উৎপাদন করে বাজারজাতকরণের মাধ্যমে সরবরাহ শুরু হয়েছে।

New Product launched from October-2014 to November-2022

Serial No.	Product Name	DAR. / MA No.	Launching Date
01	CEFIXIME CAPSULE400 mg	127-0291-023	October 2015
02	PANTOPRAZOLE TABLET 20 mg (Enteric coated)	127-0292-067	November 2015
03	LEVOFLOXACIN EYE DROP 0.5% W/V	127-0296-052	November 2015
04	MORPHINE SULFATE INJECTION 15 mg / mL	127-0250-065	May 2016
05	CALCIUM TABLET 500 mg (Film coated)	127-0299-062	December 2017
06	KETOROLAC TROMETHAMINE TABLET 10 mg (Film coated)	127-0303-064	November 2017
07	KETOROLAC TROMETHAMINE INJECTION 30 mg/1 mL Ampoule; IM/IV Inj.	127-0302-064	July 2017
08	OMEPRAZOLE INJECTION 40mg / Vial; IV Injection	127-0312-067	August 2018
09	SODIUM CHLORIDE INJECTION ,0.9% w/v, 5 mL and10 mL	127-0313-079	August 2018
10	ESOMEPRAZOLE INJECTION 40 mg / Vial; IV Injection	127-0315-067	August 2018
11	MEROPENEM IV INJECTION 1.0 g / Vial; Injection	127-0314-023	April 2019
12	ESOMEPRAZOLE CAPSULE 20 mg	127-0304-067	July 2019
13	ONDANSETRON INJECTION 2mg / mL	127-0266-018	September 2019
14	MEROPENEM INJECTION 500mg / Vial; IV Injection	127-0311-023	November 2019
15	ATORVASTATIN CALCIUM TABLET 10 mg (Film Coated)	127-0306-061	September 2020
16	METFORMIN TABLET 500 mg (Film Coated)	127-0308-015	February 2020
17	GLICLAZIDE TABLET 80 mg	127-0229-015	June 2022
18	MONTELUKAST TABLET 10 mg (Film coated)	127-0322-044	September 2022
19	CARBONYL IRON,FOLIC ACID & ZINC CAPSULE (50 mg+0.5 mg+61.8 mg)	127-0328-045	September 2022
20	CALCIUM AND VITAMIN D_3 TABLET (500 mg + 200 IU) (Film coated)	127-0310-062	October 2022
21	LOSARTAN POTASSIUM TABLET 50mg (Film coated)	127-0321-022	November 2022
22	ESOMEPRAZOLE CAPSULE 40 mg	127-0325-067	November 2022

বর্তমান এমডির ৮ বছরের উন্নয়ন কার্যক্রমঃ

১। অধ্যাপক ডা. এহসানুল কবির জগলুল ২০১৪ সালে এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানিতে যোগদান করার পর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য যুগান্তকারী একটি পে-স্কেল প্রদান করেন।

২। প্রায় এক যুগ পড়ে থাকা অসমাপ্ত সেফালোস্পোরিন প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম নতুন করে শুরু করেন এবং ২০২০ সালে সেফালোস্পোরিন উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করেন।

৩। টাঙ্গাইল মধুপুরে ইডিসিএলের নিয়ন্ত্রণাধীন এসেনসিয়াল ল্যাটেক্স প্রসেসিং প্ল্যান্ট চালু ছিল, সেখানে ২০১৫ সালে কর্মচারী এবং শ্রমিকদের জন্য ৪টি ডরমিটরি স্থাপন করেন।

৪। ইডিসিএল ঢাকা অফিসে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের অফিসে যাতায়াতের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করেন।

৫। ইডিসিএল ঢাকা কারখানার নিকটবর্তী স্থানে প্রায় ২.৫ বিঘা জমিতে আধুনিক মানের ওয়্যার হাউজ নির্মাণের উদ্যোগ নেন।

৬। ২০১১ সালে গোপালগঞ্জে একটি ফার্মাসিউটিক্যালস প্রকল্প স্থাপনের কার্যক্রম শুরু হয় এবং পরবর্তীতে এর কার্যক্রম প্রায় স্থবির হয়ে পড়ে। অতঃপর অধ্যাপক ডা. এহসানুল কবির জগলুল ২০১৪ সালে যোগদানের পর তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে পুনরায় উক্ত প্রজেক্টের কার্যক্রম ২০১৫ সালে শুরু হয় এবং ২০২০ সালে পেনিসিলিন ইউনিটের উৎপাদন কার্যক্রম আরম্ভ করে। বর্তমানে আরও তিনটি ইউনিট যেমন কন্ট্রাসেপটিভ, Large Volume Parenteral ও জেনারেল প্রোডাকশন ইউনিটের উৎপাদন শুরু হওয়ার পথে।

৭। ২০১৪ সালে তাঁর যোগদানের সময় বার্ষিক উৎপাদন ও বিক্রয় ছিল প্রায় ৩৫০ কোটি টাকা। ধারাবাহিকভাবে বার্ষিক উৎপাদন ও বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ১১০০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে।

৮। ঢাকার তেজগাঁওস্থ প্রায় ৬০ বছরের পুরাতন স্থাপনায় এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানি লিমিটেডের প্রধান কার্যালয় হিসেবে উৎপাদন কার্যক্রম চলছে এবং উক্ত জরাজীর্ণ কারখানাকে মানিকগঞ্জে স্থাপনের জন্য প্রায় ৩১.৫ একর জমির উপর cGMP অনুযায়ী একটি ফার্মাসিউটিক্যাল প্রকল্প স্থাপনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পটি একনেকে অনুমোদন হয়েছে এবং জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলছে।

৯। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় বাংলাদেশে গোপালগঞ্জে একটি ভ্যাকসিন প্রকল্প স্থাপনের কার্যক্রম চলমান।

১০। শ্রমিক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুচিকিৎসায় ইডিসিএলের সব প্লান্টে চিকিৎসক নিয়োগের মাধ্যমে চিকিৎসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

১১। শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য সিবিএ কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

১২। কোভিড-১৯ মহামারির ক্রান্তিলগ্নে ওষুধের ক্রাইসিস মোকাবেলার জন্য এবং দেশের জনসাধারণের স্বাস্থ্য সুরক্ষাকল্পে অতন্দ্র প্রহরী হয়ে ২৪ ঘণ্টা ৭ দিন কারখানা খোলা রাখার ব্যবস্থা করেছেন। সকল কর্মকর্তা কর্মচারী স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছেন এবং অনেকে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তথাপি ইডিসিএল দেশের ক্রান্তিলগ্নে সাধারণ মানুষের পাশে থেকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত ও গর্বিত। পাশাপাশি দেশে ও আন্তর্জাতিক পরিসরে ইডিসিএল-কে পরিচিত করার জন্য তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

মোহাম্মদ ইসমাইল
উপ-মহাব্যবস্থাপক, মান নিশ্চিতকরণ বিভাগ

স্বাস্থ্যগত বিভিন্ন সংকটকালীন সময়ে ইডিসিএল'র ভূমিকা

এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানি লিমিটেড (ইডিসিএল) সরকারি মালিকানাধীন একমাত্র অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সারাদেশের সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানসমূহে নিরবচ্ছিন্নভাবে জরুরি ওষুধ সরবরাহ করার লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালে এটি প্রতিষ্ঠা করে। এরপর থেকে ইডিসিএল অদ্যাবধি সুনামের সাথে মানসম্মত ওষুধ সামগ্রী উৎপাদন ও সরবরাহের মাধ্যমে স্বাস্থ্য খাতে সরকারের প্রচেষ্টায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে আসছে। এ প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত ওষুধের সংখ্যা ও পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের সার্বিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি মোকাবেলায় পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে সারাদেশে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য খুলনায় ইডিসিএলের একটি কনডম কারখানা স্থাপন করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্য নিয়ে সারাদেশে প্রায় ১৫,০০০ কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করেন। কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহের ব্যবহৃত ২৭ প্রকার ওষুধই ইডিসিএল সরবরাহ করে থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্যোগকালীন, দুর্যোগ পরবর্তী এবং মহামারীকালীন স্বাস্থ্যসেবায় সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক অত্র প্রতিষ্ঠান ওষুধ সরবরাহ করে। এরই ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলায় ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য জরুরি ওষুধসমূহ সরবরাহ করা হয়।

কোভিড-১৯ মহামারীর প্রাক্কালে লকডাউনের সময় সারাদেশের অফিস-আদালত ও কল-কারখানায় উৎপাদন বন্ধ বা সীমিত করা হলেও তাৎক্ষণিক অতিরিক্ত চাহিদার বিপরীতে প্রয়োজনীয় ওষুধের যোগান দিতে অত্র প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাগণ জীবন বাজি রেখে সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলিসহ দিন-রাত নিরলসভাবে কাজ করে ওষুধ উৎপাদন ও সরবরাহ নিরবচ্ছিন্নভাবে চালু রাখে। এক কথায় বলা যায়, বাংলাদেশে করোনা মহামারী মোকাবেলায় ইডিসিএল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এছাড়াও ইডিসিএল দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও ওষুধ সরবরাহ করে আসছে। কোভিড-১৯ সংকটের সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশে উপহার হিসেবে অত্র প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত ওষুধ খুব দ্রুততম সময়ের মধ্যে ভারত ও নেপালে সরবরাহ করা হয়েছিল। তাছাড়া আর্থিকভাবে দেউলিয়া ঘোষিত সার্ক সদস্যভুক্ত রাষ্ট্র শ্রীলঙ্কায় এবং ভয়াবহ ভূমিকম্প কবলিত আফগানিস্তানে প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে ইডিসিএল থেকে ওষুধ সরবরাহ করা হয়। রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যাসহ দেশের বিভিন্ন সংকটকালীন সময়ে ইডিসিএল আর্ত-মানবতার সেবায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য ইডিসিএলের শ্রমিক, কর্মচারী, কর্মকর্তাগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের বেতনের একটা অংশ থেকে নিজস্ব তত্ত্বাবধানে মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক, অফিসার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন এবং সিবিএ-এর নেতৃবৃন্দ সহকারে সশরীরে উপস্থিত থেকে রোহিঙ্গা শরণার্থী ও দেশের বন্যার্ত মানুষের জন্য জরুরি ত্রাণ সামগ্রী ও ওষুধ বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়।

রোগ-ব্যাধি কারও কাম্য নয়; তথাপিও একে অস্বীকার করা যায় না। ইডিসিএল সব সময় মানসম্মত ওষুধ ও জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী উৎপাদন ও সরবরাহের মাধ্যমে দেশের সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সেবায় এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিতে আরও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আশা রাখি ইনশাআল্লাহ্।

মো. জাকির হোসেন
উপ-মহাব্যবস্থাপক, বিক্রয় ও বিপণন
ইডিসিএল, ঢাকা।

বিজয়া

মহান বিজয় তুমি ফিরে আসো বারে বার,
হৃদয়ের স্পন্দনে বাংলার প্রতিটি মানুষের।
বিজয় তুমি আমার অহংকার,
আত্মার আত্মীয়, বেঁচে থাকার এক নতুন উপহার।

বিজয় তুমি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালির
ভালোবাসামাখা এক অপূর্ব সমাহার।
বিজয় তুমি একাত্তরের ভাঙা হৃদয়ের,
আনন্দমাখা এক স্মৃতিকাতর পাতা।

বিজয় তুমি ভাষা আন্দোলনের অমরকাব্য
আমার হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দনে রক্তফোঁটা।
বিজয় তুমি ছিনিয়ে আনা আমার স্বাধীনতা,
হার না মানা বাঙালিদের রুখে দেয়া ইতিকথা।

বিজয় তুমি আমার ক্যাম্পাস, আমার দেয়ালিকা,
অবুঝ শিশুর পাশে দাঁড়ানো পিতৃত্বের ছায়া।
শ্রেষ্ঠ আমি শ্রেষ্ঠ দেশ এইতো আমার বাংলাদেশ,
থাকবো না আর পরাধীনতায় আমি যে এক বিজয়া।
শয়নে-স্বপনে জীবনে-মরণে রবো আমি নির্বিশেষ।

পারভীন সুলতানা
জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা, ইডিসিএল, ঢাকা।

ওষুধ শিল্পের বিকাশে ইডিসিএল'র সাফল্য

স্বাধীনতার ৫০ বছরে এসে বাংলাদেশের ওষুধ শিল্পে বিস্ময়কর বিকাশ ঘটেছে। ওষুধ উৎপাদন ও রপ্তানিতে বাংলাদেশ অভাবনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে। স্বাধীনতা উত্তর সময়ে যেখানে বিদেশি ওষুধের উপর নির্ভরতা ছিল প্রায় শতভাগ, সেখানে ৫০ বছর পর বিশ্বের প্রায় দেড় শতাধিক দেশে রপ্তানি হচ্ছে বাংলাদেশের ওষুধ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জননেত্রী শেখ হাসিনার পৃষ্ঠপোষকতা ও আন্তরিক সহযোগিতায় দেশের ওষুধ শিল্পে অনুকরণীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। শুধুমাত্র ওষুধ উৎপাদনই নয়, ওষুধের কাঁচামাল উৎপাদনের ক্ষেত্রেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সময়োপযোগী পদক্ষেপ ও দিকনির্দেশনা ওষুধ শিল্পে আরও সমৃদ্ধির দ্বার উন্মোচন করেছে। এ মুহূর্তে বাংলাদেশের ওষুধ শিল্প দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারেও তার প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। ইতোমধ্যে দেশের ১৫টি কোম্পানি ইউরোপ ও আমেরিকায় ওষুধ বাজারজাত করার নিবন্ধন পেয়েছে। এর মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আরও বিপুল পরিমাণ ওষুধ রপ্তানির পথ প্রশস্ত হয়েছে। দেশের প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকার ওষুধের বাজারে ৯৮ শতাংশই দেশীয় কোম্পানিগুলোর দখলে। সতেরো কোটি মানুষের এ দেশের প্রায় পুরো চাহিদা মিটিয়ে দেড় হাজার কোটি টাকার ওষুধ রপ্তানি হচ্ছে প্রতি বছর। অপেক্ষাকৃত সাশ্রয়ী মূল্য ও গুণগত মানের কারণে বিশ্বে বাংলাদেশি ওষুধের চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানি লিমিটেড (ইডিসিএল) একমাত্র সরকারি ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৮৩ সাল থেকে বাংলাদেশ সরকারের প্রয়োজনীয় ওষুধ উৎপাদন ও বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে বিতরণ করে আসছে। বর্তমানে ইডিসিএল ৪৮৩টি উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্র, প্রায় ১৪,২০০টি কমিউনিটি ক্লিনিক, ৬৫টি সিভিল সার্জন অফিস, বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও বিভিন্ন বাহিনী যেমন-বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বিজিবি, বাংলাদেশ আনসার ছাড়াও পরিবার পরিকল্পনা ও সরকারি কেন্দ্রীয় ওষুধাগারে নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থায় সফলতার সঙ্গে ওষুধ সরবরাহ করে আসছে। সম্পূর্ণরূপে গুণগতমান নিশ্চিত করে প্রায় ২৬৪ প্রকারের অনুমোদিত ওষুধের মধ্যে প্রায় ১২৮ প্রকারের ওষুধ সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করা হচ্ছে।

স্বাস্থ্যসেবায় দেশীয় ওষুধ শিল্পের অবদান অনস্বীকার্য। চাহিদার ৯৮ শতাংশ ওষুধ তৈরি হচ্ছে দেশীয় কোম্পানিগুলোতে যা একটি যুগান্তকারী সাফল্য। বাংলাদেশের স্বাস্থ্যনীতি ও তার পরিকল্পিত অবকাঠামো বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। বিশেষ করে ইপিআই ভ্যাকসিনেশন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের সফল ব্যবস্থাপনা বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক বহুল প্রশংসিত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ১৪,২০০টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে সারা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিপুল জনগোষ্ঠী প্রতিনিয়ত বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা পেয়ে আসছে। ইডিসিএল তার নিজস্ব কারখানায় উৎপাদিত ওষুধ সকল কমিউনিটি ক্লিনিকে সফলভাবে সরবরাহ করে আসছে। প্রতিদিন প্রায় দেড় কোটি লোক ইডিসিএলের ওষুধ সেবন করে সুস্থতা লাভ করছে।

বাংলাদেশের ওষুধ শিল্পের বিকাশে ইডিসিএলের সাফল্যজনক ভূমিকায় আমরা গর্বিত।

সত্যজিৎ দাস
পরিচালক অপারেশন (চলতি দায়িত্ব), ইডিসিএল, ঢাকা

হারানো মায়ের হাসি

আমার মায়ের হাসি,
বড্ড ভালোবাসি।
হারিয়ে যাওয়া মায়ের হাসি,
যেন সোনার ফসল রাশি-রাশি,
আকাশছোঁয়া মেঘমালা,
পর্বতারোহণের চেয়েও বেশি।
আমার মায়ের হাসি
আমি বড্ড ভালোবাসি।

মা আমার হাসতো যখন,
মুক্তমালা চাঁদের মতন,
খুশির জোয়ারে যখন-তখন
হতাম উদাসী।
তাইতো আমি আজও খুঁজে বেড়াই
আমার মায়ের হাসি।

হারিয়ে যাওয়া মায়ের হাসি
খুঁজে বেড়াই বাজিয়ে বাঁশি,
সাত সমুদ্র পাতালপুরী,
আকাশ ছুঁতে উড়ালাম ঘুড়ি,
হতাশ হয়ে আবার ফিরি
পাই যদি সেই হাসি।

আমার মায়ের হাসি
আমি বড্ড ভালোবাসি।
কল্পনাতে সেই হাসি,
বুকে আগলে রেখে বাঁচি।

কাজী তানজীমা তাবাসসুম
উপ-ব্যবস্থাপক, হিসাব বিভাগ
খুলনা এসেনসিয়াল ল্যাটেক্স (কেইএলপি)

সাদা কালো থেকে স্বপ্নরঙিন যাত্রায় ইডিসিএল

"আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে"

উক্তিটি বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে অন্নদামঙ্গল দেবীর কাছে ঈশ্বরীপাটুনীর নিবেদন, এটা দিয়েই শুরু করছি লেখাটি এবং এর ব্যাখ্যার মাধ্যমে পরিসমাপ্তি টানার চেষ্টা করব।

সাহিত্য সচেতন সবাই জানার কথা, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের যুগবিভাগকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। ৬৫০ মতান্তরে ৯৫০ খ্রি. থেকে ১২০০ খ্রি. পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ, ১২০১ খ্রি. থেকে ১৮০০ খ্রি. পর্যন্ত মধ্যযুগ (যার মধ্যে ১২০১ খ্রি. থেকে ১৩৫০ খ্রি. পর্যন্ত অন্ধকার যুগ অন্তর্ভুক্ত) এবং ১৮০১ খ্রি. থেকে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ। ঠিক একইভাবে ইডিসিএলের সময়টাকে ২০০৯-২০১০ সাল পর্যন্ত সাদাকালো, ২০১০-২০১১ সাল থেকে ২০১৪-২০১৫ সাল পর্যন্ত আংশিক রঙিন এবং ২০১৪-২০১৫ সাল থেকে স্বপ্নরঙিন যুগে ভাগ করা যায়।

তখন ইডিসিএলের আর্থিক অবস্থা অতটা ভালো না থাকায় এখানে চাকরিরত সকলকে কিছুটা অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকতে হতো। একথা বলা যায়, এখন ইডিসিএল একটা আবেগ ও ভালোবাসার নাম, যা একটি স্বর্ণযুগের স্বপ্নযাত্রার মধ্য দিয়ে চলছে এবং এখানে চাকরি একটি সোনার হরিণের চাইতেও দামী।

দীর্ঘ চাকরি জীবনের অম্ল-মধুর, ভালো-মন্দ নানা ঘটনা স্মৃতির পাতায় কড়া নাড়ে। সাদা কালো যুগে একটা সময় ছিল, যখন প্রশাসন বিভাগ থেকে ডাক আসলেই সবার ঘাম ঝরতো। এই বুঝি চাকরিটা গেল। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা তেমন শক্ত না হওয়ায়, মাঝে মধ্যেই ক্যাজুয়াল ও ডেইলি বেসিস শ্রমিকদের চাকরিচ্যুতির তালিকা গেটে টানিয়ে দেয়া হতো। তাদের চাকরিচ্যুতির কারণ জানার কোনো অধিকার বা সুযোগ ছিল না।

প্রসঙ্গত ২০০৪ সালের একটা বেদনাদায়ক ঘটনার কথা মনে পড়ছে। ঐ বছরের কোনো এক সময়, দিন তারিখ ঠিক মনে নেই, আর দশটা সাধারণ কর্ম দিবসের মতোই সকল শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তা যথারীতি অফিস করার উদ্দেশ্যে অফিস গেটে উপস্থিত হন। ঠিক তখনই গেট থেকে কিছুসংখ্যক কর্মীকে চাকরিচ্যুতির চিঠি ধরিয়ে দেয়া হয়। সকলেই গেটের সম্মুখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন এবং সেখানকার বাতাস ভারী হয়ে উঠে। আজও কেউ জানে না, কী অপরাধে সেই চাকরিচ্যুতি? এছাড়াও ঈদের ছুটির আগের দিন সকলেই দুঃশ্চিন্তায় থাকত, কারণ লোকবল ছাঁটাইয়ের চিঠি সাধারণত ঐ দিনই ধরিয়ে দেয়া হতো। কিন্তু আজ ইডিসিএলের এই রঙিন দিনে ঈদের আগের সময়টা শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য অন্যতম আনন্দের সময়ে পরিণত হয়েছে। কেননা এখন ঈদের আগে সকল স্তরের চাকরিজীবী উৎসব ভাতাসহ অন্যান্য পাওনাদি নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে পরিবার পরিজনের কাছে ফিরতে পারেন।

প্রতিষ্ঠানে লোকসানের পরিমাণ বাড়তে থাকায় তৎকালীন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (২০০৭ থেকে ২০০৯ সালের মধ্যে) জনবল ছাঁটাইয়ের মাধ্যমে এটা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেন। সে অনুযায়ী প্রায় নয়শ' জনের উপর শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাকে ক্ষতিপূরণ প্রদান সাপেক্ষে ছাঁটাই করা হয়। মুকুল নামে একজন ভাণ্ডার সাহায্যকারীর কথা খুব মনে পড়ছে। ২০০৭-০৮ সালের কোনো এক দিনে অনেক শ্রমিকের মতো সে সকাল হতে নিজের মাথায় করে মাল নামিয়ে ট্রাক আনলোডের কাজ সম্পন্ন করে। কাজ শেষে সে খুব হাঁপিয়ে যায় এবং তার শরীর থেকে ঘাম ঝরতে থাকে। তার সেকশন অফিসার তাকে সান্ত্বনা দেয় যে, তার এ ঘামের পুরস্কার কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে সে পাবেই। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই প্রশাসন বিভাগ থেকে তার ডাক আসে। তাকে টার্মিনেশনের চিঠি ধরিয়ে দেয়া হয়। ঐ চিঠি হাতে নিয়ে সে কাঁদতে কাঁদতে ঐ খানেই বসে পড়ে। এরপর থেকে অর্থকষ্টে তার দিন কাটতে থাকে এবং এর কিছুদিন পর সে রোগেশোকে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। আজও কেউ জানে না তার অপরাধ কী ছিল? খুঁজলে হয়তো

এ রকম আরও অনেক মুকুলকে খুঁজে পাওয়া যাবে। আজ ইডিসিএল উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত; কিন্তু মুকুল আর ফিরে আসবে না। আজ সেই ইডিসিএল-এর বর্তমান ম্যানেজমেন্টের দক্ষ ব্যবস্থাপনার ফল স্বরূপ প্রায় ৬ হাজার লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। পাশাপাশি বিনা অপরাধে চাকরিচ্যুতির ঘটনা এখন পুরনো দিনের গল্পে পরিণত হয়েছে।

সাদা কালো সময়টাতে একজন কর্মী মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ক্যাজুয়াল, এডহক/ডেইলি বেসিস হিসেবে কাজ করে যেত। তখন ইডিসিএলে চাকরিরত কারও বিবাহের জন্য পাত্র/পাত্রী পাওয়া কঠিন হয়ে যেত। কারণ, ইডিসিএলের চাকরির কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। আজ নিয়োগপ্রাপ্ত সকলকেই সময়ের ধারাবাহিকতায় স্থায়ী নিয়োগ প্রদান করা হয়। বর্তমানে ইডিসিএলে চাকরিরত কারও জন্য পাত্র/পাত্রীর অভাব হয় না। এছাড়া বাড়ির মালিকরাও একটু কম ভাড়ায় বাড়ি ভাড়া দিতে দ্বিধাবোধ করে না। সেই সময়টাতে ইডিসিএলে কর্মরত কেউ দেশের অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বা ফার্মাসিউটিক্যালসে চাকরি পেলে অত্যন্ত আনন্দ ও গর্বের সাথে সবার কাছ থেকে বিদায় নিত। কিন্তু আজ ইডিসিএলে চাকরির জন্য অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বা ফার্মাসিউটিক্যালের লোকজন যথাসাধ্য চেষ্টা করেন এবং এখানে চাকরি হলে সবাই ধরে নেন, তার জীবনের একটা গতি হলো।

যে প্রতিষ্ঠানকে এক সময় মানুষ করুণার চোখে দেখতো, আজ সেই প্রতিষ্ঠান করোনা মহামারীসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে এবং যে কোনো জাতীয় সমস্যায় সরাসরি সরকার ও মানুষের পাশে এসে দাঁড়ায়। এছাড়াও বর্তমান ম্যানেজমেন্টের দক্ষ ব্যবস্থাপনার কারণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন অসহায়/প্রতিবন্ধী অনেককেই কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে এই প্রতিষ্ঠানে। যেমন কিছু দাবি-দাওয়া নিয়ে ছাত্র আন্দোলনের সময় দুর্ঘটনাবশত দৃষ্টি হারানো জাতীয় পর্যায়ে পরিচিত চক্ষু প্রতিবন্ধী সিদ্দিককে ইডিসিএলে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়াও টাঙ্গাইলের চলন্ত বাসে গণধর্ষণ ও খুনের শিকার রূপা খাতুনের পরিবারকে সহযোগিতা প্রদানের মহান উদ্দেশ্যে তার বোন পলি খাতুনকে চাকরির ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। শারীরিক প্রতিবন্ধী নারী কর্মকর্তা (প্রডাক্ট ডেভেলপমেন্ট), উৎপাদন শ্রমিক রাহাত শেখ, বুদ্ধিপ্রতিবন্ধি ভাণ্ডার সাহায্যকারী আদনান সহ অনেককে বর্তমান ম্যানেজমেন্টের তত্ত্বাবধানে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা (এইচআরএম) এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি ফাংশন বা কার্যাবলী হচ্ছে Placement। এ সকল প্রতিবন্ধীদের এমনভাবে কাজে নিয়োগ বা Placement করা হয়, যাতে তারা ইডিসিএলের বোঝা না হয়ে যথারীতি দক্ষতার প্রমাণ দিয়ে মানবসম্পদে পরিণত হয়েছে। এ মানবতার এক মহান ও বড় জয়গান।

এ প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক লেভেলসহ যে কোনো চাকরিজীবীর আর্থিক সুবিধার সাথে সরকারি চাকরিজীবীর তুলনা করলে আমরা অনেক এগিয়ে থাকবো। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, আদমজীসহ বেশকিছু সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান যেভাবে একে একে বন্ধ হয়ে গেছে, সেখানে এই স্বপ্নরঙিন যুগে ইডিসিএলের দক্ষ ব্যবস্থাপনার কারণে সরকার তথা রাষ্ট্রের বোঝা না হয়ে জাতীয় অর্থনীতিতে বড় অবদান রাখাসহ মানব সেবায় অগ্রণী ভূমিকা রেখে চলেছে।

আগে সরকারি ওষুধের প্রতি মানুষের আগ্রহ ততটা ছিল না। আজ এই প্রতিষ্ঠানের ওষুধ পেতে মানুষ উন্মুখ হয়ে থাকে। আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের কাছ থেকে প্রায়ই শুনতে পাই, আমাদের ওষুধে অনেক ভালো কাজ করে। আজ দেশের কোটি মানুষ প্রতিদিনই আমাদের তৈরি ওষুধের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা পান। যার কারণে ইডিসিএলের প্রত্যেক সদস্যই তার পরিবার ও সমাজের কাছে ইডিসিএল পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে গর্বের সাথে উপস্থাপন করতে পারে।

২০০৮-০৯ সালে ইডিসিএলের জন্য কতটা অসহায় পরিবেশ ছিল তার একটা উদাহরণ দিলে বুঝা যাবে। বাঁচাবার জন্য অনেকেই স্বেচ্ছায় আবেদন করে ক্লার্ক থেকে শ্রমিক হিসেবে চাকরি করত। এটা চাকরি জীবনের ক্ষেত্রে কত বড় মানবিক পরাজয়, তা একমাত্র ভুক্তভোগীরাই জানেন। এখন প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক লেভেলের কর্মীও বাজারে গেলে সবচেয়ে দামী মাছটার দিকে চোখ রাখে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, ২০১৪-১৫ সালে বর্তমান ম্যানেজমেন্ট চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে সবাইকে কমবেশি প্রায় ১০০% পে-স্কেল প্রদান করেন। যার ফলে প্রায় প্রত্যেকেই তার খরচের পরিমাণ ১০০% না বাড়িয়ে সঞ্চয়ের প্রক্রিয়া শুরু করেন, যার ফলে ২০২২ সালের বর্তমান সময় পর্যন্ত অধিকাংশ Employee বেশ ভালো অংকের সঞ্চিত অর্থের মালিক হয়েছেন।

এমনও নজির আছে যে, ১০-১৫ বছরও একই পদে চাকরি করে যাচ্ছেন, তাদের মধ্যে তখনো প্রমোশনের চেয়েও চাকরিতে বহাল থাকার আকুতিই ছিল বেশি। আজ সেই প্রমোশন যেন একটি নিয়মিত প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়েছে।

শেখ ইশতিয়াক হোসেন নামে এক শিফট ইনচার্জ গেটে চমৎকার ডিউটি করতেন। ২০০৫ সালের দিকে আমি প্রশাসন বিভাগের একজন কর্মকর্তা হিসেবে তার কাছে তার দায়িত্বের বিষয়ে জানতে চাইলে উত্তরে তিনি বলেন **'স্যার, সোনা আসবে, বালু যাবে না'**। পরবর্তীতে উক্তিটি খুব বিখ্যাত হয়ে যায়। শোনা যায়, তার প্রমোশন না হওয়ায় তিনি তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়কে ফোন করে তার আকুতির কথা জানান। পরবর্তীতে তার চাকরি চলে যায়। এখন নানা অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে তার দিন কাটছে। আজ এই প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক লেভেল থেকে শুরু করে সকলেই তাদের অভিযোগ-অভিমানের কথা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট নির্দ্বিধায় ব্যক্ত করতে পারেন। কর্তৃপক্ষও এসকল অভিযোগ অভিমান ও সমস্যার কথা মনোযোগ সহকারে শোনেন ও তার যথাসাধ্য সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। যার কারণে প্রতিষ্ঠানের প্রতিটা সদস্যই Self-motivated.

আমার এক সহকর্মীর মজার এক অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরার চেষ্টা করছি। শোনা মতে, ঘটনাটি ২০০৬ সালের। তার বিভাগের অনেকের প্রমোশন হয়। কিন্তু তার প্রমোশন না হওয়ায় সে অনেক চেষ্টা করে পিয়ন আব্দুল মতিনের মাধ্যমে তৎকালীন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে একটু দেখা করার অনুমতি পান। সে অনুযায়ী স্যারের রুমে ঢোকেন। কিন্তু রুমে ঢোকা মাত্রই স্যার বলে উঠেন যে, 'এ বাবা, এসো এসো, এ বাবা, ওরা বলে তুমি নাকি Anti-Management ফুঁসফাঁস করো, কিন্তু আমি বিশ্বাস করিনি। চোখ কান খোলা রাখিও, চোখ কান খোলা রাখিও।' সে প্রমোশনের কথা ভুলে গিয়ে চাকরি বাঁচানোর চিন্তায় পড়ে যায়। তিনি আরও বলেন, 'এ বাবা তুমি পিছনের গেট দিয়ে বেরিয়ে যাও। তোমাকে আমার রুম থেকে বেরোতে দেখলে ওরা বলবে, আমি অন্য দলের হয়ে গিয়েছি, আমি অন্য দলের হয়ে গিয়েছি।' সে কোনভাবে রুম থেকে বেরিয়ে উপরওয়ালাকে স্মরণ করতে থাকে এবং মনে মনে বলতে থাকে যে তার প্রমোশনের দরকার নাই, চাকরিটা থাকলেই হয়। আজ এ প্রতিষ্ঠানের বেশির ভাগ মানুষের প্রাপ্তির ডালা পূর্ণ।

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে এক বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, **'এ স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে, যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়। এই স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না, যদি এ দেশের মানুষ যারা আমার যুব শ্রেণি আছে, তারা চাকরি না পায় বা কাজ না পায়।'** বঙ্গবন্ধুর এ স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে বর্তমান ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ইডিসিএলকে দেশের উন্নয়নের রোল মডেলে রূপান্তরিত করেছেন। আজ বাংলাদেশ বিশ্বের কাছে উন্নয়নের একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত। হেনরি কিসিঞ্জারের সেই বক্তব্য, 'বাংলাদেশ একটি তলাবিহীন ঝুড়ি', যা আমরা স্বগৌরবে মিথ্যা প্রমাণ করতে পেরেছি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, করোনা মহামারীকালে আমাদের প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার কথা বিবেচনায় রেখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘে এক বক্তৃতায় ঘোষণা দেন যে, এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানি লিমিটেডের তত্ত্বাবধানেই **'করোনা ভ্যাকসিন তথা ভ্যাকসিন প্রজেক্ট'** চালু করা হবে। এটা প্রমাণ করে ইডিসিএল তথা ইডিসিএল ম্যানেজমেন্ট রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কতটা আস্থার জায়গা তৈরি করেছে।

শুরুর সেই 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের ব্যাখ্যা দিয়ে শেষ করবো। দেবী অন্নদামঙ্গল তার ভক্তদের দুঃখ দুর্দশা দেখার জন্য মানবীরূপে মর্ত্যে নেমে আসেন। দেবী নদী পার হওয়ার জন্য মাঝি ঈশ্বরীপাটুনীর নৌকায় উঠেন। দেবী ঈশ্বরীপাটুনীর কাছে তার জীবনের কথা শুনতে চান। ঈশ্বরীপাটুনী অন্নদাদেবীকে চিনতে পারেননি। তিনি নিজের সংসারের সুখ দুঃখ, অভাব-অভিযোগের গল্প অত্যন্ত সরলতার শোনাতে থাকেন। দেবী তার সরলতা ও সততায় মুগ্ধ হয়ে নিজের রূপ দর্শন করান এবং তাকে বর চাইতে বলেন। ঈশ্বরীপাটুনী তখন দেবীর কাছে সাধারণভাবে এক অসাধারণ বর চান, **'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'**। সেদিন অন্নদামঙ্গল দেবী ঈশ্বরীপাটুনীর চাওয়া পূরণ করেছিলেন। কিন্তু এ স্বপ্নরঙিন যুগে না চাইতেই স্বপ্ন পূরণের আশীর্বাদের বর নিয়ে আসেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বঙ্গবন্ধুর লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নে অগ্রগামী এক সৈনিক কিশোর মুক্তিযোদ্ধা আমাদের **অধ্যাপক ডা. এহসানুল কবির জগলুল** স্যার। যার হাত ধরে ইডিসিএলের অর্থনৈতিক, শিল্প ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে উন্নয়নের এক নতুন দিগন্তের সৃষ্টি হয়েছে। ইডিসিএলের ইতিহাসে স্বপ্ন পূরণে সারথী হিসেবে তিনি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবেন।

আজ এ পর্যন্তই, কবিগুরুর সেই প্রাণ জাগরণের লাইনের মধ্যদিয়ে এখন বিদায় নিচ্ছি-

'আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাতপাখির গান
না জানি কেন রে এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ।'

পলাশ কুমার ঠাকুর,
ব্যবস্থাপক (প্রশাসন), ইডিসিএল, গোপালগঞ্জ

বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের মর্যাদা সমুন্নত করে চলেছেন

রাষ্ট্রনায়ক জননেত্রী শেখ হাসিনা

একের পর এক আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জনের মাধ্যমে ঝুলি পূর্ণ

-অধ্যাপক ডা. এহসানুল কবির জগলুল

মহান বিজয়ের ৫১তম বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ইডিসিএলের পক্ষ থেকে স্মরণিকা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। ইডিসিএলের দীর্ঘ ইতিহাসে এটি প্রথম উদ্যোগ। আমার সময়ে এমন একটি প্রকাশনা করতে পেরে গর্ববোধ করছি।

গত বছর আমরা মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও বাংলাদেশের মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী পালন করেছি। জাতির জনকের সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে প্রথমবারের মতো প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেন। যিনি অসামান্য নেতৃত্বগুণে বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশকে মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করার শপথ নিয়েছিলেন। এর মাঝে বিএনপি ও জোট সরকারের সময় বাংলাদেশ আবার অনেক দূর পিছিয়ে যায়। ২০০৯ সালে জননেত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতা গ্রহণ করে দ্বিতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়ে আবারও বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং তিনি দূরদর্শিতার সঙ্গে কাজ করে দেশের হারানো গৌরব ফিরিয়ে এনেছেন। ১৯৯৬ সাল থেকে আজ অবধি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অসামান্য অবদানের জন্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিস্বরূপ অনেক সম্মাননা ও পুরস্কার পেয়েছেন। যা এই নিবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরে আমি তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য ৪০টিরও বেশি আন্তর্জাতিক সম্মাননা ও পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। বিভিন্ন সূচকে দেশের অগ্রগতির কারণে এ সম্মান তিনি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। প্রথমবার ক্ষমতায় এসে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি এবং বাঙালির দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে চলমান যুদ্ধাবস্থার অবসান ঘটিয়ে ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরে ঐতিহাসিক 'পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি' সম্পাদন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। যার জন্য তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বহুল প্রশংসিত হয়েছেন। এর অবদানস্বরূপ ১৯৯৮ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক 'ফেলিক্স হোফোয়েট বোইগনি' (Felix Houphouet-Boigny) শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হন।

একই বছর অল ইন্ডিয়া প্রেস কাউন্সিল থেকে 'মাদার টেরেসা' অ্যাওয়ার্ড এবং মহাত্মা গান্ধী ফাউন্ডেশন থেকে 'এম কে গান্ধী' অ্যাওয়ার্ড পান বঙ্গবন্ধুকন্যা। ক্ষুধার বিরুদ্ধে আন্দোলনে অবদান রাখায় জাতিসংঘের বিশ্বখাদ্য কর্মসূচিতে ১৯৯৯ সালে শেখ হাসিনাকে সম্মানজনক 'সেরেস' (CERES) মেডেল প্রদান করা হয়।

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মানবাধিকারের ক্ষেত্রে অবদানের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাকন উইমেন্স কলেজ ২০০০ সালে মর্যাদাসূচক 'পার্ল এস বাক' পুরস্কার প্রদান করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে।

জনগণের জন্য রাজনীতিতে বিশেষ অবদানের জন্য ২০০৬ সালে

'মাদার তেরেসা' আজীবন সম্মাননা অ্যাওয়ার্ড এবং ২০১০ সালে 'ইন্দিরা গান্ধী শান্তি পুরস্কার' পান বঙ্গবন্ধুর এ মহামতি কন্যা।

এমডিজি অর্জনে বিশেষ করে শিশু মৃত্যুর হার হ্রাসে অবদানের জন্য ২০১০ সালে জাতিসংঘ অ্যাওয়ার্ড পান জননেত্রী শেখ হাসিনা। শিশু স্বাস্থ্য সুরক্ষায় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ 'গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ভ্যাকসিনেশন অ্যান্ড ইমিউনাইজেশন' ২০১২ সালে 'গ্যাভি অ্যালায়েন্স' অ্যাওয়ার্ড এবং ২০১৯ সালে 'ভ্যাকসিন হিরো' অ্যাওয়ার্ড পান শেখ হাসিনা।

নারী ও শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় প্রযুক্তির ব্যবহারের জন্য ২০১৩ সালে 'সাউথ-সাউথ অ্যাওয়ার্ড' পেয়েছেন জননেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। নির্ধারিত সময়ের আগেই সহস্রাব্দ উন্নয়নে লক্ষ্য অর্জনের জন্য শেখ হাসিনাকে ২০১৩ সালে জাতিসংঘ পুরস্কার দেয়, জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা। ২০১৪ সালে তৃণমূল পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তির প্রসারসহ বিভিন্ন খাতে অবদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'সাউথ-সাউথ ভিশনারি' অ্যাওয়ার্ড দেয় জাতিসংঘ।

নারী শিক্ষায় অবদানের জন্য জাতিসংঘের নারী বিষয়ক সংস্থা ২০১৪ সালে 'ট্রি অব পিস' অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে শেখ হাসিনাকে। একই সংস্থা ২০১৬ সালে প্রদান করে 'প্লানেট ৫০-৫০' চ্যাম্পিয়ন পুরস্কার। পরিবেশ সুরক্ষায় বিশেষ ভূমিকা রাখায় ইউএনইপি ২০১৫ সালে 'চ্যাম্পিয়ন অব দ্যা আর্থ' পুরস্কার দেয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে।

একই বছর এসডিজি অর্জনে আইসিটি ব্যবহারের জন্য 'আইসিটি সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন-আইটিইউ।

২০১৮ সালে রোহিঙ্গা সমস্যায় ভূমিকা রাখায় দুটি আন্তর্জাতিক অ্যাওয়ার্ড পান বঙ্গবন্ধু কন্যা। গ্লোবাল হোপ কোয়ালিশনের দেয়া স্পেশাল ডিশটিংশন অ্যাওয়ার্ড এবং ইন্টার প্রেস সার্ভিসের পক্ষ থেকে পান, 'আইপিএস ইন্টারন্যাশনাল অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড'।

২০১৯ সালে ইউনিসেফের 'চ্যাম্পিয়ন অব স্কিল ডেভেলপমেন্ট ফর ইয়ুথ' পুরস্কার পেয়েছেন জননেত্রী শেখ হাসিনা। এছাড়া কোলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ থেকে 'ঠাকুর শান্তি পুরস্কার' এবং 'ড. কালাম স্মৃতি ইন্টারন্যাশনাল এক্সিলেন্সি অ্যাওয়ার্ড' পেয়েছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা।

এসডিজি অগ্রগতির জন্য জাতিসংঘের সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট সলিউশন নেটওয়ার্ক (এসডিএসএন) ২০২১ সালে বঙ্গবন্ধু কন্যাকে 'এসডিজি অগ্রগতি পুরস্কার' প্রদান করে। একই বছর ফোর্বস ম্যাগাজিনে 'বিশ্বের প্রভাবশালী ১০০ নারী'র তালিকায় তিনি স্থান করে নিয়েছিলেন। এছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও ইন্সটিটিউট কর্তৃপক্ষ–শান্তি প্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্র সমুন্নত ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য বিভিন্ন সময় সম্মানিত করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে।

পরিশেষে বলতে চাই, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব বাংলাদেশকে আরো অনেক উচ্চ শিখরে নিয়ে যাবে এবং আরও অনেক পুরস্কারে ভূষিত হবে এই আশা ও বিশ্বাস রাখি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

প্রিয় ফুল

ঝেড়ে অতীতের সব ভুল
ইডিসিএল কাননে ফুটল এক নতুন ফুল

যে ফুলের সুবাসে সবাই মাতোয়ারা
প্রাপ্তির আনন্দে সকলে আত্মহারা।

যাঁর হাতের ছোঁয়ায় মেলে শত কোটি টাকা
যে পারে বদলে দিতে আমাদের ভাগ্যের চাকা।

সেই ফুলটি ফুটে আছে স্নিগ্ধ সুবাস মেলে
শুধু তাঁরে পাবে তুমি ইডিসিএলে এলে।

যে কি না মজুরি দেয়
ঘাম শুকানোর আগে
যাঁর হৃদয় ব্যথায় কাঁদে
কারো দুঃখ যদি দেখে।

সে ফুলের নামটি অনেকের নেই জানা
জানতে চাইলে বলতে পারি নেইকো নিষেধ-মানা।

ইডিসিএল কাননে
আছে ফুটে সে ফুল,
তিনি আমাদের সবার প্রিয় স্যার
প্রিয় ডা. এহসানুল কবির জগলুল।

হুমায়ুন কবির
ক্লার্ক, প্রিন্ট ডিজাইনার, মান নিশ্চিতকরণ বিভাগ
ইডিসিএল, ঢাকা।

ইডিসিএলের স্বপ্নের প্রজেক্ট সেফালোস্পোরিন
১১ বছর পর ঘুরে দাঁড়ানোর নেপথ্য কারিগর ডা. এহসানুল কবির জগলুল

ছয় দশক আগে প্রতিষ্ঠিত তৎকালীন রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান আজকের এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানি লিমিটেড বা ইডিসিএল। ১৯৮৩ সালে যাত্রা শুরুর পর নানা সংকট-সম্ভাবনায় দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় ইডিসিএল অনেক সময় থমকেও দাঁড়িয়েছে। অনিয়ম আর দ্বন্দ্বে জরাজীর্ণ অবস্থায় পতিত হয়েছিল সম্ভাবনাময় এই প্রতিষ্ঠান। দিন দিন নতুন নতুন উদ্যোগ আর উদ্যম নিয়ে চলতে থাকা ইডিসিএলের স্বপ্নের প্রজেক্টগুলোর একটি ছিল 'সেফালোস্পোরিন' অ্যান্টিবায়োটিক তৈরির প্রজেক্ট।

সেফালোস্পোরিন গ্রুপের ওষুধ উৎপাদনের লক্ষ্য সামনে রেখে ২০০৫ সালের এপ্রিল মাসে ইডিসিএল বগুড়া ইউনিটের বর্ধিতাংশে নতুন প্রকল্পের উদ্বোধন হয়। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় নানা জটিলতায় পরবর্তী দীর্ঘ ১১ বছরে নতুন এই প্রকল্পটি আলোর মুখ দেখেনি।

বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) অধ্যাপক ডা. এহসানুল কবির জগলুল মহোদয় ২০১৪ সালে দায়িত্ব নেয়ার পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয়ের দিকনির্দেশনায় ভঙ্গুরদশা থেকে সম্ভাবনার প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করেছেন ইডিসিএলকে। কাজের পরিধি বৃদ্ধিতে দিয়েছেন নজর। আজ বঙ্গবন্ধুর জন্মভূমি গোপালগঞ্জে দেশের বৃহত্তম একটি কারখানাও দৃশ্যমান। সরকারের প্রতিষ্ঠানকে দাতা সংস্থার সঙ্গেও ইতিবাচক সম্পর্ক স্থাপনে ভূমিকা রেখেছেন তিনি।

তেমনিভাবে **অন্ধকারে থাকা ইডিসিএলের স্বপ্নের প্রজেক্ট 'সেফালোস্পোরিন' অ্যান্টিবায়োটিক তৈরির সম্ভাবনাময় প্রকল্পটি নিয়ে কাজ শুরু করেন বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক অধ্যাপক ডা. এহসানুল কবির জগলুল। তাঁর সৎ, যোগ্য, গতিশীল ও দূরদর্শী নেতৃত্বে ২০১৬ সালে প্রকল্পটির কাজ নতুন করে শুরু হয়।** অত্যন্ত সুন্দরভাবে ঢেলে সাজানো এবং যুগোপযোগী উৎপাদন নীতিমালা অনুসরণ করে ওষুধ উৎপাদনের লক্ষ্যে দুই ধাপে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কাজ শুরু করা হয়। প্রথম ধাপে ননস্টেরাইল অ্যান্টিবায়োটিক (ক্যাপসুল ও ড্রাইসিরাপ) এবং দ্বিতীয় ধাপে স্টেরাইল অ্যান্টিবায়োটিক (ইনজেক্ট্যাবলস) উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা হাতে নেয়া হয়।

২০১৬ সালে প্রথম ধাপের কাজ শুরু করে উৎপাদন বিভাগ, কোয়ালিটি কন্ট্রোল বিভাগ, স্টোর বিভাগ এবং ইউটিলিটিজ বিভাগকে যুগোপযোগী ও সর্বাধুনিক উৎপাদন নীতিমালা অনুযায়ী রেনোভেট বা সংস্কার করা হয়। সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি আমদানি ও পূর্বে আমদানিকৃত ফেলে রাখা যন্ত্রপাতিকে ব্যবহার উপযোগী করে ২০২০ সালে উন্মোচন করা হয় ইডিসিএলের নতুন দিগন্ত।

বর্তমানে ৬টি ননস্টেরাইল অ্যান্টিবায়োটিক সেফিক্সিম ২০০, সেফিক্সিম ৪০০, সেফরাডিন ৫০০ ক্যাপসুল এবং সেফিক্সিম ৫০ মিলি, সেফিক্সিম ১০০ মিলি, সেফরাডিন ১০০ মিলি ড্রাইসিরাপ উৎপাদন করে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে সেফালোস্পোরিন প্রকল্পের ননস্টেরাইল বিভাগ এবং প্রতি বছর ৫০ থেকে ৬৫ কোটি টাকা আয় যোগ হচ্ছে এই বিভাগ থেকে।

দ্বিতীয় ধাপে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ইনজেকশন বা স্টেরাইল অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদনের লক্ষ্যে পূর্বের (২০০৬ সালে) অপরিকল্পিতভাবে নির্মিত অবকাঠামো পরিবর্ধন, পরিমার্জন, যুগোপযোগী ও সর্বাধুনিক করতে ব্যাপক কর্মযজ্ঞ সম্পাদন করে উৎপাদন উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়।

একই সাথে পূর্বে আমদানিকৃত (২০০৬ সালে) অযত্নে অবহেলায় ফেলে রাখা কোটি কোটি টাকার যন্ত্রপাতি ব্যবহার উপযোগী করে কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা হয়।

২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে স্টেরাইল অ্যান্টিবায়োটিক বা ইনজেকশন পূর্ণমাত্রায় উৎপাদন শুরু হবে। এই ইউনিটে সেফট্রিয়াক্সোন, সেফুরোক্সিম, সেফটাজিডিম ও সেফরাডিন এর মতো ১২টি জীবন রক্ষাকারী স্টেরাইল অ্যান্টিবায়োটিক যুগোপযোগী উৎপাদন নীতিমালা অনুযায়ী উৎপাদন করা হবে। যাতে করে ১৫০ জন লোকের কর্মসংস্থান হবে এবং প্রতি বছর ১৫০ কোটি টাকার আয় যোগ হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়ন সারথি আধুনিক ইডিসিএলের রূপকার শ্রমবান্ধব ব্যবস্থাপনা পরিচালক অধ্যাপক ডা. এহসানুল কবির জগলুল মহোদয়ের নেতৃত্বে ইডিসিএল নতুন নতুন অত্যাধুনিক কারখানা তৈরি করে জীবন রক্ষাকারী ওষুধ উৎপাদন করে প্রতিদিন তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের হাতের নাগালে পৌঁছে দিচ্ছে। পরিত্যক্ত সেফালোস্পোরিন ইউনিট আধুনিকায়ন করে উৎপাদন প্রক্রিয়া সচল করা তারই একটা জলন্ত দৃষ্টান্ত।

মো. মনিরুল ইসলাম
উপ-মহাব্যবস্থাপক ও প্লান্ট প্রধান, ইডিসিএল, বগুড়া।

ইডিসিএল, গোপালগঞ্জ প্রকল্প
ওষুধ শিল্পে সম্ভাবনার এক নতুন দিগন্ত

বাংলাদেশের ওষুধ শিল্পে এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানি লিমিটেড (ইডিসিএল) ধারাবাহিক সাফল্য, উন্নয়ন, অগ্রগতি এবং গৌরবোজ্জ্বল একটি স্বনামধন্য ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন এটি একটি লাভজনক বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান, যার শতভাগ শেয়ারের মালিকানা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথা রাষ্ট্র। ইডিসিএল স্বল্পমূল্যে জীবন রক্ষাকারী ও অত্যন্ত জরুরি গুণগত মানসম্মত ওষুধ উৎপাদন করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, কমিউনিটি ক্লিনিক, সিভিল সার্জন কার্যালয়, পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক, সব সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, সেনাবাহিনী, বিজিবির মাধ্যমে দেশের জনগণের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবায় একটি গর্বিত অংশীদার রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। ইডিসিএল বাংলাদেশের ওষুধ শিল্পে ধারাবাহিক সাফল্য ও অগ্রগতি অর্জনের মাধ্যমে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। প্রতিদিন প্রায় এক থেকে দেড় কোটি রোগী বিনামূল্যে উক্ত সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো থেকে ইডিসিএলের উৎপাদিত ওষুধ সেবন করে থাকে। বর্তমানে ইডিসিএল ২৬৪ প্রকারের অনুমোদিত ওষুধের মধ্যে ১২৮ প্রকারের গুণগতমান সম্পন্ন ওষুধ উৎপাদন করে। বাংলাদেশের সরকারি ওষুধের চাহিদার শতকরা ৭০ ভাগ ওষুধ ইডিসিএল এককভাবে পূরণ করছে। ইডিসিএলের বিভিন্ন চলমান প্রকল্পের কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্তির পথে। নতুন এসব প্রকল্পে ওষুধ উৎপাদন শুরু হলে সরকারি ওষুধের চাহিদা সম্পূর্ণ মিটিয়ে বিদেশে ওষুধ রপ্তানি করার পরিকল্পনা ও সম্ভাবনা রয়েছে। জীবন রক্ষাকারী এবং অত্যন্ত জরুরি ওষুধসমূহ উৎপাদন ও সরবরাহ করে ইডিসিএল সাফল্যজনকভাবে সরকারের স্বাস্থ্যসেবা খাতে বিশেষ অবদান রাখছে এবং ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ KPI প্রতিষ্ঠান। স্বল্পমূল্যে গুণগত মানসম্পন্ন ওষুধ উৎপাদন ও সরবরাহ করে ইডিসিএল বাংলাদেশের ওষুধ শিল্প এবং স্বাস্থ্য সেবাকে সরকারের কল্যাণমুখী কার্যক্রমের পথিকৃৎ হিসেবে উপস্থাপন করতে পেরেছে। বাংলাদেশের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিত চিকিৎসক, পেশাজীবী এবং রোগীদের নিকট ইডিসিএল একটি বিশ্বস্ত নাম এবং আস্থা ও নির্ভরতার প্রতীক। বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারী চলাকালেও ইডিসিএলের ওষুধ উৎপাদন প্রক্রিয়া এক ঘণ্টার জন্যও বন্ধ থাকেনি। এ প্রতিষ্ঠানের নিবেদিতপ্রাণ কর্মীবাহিনী করোনাকালে নির্ভীক ও নিরলসভাবে জীবন রক্ষাকারী ওষুধ উৎপাদন প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখে এক অনন্য দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছে। ইডিসিএলের Frontliner-দের এ উদ্যোগ দেশব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে এবং ইডিসিএলকে একটি অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সুচিন্তিত ওসুদূরপ্রসারী কর্মপরিকল্পনা এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা ইডিসিএলকে একের পর এক সাফল্য এনে দিচ্ছে। ইডিসিএলের সাফল্যের মুকুটে যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন পালক।

দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল, অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি, উন্নত প্রযুক্তি এবং cGMP ও WHO Guidelines অনুসরণ করে গুণগত মানসম্পন্ন ওষুধ উৎপাদনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অগ্রাধিকার ভিত্তিক প্রকল্পের আওতায় ইডিসিএল গোপালগঞ্জে তার তৃতীয় প্রকল্প স্থাপন করেছে। অত্র প্রকল্প স্থাপনে প্রত্যক্ষভাবে অত্যন্ত আন্তরিকতা নিয়ে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি শেখ ফজলুল করিম সেলিম এবং মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক মহোদয়। তাঁদের এ অবদান ইডিসিএল পরিবার সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ রাখবে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা ও রূপকার, স্বাধীনতার মহানায়ক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মস্থান ও স্মৃতি বিজড়িত গোপালগঞ্জে একটি আধুনিক ও বৃহৎ শিল্প স্থাপনের স্বপ্ন ছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার। ইডিসিএল, গোপালগঞ্জ প্রকল্পটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সেই দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছে। গোপালগঞ্জে ইডিসিএলের এই প্রকল্পের মাধ্যমে গোপালগঞ্জ তথা দক্ষিণ বঙ্গের মানুষের দীর্ঘ দিনের একটি প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে। পদ্মাসেতু চালু হওয়ায় দক্ষিণ বঙ্গে শিল্প ও কল-কারখানা স্থাপনসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ব্যাপক সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকীতে ইডিসিএল, গোপালগঞ্জ প্রকল্পের পেনিসিলিন প্রোডাকশন ইউনিটে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয়েছে। ওষুধ শিল্প ও স্বাস্থ্যসেবা খাতে ইডিসিএলের গৌরবময় সাফল্যমণ্ডিত পথ পরিক্রমায় আরও একটি নতুন দিগন্তের সূচনা হয়েছে। ইডিসিএলের ধারাবাহিক সাফল্য, উন্নয়ন, অগ্রগতি ও ক্রমবর্ধমান বিকাশ বাংলাদেশের ওষুধ শিল্পে উন্নয়নের মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। ইডিসিএল, গোপালগঞ্জ প্রকল্পের বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হওয়ায় ওষুধ শিল্পে একটি নতুন সূর্য উদিত হয়েছে অপার সম্ভাবনা ও স্বপ্ন পূরণের অঙ্গীকার নিয়ে। ইডিসিএল, গোপালগঞ্জ প্রকল্পটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি অন্যতম আধুনিক বৃহৎ ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান। cGMP ও WHO Guidelines অনুসরণ করে নির্মিত State-of-the-art কারখানাটিতে ওষুধ উৎপাদন ও মান-নিয়ন্ত্রণের জন্য সন্নিবেশিত হয়েছে সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি, উন্নত প্রযুক্তি এবং দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ১০ একর জায়গার উপর প্রায় ৮০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই প্রকল্পটি আন্তর্জাতিক মানের একটি আধুনিক ওষুধ প্রস্তুতকারী কারখানা। অত্র প্রকল্পে ৪টি উৎপাদন ইউনিট রয়েছে: (১) পেনিসিলিন উৎপাদন ইউনিট, (২) আয়রন ট্যাবলেট উৎপাদন ইউনিট, (৩) জন্মনিয়ন্ত্রণকারী পিল ও ইঞ্জেকশন উৎপাদন ইউনিট এবং (৪) আইভি ফ্লুইড উৎপাদন ইউনিট। প্রকল্পটির পেনিসিলিন উৎপাদন ইউনিট-এ ২০২০ সালের ২০ জুলাই মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বাণিজ্যিক উৎপাদনের উদ্বোধন করেন। ইতোমধ্যে উক্ত ইউনিট থেকে ট্যাবলেট, ক্যাপসুল ও ড্রাই সিরাপ জাতীয় ১১টি পদের মধ্যে ৯টি পদের বাণিজ্যিক উৎপাদন চলমান রয়েছে, যা সরকারি বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সরবরাহ করা হচ্ছে।

বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে বিগত দুই বছরের অধিক সময়ে বিদেশ থেকে আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি ও ইকুইপমেন্টস Installation ও Validation-এ অনাকাঙ্ক্ষিত বিলম্ব ঘটা সত্ত্বেও খুব শীঘ্রই অপর ৩টি ইউনিটের বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করার লক্ষ্যে দ্রুত গতিতে প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। পেনিসিলিন উৎপাদন ইউনিটসহ সমগ্র প্রকল্পটিতে বর্তমানে ৫৩৮ জন দক্ষ ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছেন, যারা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

সম্পূর্ণ প্রকল্পটি চালু হলে মোট ৭৭৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর কর্মসংস্থান হবে। প্রতিষ্ঠানটি পুরোপুরি চালু হলে কর্মসংস্থান আরও বাড়বে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে হাজার হাজার সুবিধাভোগী মানুষ উপকৃত হবে।

ইডিসিএল, গোপালগঞ্জ কারখানাটি বাংলাদেশের ওষুধ শিল্পে একটি রোল মডেল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। অপূর্ব স্থাপত্য নির্মাণশৈলীর দৃষ্টিনন্দন এই কারখানাটিতে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ও উন্নতমানের আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি ও ইকুইপমেন্টস স্থাপন করা হয়েছে। বিশ্বের উন্নত দেশসমূহ যেমন: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ইতালি, সুইডেন, ফ্রান্স, জাপান, স্পেন, দক্ষিণ কোরিয়া, সুইজারল্যান্ড, হংকং, মালয়েশিয়া, তাইওয়ান, চীন ও ভারত প্রভৃতি দেশ থেকে উন্নতমানের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন যন্ত্রপাতি ও ইকুইপমেন্টস আমদানি করা হয়েছে। আমদানিকৃত সর্বাধুনিক প্রযুক্তির উন্নতমানের যন্ত্রপাতি এবং ইডিসিএলের দক্ষ জনবলের মেধা ও শ্রমের সমন্বয়ে অত্র প্রকল্প থেকে মানসম্পন্ন ওষুধ উৎপাদিত হবে।

ইডিসিএল, গোপালগঞ্জ প্রকল্পের পরিচিতি ও সারসংক্ষেপ

প্রকল্পটির লক্ষ্য: প্রাথমিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি আরো শক্তিশালী করে তোলা।

প্রকল্পটির উদ্দেশ্য: বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে দেশের জনসাধারণের স্বাস্থ্যসেবা আরো শক্তিশালী করার জন্য সরকারি চাহিদামত প্রয়োজনীয় এবং জীবন রক্ষাকারী ওষুধ উৎপাদন। সরকারের পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি আরো শক্তিশালী করা। কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা রক্ষা করা।

প্রকল্পের সার সংক্ষেপ:

১. **অবস্থান:** গোপালগঞ্জ জেলার ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের পাশে ঘোনাপাড়ায় অবস্থিত।

২. **আয়তন:** ১০ একর জায়গার উপর প্রকল্পটি প্রতিষ্ঠিত।

৩. **মূল্যমান:** প্রায় ৮০০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি নির্মিত হচ্ছে।

৪. **প্রোডাকশন ইউনিট:** ৪টি
- পেনিসিলিন প্রোডাকশন ইউনিট।
- জন্মনিয়ন্ত্রণকারী পিল ও ইনজেকশন।
- আয়রন ট্যাবলেট।
- আইভি ফ্লুইড।

৫. **ভৌত অবকাঠামোর বিবরণ:**
- পেনিসিলিন উৎপাদন ভবন- ৫ তলা/৯১০০০ বর্গ ফুট
- জন্মনিয়ন্ত্রণকারী পিল ও ইনজেকশন ভবন- ৩ তলা / ৮১০০ বর্গ ফুট।
- আয়রন ট্যাবলেট ও মাননিয়ন্ত্রণ ভবন- ৫ তলা/ ৬৮০০০ বর্গ ফুট
- আইভি ফ্লুইড ভবন- ৩ তলা/ ৯১০০০ বর্গ ফুট
- ওয়্যারহাউজ ভবন- ২ তলা/ ৫৮০০০ বর্গ ফুট
- ইউটিলিটি এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ভবন- ৩ তলা/ ২৫০০০ বর্গ ফুট
- প্রশাসনিক ভবন- ৬ তলা / ৪৬০০০ বর্গ ফুট
- গেট হাউজ- ২ তলা / ৪০০০ বর্গ ফুট
- ইটিপি ১০ ঘন মিটার / ঘণ্টা ক্ষমতা সম্পন্ন।

৬. প্রকল্পের আচ্ছাদিত অংশ ৪০ ভাগ, উন্মুক্ত অংশ ৬০ ভাগ।

৭. **উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা :**
- পেনিসিলিন
  ট্যাবলেট ১৮২ মিলিয়ন/বছর
  ক্যাপসুল ২১৭ মিলিয়ন/বছর
  ড্রাই সিরাপ ৯ মিলিয়ন/বছর
- **জন্মনিয়ন্ত্রণকারী ওষুধ:** পিল ৩১৭০ মিলিয়ন/বছর
  ইনজেকশন ৩৩ মিলিয়ন/বছর

- **আয়রন ট্যাবলেট:** ১৯২ মিলিয়ন/বছর
- **আইভি ফ্লুইড:** ১৫.৫ মিলিয়ন বোতল/বছর

৮. **প্রস্তাবিত কর্ম সংস্থান:** ৭৭৮ জন।

ইডিসিএল, গোপালগঞ্জ প্রকল্পের সম্ভাবনা ও সাফল্যের আরেকটি নতুন অধ্যায় Vaccine Project, যার বার্তা ইতোমধ্যে দেশের সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিশেষভাবে আলোচিত হচ্ছে। ইডিসিএল, গোপালগঞ্জের চলমান প্রকল্পের সংলগ্ন ৬.৮৫ একর জমির উপর এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (ADB)-এর অর্থায়নে একটি Vaccine Project-এর কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। ইতোমধ্যে উক্ত Vaccine Project-এর জমি অধিগ্রহণের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। ADB-এর Technical Team এবং ভ্যাকসিন বিশেষজ্ঞগণ অত্র প্রকল্প সাইট পরিদর্শন শেষে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। Vaccine Project-এর পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক DPP তৈরি ও চূড়ান্তকরণের কাজ চলমান রয়েছে। বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারীকালে মানুষের যে জীবন সংশয় দেখা দিয়েছিল, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার Vaccine Project তৈরির এ সাহসী উদ্যোগ বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে বেঁচে থাকার সাহস জুগিয়েছে। উক্ত Vaccine Project-এ Covid-19 Vaccine ছাড়াও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ভ্যাকসিন তৈরি হবে এবং সেখানে একটি Vaccine Institute & Research Centre প্রতিষ্ঠা করা হবে। বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক অধ্যাপক ডা. এহসানুল কবির জগলুল মহোদয়ের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, সুদূরপ্রসারী কর্মপরিকল্পনা ও সঠিক দিকনির্দেশনায় ইডিসিএল গোপালগঞ্জ প্রকল্পের বিশাল কর্মযজ্ঞ চলমান রয়েছে যা অচিরেই সমাপ্তির পথে। উক্ত প্রকল্পের সকল ইউনিটের উৎপাদন শুরু হলে এ বিশাল শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে যা গোপালগঞ্জ তথা সারা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। পাশাপাশি স্বল্পমূল্যে জীবন রক্ষাকারী ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ওষুধসমূহের সরবরাহ নিশ্চিত করা যাবে, যা সরকারের **'সবার জন্য স্বাস্থ্য'** কর্মসূচিকে সার্থক করে তুলবে।

বীরেন্দ্র কুমার মন্ডল
প্লান্ট ইন-চার্জ ও ব্যবস্থাপক, প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট
ইডিসিএল, গোপালগঞ্জ।

সমকালীন শ্রমরাজনীতি এবং ইডিসিএল

শ্রমজীবী মানুষ মানেই শোষিত জনগোষ্ঠির একটা প্রতিচ্ছবি, যা আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। অথচ, সমাজ ব্যবস্থাকে পাল্টে দেয়ার ক্ষেত্রে এই বিপুল জনগোষ্ঠির অবদান অনস্বীকার্য। এই অসংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠিত হওয়ার একমাত্র প্লাটফর্ম হচ্ছে ট্রেড ইউনিয়ন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর এই শ্রমিকশ্রেণী এতটাই শক্তিশালী ছিলো যে, অনেক দেশের সরকার পরিচালনায় মুখ্য ভূমিকায় আবির্ভূত হয়েছিল।

স্বাধীন বাংলাদেশে শ্রমরাজনীতির স্বর্ণযুগ ছিল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসন আমলে। স্বাধীন বাংলাদেশের রূপকার ও স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শ্রমিকদের আবেগ-অনুভূতি বুঝতেন। তিনি অনুধাবন করতেন যে, এরাই সত্যিকারের সমাজ বিনির্মাণের কারিগর। তাইতো স্বাধীন দেশের সমস্ত মিল-কারখানাকে সরকারি ব্যবস্থাপনায় নিয়ে আসেন অর্থাৎ জাতীয়করণ করেন।

বঙ্গবন্ধু তনয়া জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যক্ষ নির্দেশে বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক অধ্যাপক ডা. এহসানুল কবির জগলুল স্যারের তত্ত্বাবধানে ইডিসিএল একটা লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠান, যা সগৌরবে মাথা উঁচু করে অন্যান্যদেরও সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা যোগাচ্ছে আলোকবর্তিকার মতো। এখানে নেই কোনো শ্রমিক অসন্তোষ, নেই কোনো বিশৃঙ্খলা। যার যার অবস্থান থেকে সেরাটা দেয়ার প্রতিযোগিতায় সবাই নিবেদিত। করোনার সময় ইডিসিএল পরিবারের দায়িত্বশীলতা এবং কমিটমেন্ট ছিল পেশাদারিত্বের চূড়ান্ত পর্যায়ে। সারাবিশ্ব যেখানে করোনার ভয়াল থাবায় আতঙ্কিত, ইডিসিএলের কর্মীরা তখন নিরলস শ্রম দিয়ে ওষুধ তৈরি করে দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দিয়েছে এদেশের বিশাল জনগোষ্ঠির জন্য। আর এসব কার্যক্রম সম্ভব হয়েছে মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সুচিন্তিত পদক্ষেপ এবং তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তের কারণে।

ইডিসিএল পরিবার একটা দায়িত্বশীল পরিবার হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার কারণ এখানে শ্রমিক-কর্মচারীর সঙ্গে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের দায়িত্বশীল, সৌহার্দ্যপূর্ণ এবং আস্থাশীল সহ-অবস্থান রয়েছে। 'শ্রমিক মালিক ঐক্য গড়ি, উন্নয়নের চাকা সচল করি' এই ব্রত নিয়ে চলছে, ইডিসিএল শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ তথা বর্তমান সিবিএ (বি-২১৩৭)।

পরিশেষে আমাদের সকলের প্রত্যাশা, বিচক্ষণ শ্রমরাজনীতির মাধ্যমে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক গড়ে শ্রমজীবী জনগোষ্ঠির ভাগ্য উন্নয়নে গঠনমূলক অবদান রাখা। যাতে করে দেশের প্রতিটা রুগ্ণ প্রতিষ্ঠান সরকারের জন্য অভিশাপ না হয়ে আশীর্বাদ হয়ে উঠতে পারে। হোক সরকারের শক্তিশালী সহযোদ্ধা।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
জয়তু শেখ হাসিনা।

আলমগীর হোসেন সরদার
সাধারণ সম্পাদক
শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ
(সিবিএ, রেজি. নং-বি-২১৩৭)
এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানি লিমিটেড

স্বল্পমূল্যে মানসম্পন্ন ওষুধের আস্থা ইডিসিএল
দেশের চাহিদা মিটিয়ে যাচ্ছে বিশ্ববাজারেও

দেশের শতভাগ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন একমাত্র ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান ইডিসিএল। মানসম্পন্ন ওষুধ উৎপাদন করে তা সরকারি বিভিন্ন হাসপাতাল ও অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে সরবরাহের লক্ষ্যে গড়ে তোলা হয়েছিল ইডিসিএল। শুরু থেকে অদ্যাবধি প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদিত ওষুধ সারা দেশের সরকারি হাসপাতাল, সিভিল সার্জন অফিস, জাতিসংঘের শিশু তহবিল (ইউনিসেফ), বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও), আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশের (আইসিডিডিআর,বি) মতো অলাভজনক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করা হচ্ছে। ওষুধের বাজারে মূল্যের উর্ধ্বগতির বিবেচনায় দিনে দিনে দেশের মানুষের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছে ইডিসিএল। দেশে এবং বিদেশে ওষুধ সরবরাহ করে প্রতিষ্ঠানটি ক্রমেই লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবেও মর্যাদা লাভ করেছে।

প্রাথমিকভাবে প্রতিষ্ঠানটি সরকারের ক্রয় ও বণ্টন সংস্থা হিসেবে কাজ করত। কিন্তু তাতে হাসপাতালগুলোকে অতিরিক্ত ২০ শতাংশ অর্থ ব্যয় করতে হতো। সে কারণেই নিজস্ব প্রতিষ্ঠানে গুণগত মানসম্পন্ন ওষুধ প্রস্তুত করে স্বল্প মূল্যে হাসপাতালগুলোকে সরবরাহ করে আসছে ইডিসিএল। বর্তমানে জনগণের চাহিদা অনুযায়ী সরকারকে ওষুধ সরবরাহ করছে প্রতিষ্ঠানটি। ওষুধ রপ্তানি করছে বিদেশেও।

ইডিসিএল সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের চাহিদার ৭০ শতাংশ ও কমিউনিটি ক্লিনিকের চাহিদার শতভাগ ওষুধ সরবরাহ করছে।

ইডিসিএল দেশীয় ও বৈদেশিক কাঁচামাল এবং মোড়কসামগ্রী ব্যবহারের মাধ্যমে মানসম্পন্ন ওষুধ উৎপাদন করে। সরকারের চাহিদা অনুযায়ী অত্যাবশ্যকীয় ও জীবন রক্ষাকারী ওষুধ তৈরি করে দেশের মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে উৎপাদন সক্ষমতা বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে ইডিসিএল। এজন্য রাজধানীর তেজগাঁওয়ের কারখানাটি মানিকগঞ্জে স্থানান্তর করা হবে। সেখানে ৩১.৫ একর এলাকাজুড়ে প্লান্ট তৈরির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

বর্তমানে ঢাকাসহ সারা দেশে ইডিসিএলের ছয়টি প্লান্ট ও প্রকল্প রয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা, বগুড়া ও গোপালগঞ্জের প্লান্টে ওষুধ উৎপাদন করা হয়। ১৯৮৩ সালে ঢাকায়, ১৯৮৫ সালে বগুড়া, ২০১০ সালে খুলনা ও টাঙ্গাইলের মধুপুর, ২০১১ সালে গোপালগঞ্জ এবং সর্বশেষ ২০১৩ সালে বগুড়ায় আরও একটি প্রকল্প চালু করা হয়।

২০১৬ সালের বন্যার পর পানি বিশুদ্ধ করার ট্যাবলেট উৎপাদন শুরু করে। বর্তমানে ২৬৪টি ওষুধ উৎপাদনের অনুমোদন রয়েছে ইডিসিএলের এবং ১২৮টি ওষুধ উৎপাদন ও সরবরাহ করছে।

ঢাকার তেজগাঁওয়ে অবস্থিত মূল প্লান্টটি ৬০ বছরের পুরনো। ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর, ডব্লিউএইচওসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার স্বীকৃত সনদ অনুসরণের জন্য মানিকগঞ্জে এটিকে স্থানান্তর করে আরও আধুনিক ও যুগোপযোগী করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে পাঁচটি নতুন ইউনিট চালু করা হবে।

এর মধ্যে ট্যাবলেট, লাইওফিলাইজড পাউডার, লিকুইড, ক্যাপসুল ও ড্রাই সিরাপ এবং স্টেরাইল উৎপাদনকারী ইউনিট স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে নতুন প্রকল্পটিতে।

বর্তমানে টিকার চাহিদা পুরোপুরি বিদেশ থেকে আমাদানি করে পূরণ করা হয় তবে দেশেই সব ধরনের টিকা তৈরি করতে চায় সরকার। সে লক্ষ্যে গোপালগঞ্জে উন্নতমানের গবেষণাগার ও টিকা তৈরির কারখানা করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম শেষ হয়েছে। এখন প্লান্ট স্থাপন কার্যক্রম শুরু হবে।

এছাড়াও ইডিসিএলের সক্ষমতা উত্তরোত্তর বাড়াতে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্লান্ট স্থাপন করা হচ্ছে। ইডিসিএলের অন্যতম ইউনিট হিসেবে খুলনা এসেনসিয়াল ল্যাটেক্স প্লান্ট (কেইএলপি) নামে খুলনায় একটি কনডম কারখানা স্থাপন করা হয়েছে। সেখানে মান সম্পন্ন কনডম তৈরি হচ্ছে। খুলনার কেইএলপি প্রকল্পের অধীনে টাঙ্গাইলের মধুপুরে একটি ল্যাটেক্স প্রসেসিং প্লান্টও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। স্থানীয়ভাবে উন্নতমানের রাবারের কষ সংগ্রহের পর তা প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে খুলনা কেইএলপিতে সরবরাহ করা হয়।

অচিরেই ইডিসিএলের গোপালগঞ্জ প্লান্টের একটি ইউনিটে জন্মনিয়ন্ত্রক বড়ি ও ইনজেকশন উৎপাদন করা হবে। এটির অপর একটি ইউনিটে আইভি ফ্লুইডও উৎপাদন করা হবে। ইডিসিএলের উৎপাদিত ওষুধসমূহ বর্তমানে দেশের প্রায় প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকে (মোট প্রায় ১৪ হাজার ২০০টি), ৬৪টি সিভিল সার্জন অফিসে, দেশের সকল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে, পরিবার পরিকল্পনা ও বিভিন্ন বাহিনী যেমন-বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বিজিবি, বাংলাদেশ আনসার, কারা অধিদপ্তর ইত্যাদিতে সরবরাহ করা হয়।

তবে, দেশের একমাত্র সরকারি ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান হলেও ইডিসিএল দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও ওষুধ রপ্তানি করছে। চলতি বছর (২০২২) জি-টু-জি চুক্তির আওতায় ইডিসিএল শ্রীলঙ্কায় প্রায় ১০ কোটি টাকা মূল্যের মেরোপেনেম আইভি ইনজেকশন ও মেট্রোনিডাজল আইভি ইনফিউশন রফতানি করেছে। ইডিসিএল আফগানিস্তানে ২০২২ সালে ১৭ ধরনের ওষুধ রপ্তানি করেছে। এ ছাড়াও ২০২১ সালে ভারতে বিভিন্ন ডোজেজ ফর্মের ১৮ প্রকারের এবং নেপালে এক প্রকারের (হাইড্রক্সি ক্লোরকুইন ট্যাবলেট) ওষুধ রপ্তানি করেছে। অতীতে ভুটানসহ অন্যান্য কয়েকটি দেশে ওষুধ রপ্তানি করেছে।

প্রতি বছর ইডিসিএল থেকে ৬০ প্রকারের অ্যান্টিবায়োটিকসহ মোট ১২৮ প্রকারের ট্যাবলেট, ক্যাপসুল, সিরাপ, ড্রাই সিরাপ, ওআরএস, চোখ ও কানের ড্রপ, ইনজেকশনসহ নানা ধরনের ডোজেজ ফর্মের ওষুধ সারাদেশে সরকারি হাসপাতাল গুলোতে সরবরাহ করা হচ্ছে,

ইডিসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) অধ্যাপক ডা. এহসানুল কবির জগলুল মহোদয়ের নিরলস পরিশ্রম ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে, অপ্রয়োজনীয় ব্যয় হ্রাস, গুণগত মান বজায় রেখে ওষুধের উৎপাদন ও বিক্রয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইডিসিএলের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন।

ফলে সার্বিকভাবে ইডিসিএল বর্তমানে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান। স্বায়ত্তশাসিত এ প্রতিষ্ঠানটি বিগত ২০২১-২২ অর্থ বছরে ১০৬ কোটি টাকা মুনাফা করেছে। তবে চলতি অর্থ বছর এ মুনাফা আরও বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

অনেকটা আলো-আঁধারে নিমজ্জিত ইডিসিএলকে অফুরন্ত সম্ভাবনার প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করেছেন এমডি মহোদয়। তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা আর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জাহিদ মালেকের তত্ত্বাবধানে কাজ করে যাচ্ছেন নিরলসভাবে। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টা ও নেতৃত্বে ইডিসিএল লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপ নিয়েছে। তিনি শৃঙ্খলায় এনেছেন প্রতিষ্ঠানটিকে। শ্রমিকদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষায় রেখেছেন অগ্রণী ভূমিকা। দাতা সংস্থার সঙ্গেও ইতিবাচক সম্পর্ক স্থাপনে ভূমিকা রেখেছেন। শ্রমিকদের জন্য ইডিসিএলে চিকিৎসকও নিয়োগ দিয়েছেন।

ইডিসিএলকে অফুরন্ত সম্ভাবনায় পৌঁছে দেয়ার স্বপ্নে বিভোর তিনি। তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে চাই আমরাও। এভাবে এগিয়ে যাবে ইডিসিএল। এগিয়ে যাবে পরিবার, সমাজ ও দেশ।

তিন্নিকা বড়ুয়া
উপ-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন), ইডিসিএল, ঢাকা।

আমি ইডিসিএল

আমি সক্রিয়, অতি উদ্ভাসিত
আলোকিত করি ঘোর অন্ধকার
আমি ইডিসিএল, মানুষের আস্থার।
আমি আকাশের বুকে গাঢ় নীল
সবুজের বুকে বৃত্ত লাল।
আমি অসুস্থ মানুষের প্রতিকার
জানে জনগণ, জানে সরকার।

আমি অপরিহার্য, অতি অত্যাবশ্যক
সরকারি মেডিকেল, গরিব জনতার।
আমি অসুস্থের মুখে সুস্থতার হাসি
গড়ে তুলি নতুন পরিবার।

আমি যখনই প্রয়োজন তখনই উপস্থিত
করি সব সমস্যার সমাধান।
আমার আছে হাজারো শ্রমিক
যারা প্রয়োজনে দিতে পারে প্রাণ।
আমিই ইডিসিএল, আমি সবার,
আমি সমগ্র জনতার।

মো. আবদুল কুদ্দুস
প্লানিং

মানবিক ডাক্তার এহসানুল কবির জগলুল
মানবসেবাই যার ব্রত

অধ্যাপক ডা. এহসানুল কবির জগলুল লক্ষ্মীপুর জেলার রায়পুর উপজেলার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মরহুম ডা. আব্দুল হাই সাহেবের জ্যেষ্ঠ সন্তান। তাঁর বাবা প্রয়াত ডা. আব্দুল হাই সাহেব ছিলেন একজন ভাষাসৈনিক এবং মানবিক ডাক্তার। মহান মুক্তিযুদ্ধে তিনি অকৃত্রিম ভূমিকা রেখেছেন। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার পাশাপাশি ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্স পর্যন্ত ব্যবহার করার সুযোগ করে দিয়েছেন। ডা. আব্দুল হাই কর্মজীবনে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ডিরেক্টর (এডমিন) হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং তিনি ছিলেন বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক। তিনি আজীবন মানুষের সেবা করেছেন। তারই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে সুযোগ্য সন্তান মরহুম পিতার নামে করা ফাউন্ডেশন 'ডাক্তার আব্দুল হাই ফাউন্ডেশন'-এর মাধ্যমে গরিব, দুঃখী এবং সুবিধাবঞ্চিত অসহায় মানুষের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ থেকে শুরু করে সব ধরনের সেবা প্রদান করে যাচ্ছেন নিরলসভাবে।

তিনি বর্তমানে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের স্বাস্থ্য উপ-কমিটির সদস্য। এছাড়াও স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ (স্বাচিপ)-এর সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের লক্ষ্মীপুর জেলার সহ-সভাপতির দায়িত্বে আছেন। বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন (বিএমএ)-এর কার্যকরী সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। পূর্বে ট্রেজারার হিসেবেও ৭ বছর দায়িত্ব পালন করেছেন। বাংলাদেশ প্রাইভেট মেডিকেল প্র্যাকটিশনার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিপিএমপিএ)-এর সাবেক কার্যনির্বাহী সদস্য এবং বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ডারমাটোলজি বিভাগের প্রধান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

এহসানুল কবির জগলুল ১৯৭২ সালে সেন্ট যোসেফ হাই স্কুল থেকে এসএসসি সম্পন্ন করেন। পরে নটর ডেম কলেজ থেকে এইচএসসি এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস সম্পন্ন করেন। পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পোস্ট গ্রাজুয়েশন করেন। এছাড়াও তিনি আমেরিকার আলাবামা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফেলোশিপ গ্রহণ করেন।

অধ্যাপক ডা. এহসানুল কবির জগলুল ১৯৮১ সালে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সহকারী সার্জন হিসেবে। পরবর্তীতে ১৯৮৪ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত তিনি ইরান সরকারের অধীনে জেনারেল প্র্যাক্টিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯২ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত বিদেশি এনজিওতে কনসালটেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৯৬-১৯৯৯ সময়ে কনসালটেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০০-২০০১ সালে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে শহীদ মুনসুর আলী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি সাউথ এশিয়ান রিজিওনাল ডার্মাটোলজিক্যাল সোসাইটির সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বাংলাদেশ ডার্মাটোলজিক্যাল সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার আমন্ত্রণে বিভিন্ন সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন। আলাবামা বিশ্ববিদ্যালয় ও পরিচর্যা এনজিও'র উদ্যোগে তিনি

নারায়গঞ্জে একটি হেলথকেয়ার সেন্টার স্থাপন করেছেন। ২০০১ সাল থেকে অদ্যাবধি তিনি বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চর্মরোগ বিভগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্বরত আছেন।

অধ্যাপক ডা. এহসানুল কবির জগলুল বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত একজন সৈনিক। ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানের সময় ঢাকার রাজপথ যখন উত্তপ্ত, ঠিক সেই সময়ে নবম শ্রেণির ছাত্র থাকা অবস্থায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠপুত্র শেখ কামালের নেতৃত্বে ঢাকার রাজপথে মিছিলে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। ১৯৭০ সালে নাম লেখান বাংলাদেশ ছাত্রলীগে। ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর ডাকে অনুপ্রাণিত হয়ে মাত্র ১৫ বছর বয়সে কিশোর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে মহান মুক্তিযুদ্ধে ৯নং সেক্টরে অংশগ্রহণ করেন। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৭৬ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নকালে ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৭ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রলীগের সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। পরে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের লক্ষ্মীপুর জেলার স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

অধ্যাপক ডা. এহসানুল কবির জগলুল একজন পরোপকারী মানুষ। তাঁর কর্মব্যস্ত জীবনে ব্যস্ততার ফাঁকে ছুটে যান নিজ জেলা লক্ষ্মীপুরের মানুষের মাঝে। 'ডাক্তার আবদুল হাই ফাউন্ডেশন' এর উদ্যোগে তিনি বিনা পয়সায় নিজ জন্মভূমির অসহায়, সাধারণ ও গরিব মানুষদের সেবা করে যাচ্ছেন বছরের পর বছর ধরে। এছাড়া কারও উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজন হলে তাদের শহরে উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা তিনি করে থাকেন এবং চিকিৎসা সেবা চালিয়ে নেয়ার জন্য নিজের ব্যক্তিগত তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা করে থাকেন। শুধু চিকিৎসা সেবাই নয়, পাশাপাশি গ্রামের প্রান্তিক মানুষের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করে যাচ্ছেন জীবন রক্ষাকারী নানা প্রয়োজনীয় ওষুধ।

এছাড়া এলাকার মসজিদ, মাদরাসা ও এতিমখানায় তিনি সব সময় আর্থিক অনুদান প্রদান করে থাকেন।

মানুষের জন্য মানবিক কাজের মাধ্যমে আনন্দ অনুভব করে থাকেন অধ্যাপক ডা. এহসানুল কবির জগলুল। দেশ এবং মানুষের জন্য কাজ করা যার নেশা, তিনি জনসেবাতেই নিজেকে খুঁজে পাবেন এটাই স্বাভাবিক।

অধ্যাপক ডা. এহসানুল কবির জগলুল লক্ষ্মীপুর-২ আসন থেকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন প্রার্থী ছিলেন। এমনকি দলীয় মনোনয়ন পেয়ে তা নির্বাচন কমিশনে জমাও দেন। কিন্তু পরবর্তীতে দলের স্বার্থে রাজনীতির মেরুকরণের ফলে নেত্রীর নির্দেশে তা প্রত্যাহার করেন।

২০১৪ সালে অধ্যাপক ডা. এহসানুল কবির জগলুলকে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানি লিমিটেড (ইডিসিএল)-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। এরপর তিনি কর্মনিষ্ঠা, দৃঢ় নেতৃত্ব, সততা, কর্মীবান্ধব পলিসি প্রণয়নের মাধ্যমে এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানি লিমিটেডকে নিয়ে যাচ্ছেন এক নতুন দিগন্তে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রিয় সেই বলিষ্ঠ মেডিকেল কলেজ ছাত্রনেতা আজ বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দিকনির্দেশনায় বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা ও জননেত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রথম দিকের কথা বলতে গেলে এখানে উল্লেখ করতে হয় ১৯৭৫ সালের কথা। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বপরিবারে ঘাতকের গুলিতে শাহাদাত বরণের পরে তৎকালীন ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রলীগ সভাপতি এহসানুল কবির জগলুল নেতাকর্মীদের নিয়ে জাতীয় শহিদ মিনারের দিকে প্রথম প্রতিবাদ মিছিল বের করেন। ফলে ঘাতকদের দোসরদের আক্রমণের শিকার হন।

'৭৫ পরবর্তী সামরিক সরকার অধ্যাপক ডা. এহসানুল কবির জগলুলকে প্রস্তাব দেন, তাদের সঙ্গে একাত্মতা গ্রহণ করার এবং তারা বলেন, 'হয় প্রস্তাব গ্রহণ, তা-না হলে দেশত্যাগ'। কিন্তু অধ্যাপক ডা. এহসানুল কবির জগলুল সরকারের লোভনীয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিক হিসেবে মধ্যপ্রাচ্যে পাড়ি জমান। চাপের মুখে মাথা নত করে বিশ্বাস এবং নৈতিকতা বিসর্জন দেননি তিনি। জীবনের সোনালি সময়ের ৯ বছর কাটিয়ে দেন প্রবাসে। নেতা এবং দলের প্রতি মানুষের এই ভালোবাসা এবং আনুগত্য সত্যিই একটি অনন্য দৃষ্টান্ত।

এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব নিয়ে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে ইডিসিএলের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রার কাণ্ডারী হিসেবে তিনি যে ভূমিকা রেখে যাচ্ছেন তাতে স্বাস্থ্যখাতে তাঁর অবদান প্রশংসনীয়। দক্ষ সংগঠক হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে দেশের মানুষের স্বাস্থ্যসেবার মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে অভিজ্ঞতা ও গুণাবলীর কথা বিবেচনা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তাঁকে আরও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেবেন বলে প্রত্যাশা অগণিত মানুষের।

মো. আবুল কালাম আজাদ
সিনিয়র হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
হিসাব ও অর্থ বিভাগ, ইডিসিএল।

এমডি হিসেবে যোগ্য নেতৃত্বের অকৃত্রিম ভূমিকায় অধ্যাপক ডা. এহসানুল কবির জগলুল

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একমাত্র ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানি লিমিটেড। যার বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) হিসেবে দায়িত্বে আছেন অধ্যাপক ডা. এহসানুল কবির জগলুল। তাঁর দক্ষ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানি লিমিটেড তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের চলমান উন্নয়নে স্বাস্থ্যখাতে বিশেষ অবদান রাখা সম্ভব হয়েছে।

অধ্যাপক ডা. এহসানুল কবির জগলুল মনে করেন ৩টি মূলনীতি নিয়ে কাজ করলে ইডিসিএল দেশের স্বাস্থ্যখাতে সর্বোচ্চ সেবা দিতে পারবে। যেমন-

Support to our Employees/Society
Support to our Clients/Suppliers
Support to our Consumers/Stakeholders

একজন আদর্শ ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা'র (সিইও) মধ্যে বিদ্যমান থাকে বিশেষ কতকগুলো গুণ বা বৈশিষ্ট্য। যার কিছু মানুষ জন্মগত ও পারিবারিকভাবেই অর্জন করে এবং অন্যগুলো কর্ম অভিজ্ঞতা, পরিবেশ, শিক্ষা ও চর্চার মাধ্যমে অর্জন করে থাকে। বর্তমান জটিল ও প্রতিযোগিতামূলক মুক্তবাজার অর্থনীতির এ যুগে ব্যবস্থাপনা কার্যে সফলতা অর্জনের জন্য একজন উত্তম বা আদর্শ ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও)'র মধ্যে নিম্নে বর্ণিত গুণগুলো বিদ্যমান থাকা আবশ্যক, যার সবগুলোই বিদ্যমান এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানি লিমিটেডের মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) অধ্যাপক ডা. এহসানুল কবির জগলুলের মাঝে।

১. নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতা: ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও (সিইও)'র গুণাবলীর মধ্যে সবচেয়ে আগে আসে নেতৃত্ব দেয়ার গুণাবলী। তাঁর সঠিক নেতৃত্বের গুণে ইডিসিএলের প্রত্যেকটি বিভাগ তার রিসোর্সের সর্বোচ্চ ব্যবহার করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে। যেমন ইডিসিএলের উৎপাদন ও বিক্রয় বৃদ্ধির ধারাবাহিক ঊর্ধ্বগতিই তার প্রমাণ।

২. সিদ্ধান্ত গ্রহণে পারদর্শিতা: মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষতা অত্যন্ত সময়োপযোগী ও কার্যকর। কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নির্দেশনার উপরই প্রতিষ্ঠানের সাফল্য নির্ভর করে। বিভাগীয় যে কোনো কাজের সিদ্ধান্ত তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে প্রদান করেন, যার ফলে বিভাগীয় কাজগুলি সম্পন্ন করতে কর্মীদের বেগ পেতে হয় না।

৩. দক্ষ সমন্বয়ক: মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রতিনিয়ত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্তর ও বিভাগে কর্মরত অধীনস্থ কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করে কার্যসম্পাদন করেন। ইডিসিএলে প্রায় সাড়ে চার হাজার কর্মী রয়েছে। এখানে কর্মকর্তাদের সাথে কর্মচারী ও শ্রমিকদের যে একটা সম্পর্ক বজায় রেখে কার্য সুচারুরূপে চলমান, তা উনার দক্ষ সমন্বয়ের ফলেই সম্ভব হয়েছে।

৪. বহুমুখী চাপ মোকাবেলার দক্ষতা: একটি প্রতিষ্ঠানকে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে গেলে পারিপার্শ্বিক বাধা ও নানাবিধ প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। ইডিসিএল একটি উৎপাদনমুখী প্রতিষ্ঠান। তিনি ঝুঁকি নিয়ে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নানামুখী চাপ মোকাবেলা করে কর্মীদের সকল দাবি-দাওয়া মেনে উৎপাদন ও বিক্রয় অব্যাহত রেখে প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

৫. দূরদর্শিতা: মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অন্যতম গুণ হলো, কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে সঠিক পূর্বানুমান ক্ষমতা। তিনি লক্ষ্য অর্জনের জন্য গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অতীত অভিজ্ঞতা ও বর্তমানে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত বিচার বিশ্লেষণ করে ইডিসিএলকে সাফল্যমণ্ডিত করেছেন। তাঁর দূরদর্শী জ্ঞানের কারণেই দক্ষিণ এশিয়ায় ওষুধ শিল্পে অন্যতম মেগা প্রজেক্ট এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানি লিমিটেড, গোপালগঞ্জ ৩য় প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে।

৬. উত্তম লক্ষ্য নির্ধারক: সঠিক লক্ষ্য নির্ধারণের উপর প্রতিষ্ঠানের সাফল্য অনেকাংশ নির্ভর করে। একজন উচ্চ শিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পক্ষেই কেবল সম্ভব উত্তম লক্ষ্য নির্ধারণ করা। মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দিকনির্দেশনায় প্রতি বছর লক্ষ্যমাত্রার স্তরগুলি অর্জন করে বিগত বছরকে ছাড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে।

৭. সাহসী ও ঝুঁকি গ্রহণের ক্ষমতা: মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় অত্যন্ত কর্মনিষ্ঠ ও ঝুঁকিগ্রহণের ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। তাঁর অদম্য সাহস, দৃঢ়সংকল্প ও আত্মবিশ্বাসের ফলেই সকল প্রকার প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে ঝুঁকিকে সাফল্যে পরিণত করা সম্ভব হয়েছে। কোভিড-১৯ এর ভয়াল থাবায় যখন সারা বিশ্ব নাকাল, তখন তাঁর সাহসী সিদ্ধান্তে ইডিসিএল সার্বিক কার্যক্রম চলমান রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কোভিড-১৯ প্রতিরোধ কার্যক্রমে বিশাল ভূমিকা রেখেছে।

৮. উদ্ভাবনী ক্ষমতা: মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক সব সময় বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পরিবেশ ও পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিনিয়ত তাঁর বিচক্ষণতা দিয়ে ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদনের নতুন নতুন কর্মকৌশল উদ্ভাবনে সচেষ্ট ও উদ্যোগী ছিলেন। ফলে প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি সেক্টরের গতিশীলতা এবং চলমান অবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে অসুবিধা হয়নি।

"CEO is to be a Servant" এই নীতিকে মহান ব্রত হিসেবে মেনে নিয়ে মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক তথা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) অধ্যাপক ডা. এহসানুল কবির জগলুল এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানি লিমিটেডের উন্নতির জন্য পরিবার পরিজনের মায়া ত্যাগ করে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন। তাঁর প্রজ্ঞা ও মেধাকে কাজে লাগিয়ে ইডিসিএল সামনের দিনগুলোতে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে মাইলফলক স্থাপন করবে, এই আশাবাদ ব্যক্ত করাই যায়।

মুহাম্মদ খুরশিদ আলম এফসিএমএ
কোম্পানি সচিব ও অর্থ পরিচালক (চলতি দায়িত্ব),
ইডিসিএল।

মহামারী করোনা ভাইরাস

বঙ্গবন্ধুর জন্মভূমিতে হচ্ছে স্বপ্নের ভ্যাকসিন উৎপাদন কারখানা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান

মহামারীর ইতিহাসে করোনার ভয়াবহতা সর্বশেষ সংযোজন। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে স্প্যানিশ ফ্লু'র প্রাদুর্ভাবে পৃথিবীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠী সংক্রমিত হয়েছিল। এরও একশ বছর পূর্বে অটোম্যান সাম্রাজ্যের সময়ে প্লেগে মারা গিয়েছিল প্রায় ৩ লাখ মানুষ। এছাড়া উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে প্রায় ৪০ লাখ মানুষ মারা গিয়েছিল এশিয়ান ফ্লুতে। ২০১৯ সালের শেষে চীনের উহানে প্রথম করোনায় আক্রান্ত রোগী সনাক্ত হয়। করোনায় প্রথম মৃত্যুর ঘটনাটিও ঘটেছিল চীনে। এরপর কয়েক মাসের মধ্যে এ ভাইরাস সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশে প্রথম কোভিড-১৯ সনাক্ত হয় ২০২০ সালের ৮ মার্চ। আর প্রথম মৃত্যু হয় একই বছরের ১৮ মার্চ। পরিস্থিতি সামাল দিতে ২০২০ সালের ২০ জানুয়ারি বিশ্বজুড়ে জরুরি অবস্থা জারি করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। কিন্তু তাতেও অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় অবশেষে ওই বছরের ১১ মার্চ করোনাকে মহামারী হিসেবে ঘোষণা করে ডব্লিউএইচও।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে, ২০২২ সালের ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে ২০ লাখ ৩৬ হাজার ৭১৭ জনের করোনা সনাক্ত হয়েছে। আর মারা গেছেন ২৯ হাজার ৪৩৬ জন। অপরদিকে মহামারী শুরুর পর থেকে এ রোগে আক্রান্ত, মৃত্যু ও সুস্থতার হালনাগাদ সংখ্যা প্রকাশকারী ওয়েবসাইট ওয়ার্ল্ডোমিটারস সূত্রে জানা গেছে ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ৬৫ কোটি ১৪ লাখ ৫০ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। অন্যদিকে মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ৬৬ লাখ ৫১ হাজার। দেশের জনসংখ্যার মোট ১২ কোটি ৫১ লক্ষ ৯ হাজার ৬ শত ২৯ জনকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ডোজ মিলিয়ে সর্বমোট ৩৩ কোটি ২০ লক্ষ ৪৪ হাজার ৫ শত ২০ ডোজ করোনার ভ্যাকসিন প্রদান করা হয়। তন্মধ্যে, টিকা গ্রহণ করা ব্যক্তি মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ।

পরিস্থিতি মোকাবেলায় কোভিড-১৯ এর এমন ভয়াবহতায় ভ্যাকসিনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। পরে সরকার বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন মাধ্যমে করোনা ভ্যাকসিন ক্রয় করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে কার্যকর ও নিরাপদ ভ্যাকসিন উৎপাদন কার্যক্রম, সক্ষমতা বৃদ্ধি, সংরক্ষণ ও ব্যবহার পর্যায়ে মান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণসহ আন্তর্জাতিক মানের ভ্যাকসিন ইনস্টিটিউট গড়ে তোলার নির্দেশনা প্রদান করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ইতোমধ্যে গোপালগঞ্জে এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক কারখানার জন্য জমির অধিগ্রহণসহ ভ্যাকসিন প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্যকে সংবিধানে জনগণের মূল অধিকারের অংশ হিসেবে সংযোজন, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় স্বাস্থ্যকে গুরুত্বদান, গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠাসহ বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেন। তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার দেশের স্বাস্থ্যখাতে ক্রমশ বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে যাচ্ছে। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে জনগণকে যুগোপযোগী স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতের লক্ষ্যে স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়ন ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

দেশের সকল জনগণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মহামারী COVID -19 টিকাসহ বিদ্যমান প্রয়োজনীয় অন্যান্য টিকা যেমন BCG-20, TD-10 (Tetanus & Diphtheria Vaccine), MR-10 (Measles & Rubella Vaccine), bOPV-10,

Bivalent Oral Polio, Pentavalent Vaccine, VPCV-10-4 (Pneumococcal Vaccine), IPV (Polio Vaccine), Rota (RV1-1 Vaccine), Influenza Vaccine, Rabies Vaccine, Hepatitis B Vaccine, Anti-venom Injection প্রভৃতি জনগণের মাঝে সরবরাহের জন্য গোপালগঞ্জে ইডিসিএলের তৃতীয় প্রকল্প সংলগ্ন স্থানে ৬.৮৫ একর জমিতে দেশে পূর্ণাঙ্গ ভ্যাকসিন প্লান্ট স্থাপনের বিষয়টি চূড়ান্ত হয়েছে।

দক্ষ মানব সম্পদ গঠনের লক্ষ্যে উন্নয়ন সহোযোগী প্রতিষ্ঠান এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) এর ব্যবস্থাপনায় ইতোমধ্যে ছয় কর্মকর্তা দক্ষিণ কোরিয়ায় ভ্যাকসিন বায়োম্যানুফেকচারিং প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন। দেশে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনসহ অন্যান্য ভ্যাকসিন উৎপাদনের লক্ষ্যে কাঁচামাল সংগ্রহ, টেকনোলজি ট্রান্সফার এবং যাবতীয় বৈজ্ঞানিক কার্যাবলী সম্পাদনে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

State of The Art Facilities সমৃদ্ধ প্রকল্প তৈরির জন্য উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) প্রণয়নের নিমিত্ত আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ফিনল্যান্ডের একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পূর্ণাঙ্গ ডিপিপি তৈরি করে অনুমোদনের লক্ষ্যে অতিসত্বর মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হবে। উক্ত প্রকল্পে সার্বিক অর্থায়নে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) সম্মতি জ্ঞাপন করেছে। মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালকের ভিশন অনুযায়ী যেসব রোগ প্রতিরোধী ভ্যাকসিন আবিষ্কার হয়েছে, সেসব ভ্যাকসিন আমার দেশে উৎপাদন করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে দ্রুত সময়ের মধ্যে Full-Scale Bio Manufacturing Facility and Research Institute স্থাপনের জন্য সুসংগঠিত প্রকল্প বাস্তবায়ন টিম কাজ করে যাচ্ছে ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও দক্ষ নেতৃত্বে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মস্থান গোপালগঞ্জে ভ্যাকসিন প্লান্ট স্থাপিত হলে বৈশ্বিক সংকটসহ আপদকালীন সময়ে বিভিন্ন রোগের ভ্যাকসিন প্রাপ্যতা দেশে সহজলভ্য হবে এবং জনগণের স্বাস্থ্যসেবার পথ প্রশস্ত হবে। ভ্যাকসিন প্লান্ট স্থাপনে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

বি. এম. ইমাম হাসান
মহা-ব্যবস্থাপক (প্রকল্প উন্নয়ন)
ইডিসিএল, ঢাকা।

ভ্যাকসিনের ছড়া

উহান থেকে এলো উড়ে করোনা ভাইরাস,
দেশ-বিদেশে লাখো মানুষ মরে হলো লাশ।
শুরুতে ছিল না ভ্যাকসিন, ছিল না প্রতিকার,
করোনা তাই নিয়েছিল মহামারীর আকার।

দেশে দেশে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে,
আবিষ্কার করলো ভ্যাকসিন চিকিৎসার তরে।
তৈরি হলো মুখে খাওয়ার এন্টিভাইরাস বড়ি,
আমরা আছি ওষুধ শিল্পে তাইতো গর্ব করি।

ইডিসিএল, গোপালগঞ্জে আসছে শুভ দিন,
খুব শীঘ্রই তৈরি হবে করোনা ভ্যাকসিন।
তৈরি হবে আরও ভ্যাকসিন যেগুলো দরকার,
এডিবি'র সাথে আছে বাংলাদেশ সরকার।

দেশবাসী গর্ব করে বলবে একদিন,
গোপালগঞ্জের ইডিসিএল বানিয়েছে ভ্যাকসিন।
প্রকল্পটি হাতে নিয়ে জমি কেনা শেষ,
বেশ কয়েকটি ভ্যাকসিন বানাবে বাংলাদেশ।

এডিবি দেবে ঋণ প্রকল্প উন্নয়নে,
ইডিসিএল কাজ করবে সেটি বাস্তবায়নে।
প্রকল্পের কাজ শুরু হবে তাড়াতাড়ি,
ভ্যাকসিন বানিয়ে দেখাবো, আমরাও পারি।

ভ্যাকসিন হবে তৈরি আমাদের হাতে,
ইডিসিএলের গুরুত্ব তাই চিকিৎসা খাতে ॥

বীরেন্দ্র কুমার মন্ডল
প্লান্ট ইন-চার্জ ও ব্যবস্থাপক, পিডি
ইডিসিএল, গোপালগঞ্জ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য খাতে ব্যাপক উন্নয়ন

স্বাধীনতার পর থেকে দেশের স্বাস্থ্য সেবা খাতে ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। এ খাতে বাংলাদেশের ঈর্ষণীয় অর্জন বিশ্বব্যাপী প্রশংসা কুড়িয়েছে। বিভিন্ন দেশের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম খরচে নাগরিকদের মৌলিক চিকিৎসা চাহিদা পূরণ, সংক্রামক রোগ-প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল, অসংক্রামক রোগগুলোর ব্যবস্থাপনা ও প্রতিরোধে ব্যাপক উদ্যোগ, পুষ্টি উন্নয়ন, স্বাস্থ্য সূচকগুলোর ব্যাপক অগ্রগতিতে স্বাস্থ্য অবকাঠামো খাতে অভূতপূর্ব অর্জন বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়েছে বহুদূর। এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে প্রণীত ২০১১ সালের জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি, জাতীয় ওষুধনীতি-২০১৬, মানবদেহে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আইন-২০১৮।

শুধু স্বাস্থ্য খাতই নয়, বরং অন্যান্য সেক্টরেও অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে বাংলাদেশের। ফলে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ ঘটেছে। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন নীতিসংক্রান্ত কমিটি বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়। এটি সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহসী এবং দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণে। তাঁর সাহসী এবং গতিশীল উন্নয়ন কৌশল গ্রহণের ফলে সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কাঠামোগত রূপান্তর এবং উল্লেখযোগ্য সামাজিক অগ্রগতির মাধ্যমে বাংলাদেশকে দ্রুত উন্নয়নের পথে নিয়ে এসেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় ও সাহসী নেতৃত্বে সমুদ্র বিজয় এবং মহাকাশ বিজয় তো পুরো জাতির সামনে দৃশ্যমান। কিন্তু এমন অনেক কাজ আছে, যা মানুষের চোখের আড়ালে রয়ে গেছে, অথচ তার সুযোগ-সুবিধা মানুষ পাচ্ছে। তেমনি একটা উন্নয়নের খাত হলো স্বাস্থ্য খাত। দেশের মানুষের গড় আয়ু প্রায় ৭৩ বছরে উন্নীত হয়েছে। মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস, শিশু মৃত্যু হার হ্রাস পেয়েছে। স্বাস্থ্য খাতের এই অর্জনের জন্য ৩টি জাতিসংঘ পুরস্কারসহ ১৬টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার ও সম্মাননা অর্জন করেছে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাত। এর মধ্যে এমডিজি অ্যাওয়ার্ড, সাউথ-সাউথ অ্যাওয়ার্ড বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের সব ক্ষেত্রে একটি শক্ত নীতিমালা, পরিকল্পনা এবং অবকাঠামো রেখে গেছেন, যার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে আজকের স্বাস্থ্যব্যবস্থা। তাঁর পরিকল্পনা শুধু রাজধানী বা শহরকেন্দ্রিক ছিল না; বরং জেলা, থানা, ইউনিয়ন ও গ্রামসহ তৃণমূল পর্যায়ে সেগুলো নিশ্চিত করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য আর তা বাস্তবায়নের জন্য তিনি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, প্রতিটি জেলায় হাসপাতাল, থানা হেলথ কমপ্লেক্স, ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুবিন্যস্ত স্বাস্থ্যব্যবস্থা প্রণয়নের পথ দেখিয়েছিলেন। স্বাস্থ্যকে সংবিধানের মূল অধিকার, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গুরুত্ব এবং চিকিৎসকদের প্রথম শ্রেণির মর্যাদাদানের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার অগ্রযাত্রা শুরু। বঙ্গবন্ধু দেশেই স্নাতকোত্তর পর্যায়ে চিকিৎসকদের
উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও আন্তর্জাতিক মানের বিশেষজ্ঞ তৈরির জন্য তৎকালীন শাহবাগ হোটেলকে 'আইপিজিএম অ্যান্ড আর' এবং ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ অ্যান্ড সার্জনস্ বা বিসিপিএস প্রতিষ্ঠা করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আইপিজিএম অ্যান্ড আর'কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করেন।

দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ মোটেও সহজ কথা নয়। বর্তমান সরকারের স্বাস্থ্য খাতে অন্যতম পদক্ষেপ হলো কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন। ১৯৯৬ সালে প্রথমবার ক্ষমতায় এসে এই কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্পটি শেখ হাসিনা সরকার গ্রহণ করেন এবং প্রায় দশ হাজার ক্লিনিক স্থাপন করেছিলেন। বর্তমানে দেশে প্রায় ১৮ হাজার ৫ শত কমিউনিটি ক্লিনিক চালু আছে। বর্তমানে কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে দেশব্যাপী বিস্তৃত স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোতে শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি বাড়ানো হয়েছে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা। স্থাপন করা হয়েছে হৃদরোগ, কিডনি, লিভার, ক্যান্সার, নিউরো, চক্ষু, বার্ন, নাক-কান-গলাসহ বিভিন্ন বিশেষায়িত ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল। অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পাওয়া নার্সের চাহিদা মেটাতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে নার্সিং ইনস্টিটিউট। প্রতিটি জেলায় কমপক্ষে একটি করে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন করার কাজ চলছে। উপজেলা হাসপাতালগুলোকে উন্নীত করা হয়েছে ৫০ শয্যায়। মেডিকেল কলেজ ও জেলা হাসপাতালগুলোতেও শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশের ডিজিটালাইজেশনের উন্নয়ন স্বাস্থ্য খাতকে উন্নত করছে। সব হাসপাতালে ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে ই-গভর্ন্যান্স ও ই-টেন্ডারিং চালু করা হয়েছে। সরকারি হাসপাতালগুলোকে অটোমেশনের আওতায় আনা হচ্ছে। গোপালগঞ্জের শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে অনলাইন সেবা কার্যক্রম চালু করতে 'ভিশন সেন্টার' স্থাপন করা হয়েছে। বিশ্ব মহামারী করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ও মৃত্যুরোধে সফলতার পরিচয় দিয়ে বিশ্ববাসীকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ। বিনামূল্যে করোনা প্রতিরোধী টিকা প্রদানেও অনন্য সাফল্য দেখিয়েছে বাংলাদেশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইতোমধ্যেই করোনার টিকা আমাদের দেশেই তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। মার্কিন সংস্থা 'ক্লমবার্গ' কর্তৃক একটি দেশের সার্বিক কোভিড পরিস্থিতি, চিকিৎসা, মৃত্যুহার, কোভিড মোকাবিলায় প্রস্তুতি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অভিঘাত ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে কোভিড সহনশীলতা ক্রম' অনুসারে পৃথিবীর ২০তম সহনশীল ও নিরাপদ দেশের তালিকায় অবস্থান করে

নিয়েছে বাংলাদেশ-যা উন্নয়নশীল দেশের জন্য 'বিস্ময়'।

মজবুত অবকাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবার ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে, যা উন্নয়নশীল অনেক দেশের জন্য মডেল। দেশের সর্বত্র বিস্তার লাভ করেছে ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবার নেটওয়ার্ক। '১৬২৬৩' নম্বর ব্যবহার করে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত তথ্য প্রদান এবং ৯৫টি হাসপাতালে টেলিমেডিসিন সেবা চালু হয়েছে। ২০১১ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক বাংলাদেশকে 'ডিজিটাল হেলথ ফর ডিজিটাল ডেভেলপমেন্ট' পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। জনবল বৃদ্ধি, অবকাঠামোর উন্নয়ন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক বাংলাদেশকে পোলিও ও ধনুষ্টংকারমুক্ত ঘোষণা, ওষুধের সরবরাহ বৃদ্ধি, উন্নত শিশু স্বাস্থ্যসেবা, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থা, চিকিৎসক ও নার্স নিয়োগ, মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারের জন্য ফ্রি চিকিৎসা ব্যবস্থা করা হয়েছে। উপজেলা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে রয়েছে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবার উন্নয়নে আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন, নতুন হাসপাতাল চালুসহ উন্নয়নমূলক অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সরকার।

শিশু, নবজাতক এবং মাতৃমৃত্যু হার অনেক কম, ফলে গড় আয়ু ৭২.৮-এ উন্নীত হয়েছে এবং ৯১.৩ শতাংশ শিশুকে টিকাদান কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। ইপিআই-এর মাধ্যমে টিকা কার্যক্রমের সফলতার স্বীকৃতি স্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে 'ভ্যাকসিন হিরো' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭ শতাংশে হ্রাস, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ৬২.৪ শতাংশে উন্নীত এবং সন্তান জন্মদানের হার ২.০৫-এ হ্রাস পেয়েছে। '১৬৭৬৭' নম্বর ব্যবহার করে 'সুখী পরিবার' সেবায় প্রদান করা হচ্ছে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম। বিভিন্ন হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রায় পাঁচশ অ্যাম্বুলেন্স এবং গর্ভবতী মায়েদের অ্যাম্বুলেন্সসেবা বিনামূল্যে প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

সংক্রামক ব্যাধি, কুষ্ঠ ও অন্যান্য রোগের জন্য ১৪টি বিশেষায়িত হাসপাতাল ছাড়াও সব মেডিকেল কলেজ, জাতীয় হৃদরোগ এবং অনেক জেলা হাসপাতালে 'সিসিইউ'-এর চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে। ক্যান্সার চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে সব মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও জাতীয় ক্যান্সার ইনস্টিটিউটে। এ ছাড়াও ১০টি বিশেষায়িত হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট চালু এবং চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয়েছে। কয়েক হাজার চিকিৎসক এবং নতুন নার্স নিয়োগ দেয়া হয়েছে। চিকিৎসকদের জন্য উচ্চশিক্ষার আসন বৃদ্ধি, নতুন কোর্স চালু, নার্সিং বিষয়ে পিএইচডি ও মাস্টার্স প্রশিক্ষণ, বিএসসি নার্সিংয়ের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্স চালুসহ দক্ষ জনবল তৈরিতে নেয়া হয়েছে নানা উদ্যোগ। মেডিকেল কলেজগুলোর জন্য আসন এবং সরকারি হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। ১৩টি বেসরকারি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ, সরকারি বিভিন্ন হাসপাতালে হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল অফিসার ও প্রভাষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। নতুন অনেক ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল নির্মিত হয়েছে। যেমন- শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্স, অত্যাধুনিক ক্যান্সার ও জাতীয় কিডনি হাসপাতাল, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, জাতীয় হৃদরোগ ও পঙ্গু হাসপাতালের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, অ্যাজমা সেন্টার ও জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালকে সরকারি হাসপাতালে রূপান্তর, মুগদায় ৫শ' শয্যার হাসপাতাল, শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ইএনটি হাসপাতাল, জাতীয় নার্সিং উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, বক্ষব্যাধি ও কুর্মিটোলা ৫শ' শয্যাবিশিষ্ট এবং ঢাকার ফুলবাড়িয়ায় সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল, খুলনার আবু নাসের বিশেষায়িত ও গোপালগঞ্জের শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট। এসব হাসপাতালকে কেন্দ্র করে অনলাইন চক্ষুসেবা কার্যক্রম চালু করতে 'ভিশন সেন্টার' স্থাপন করা হয়েছে।

চিকিৎসা ব্যবস্থারও উন্নতি হয়েছে যুগান্তকারী। আগে যেসব রোগে বিদেশে চিকিৎসা নেয়া হতো, বর্তমানে এসব রোগের চিকিৎসা দেশেই হচ্ছে। ব্যয়বহুল পরীক্ষা-নিরীক্ষা যথেষ্ট কম খরচেই হচ্ছে। বিভিন্ন হাসপাতালে অনেক জটিল রোগের চিকিৎসাসহ শত শত অপারেশন সফলভাবে করা হচ্ছে। এমনকি কিডনি, লিভার ও বোনমেরো ট্রান্সপ্লান্ট, হৃদরোগের বাইপাস, রিং পরানো, চোখের লেন্স ও নিউরোসার্জারিসহ অনেক চিকিৎসা দেশেই হচ্ছে। স্বাস্থ্যসেবায় সরকারের পাশাপাশি অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধাসহ হাসপাতাল এবং ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে সেবা দিয়ে যাচ্ছে; যদিও সেখানকার খরচ অনেকটাই আকাশচুম্বী। তারপরও বিত্তবানরা বিদেশে না গিয়ে এসব প্রতিষ্ঠান থেকে চিকিৎসাসেবা নিচ্ছেন।

অনেক প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন, যা সম্পন্ন হলে স্বাস্থ্যব্যবস্থায় আরও যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটবে; যেমন ঢাকা মেডিকেল কলেজকে ৫ হাজার শয্যা ও জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালকে ১৫০০ শয্যায় উন্নীতকরণ। এ ছাড়াও ২০টি মেডিকেল কলেজের সম্প্রসারণ, সব বিভাগে বার্ন ইউনিট নির্মাণ, ৩৬টি জেলা হাসপাতাল ও ৩৪টি উপজেলা হাসপাতালের সংস্কার ও সম্প্রসারণ প্রকল্প। সারা দেশে জেলা হাসপাতালগুলোতে ১০ তলাবিশিষ্ট ক্যান্সার, কিডনি এবং হৃদরোগ ব্যবস্থা সংবলিত হাসপাতাল নির্মাণ, প্রতিটি উপজেলায় ৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল এবং ৯৭টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ চলছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রণীত ৫ বছর মেয়াদি 'চতুর্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি কর্মসূচি ২০১৭-২০২২' এর কাজ শুরু হয়েছে, যা বাস্তবায়ন হলে দেশের সার্বিক স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি পরিস্থিতির ব্যাপক উন্নয়ন ঘটবে। ওষুধ শিল্পে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। ইডিসিএলের নতুন প্লান্ট চালু এবং দেশেই ওষুধের কাঁচামাল তৈরির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দেশি প্রতিষ্ঠানগুলো দেশের ওষুধের চাহিদা পূরণ করে বিশ্বের ১৫৭টি দেশে বাংলাদেশের ওষুধ রপ্তানি করছে।

শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাত আশাতীতভাবে অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। চলমান প্রকল্পগুলো সুষ্ঠু ও সঠিক সময়ে বাস্তবায়ন এবং ভবিষ্যতের সুচিন্তিত নতুন পরিকল্পনা এ অগ্রযাত্রার পথে নতুন মাত্রা যোগ করবে।

মো. সেলিম
মহা-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন)
ইডিসিএল, ঢাকা।

লাল সবুজ মোড়কে ইডিসিএলের ওষুধ

ওষুধ হলো কোনো ড্রাগ বা রাসায়নিক যৌগ, যা রোগ নিরাময় বা প্রতিরোধ করতে ব্যবহৃত হয়। ইংরেজি 'মেডিসিন' শব্দটি ল্যাটিন 'মেডিকাস' থেকে এসেছে, যার অর্থ 'একজন চিকিৎসক'। ওষুধের অগ্রগতি ডাক্তারদের অনেক রোগ নিরাময় করতে এবং মানুষের জীবন বাঁচাতে সক্ষম করেছে। প্রথম আধুনিক ফার্মাসিউটিক্যাল মেডিসিন ১৮০৪ সালে জার্মান বিজ্ঞানী ফ্রিডরিখ সার্টারনার আবিষ্কার করেন। তিনি তার গবেষণাগারে আফিম থেকে সক্রিয় রাসায়নিক বের করেন এবং গ্রিক ঘুমের দেবতার নামানুসারে এর নাম দেন মরফিন। তাছাড়া এটাও বিশ্বাস করা হয় যে, হিপোক্রেটিস প্রথম ওষুধ আবিষ্কার করেছিলেন। অনেক ইতিহাসবিদের মতে, হিপোক্রেটিসকে আধুনিক ওষুধের জনক বলা হয়। প্রায় ২৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে প্রাচীন মিশরে প্রথম ওষুধ চর্চার বিষয়টির উল্লেখ পাওয়া যায়।

অ্যান্টিবায়োটিক পেনিসিলিন ১৯২৮ সালে প্রথম উৎপাদিত ওষুধ, যা ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। স্কটিশ চিকিৎসা বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার ফ্লেমিং পেনিসিলিন আবিষ্কার করেন। অনুমান করা হয় যে, পেনিসিলিন ৮০ মিলিয়ন থেকে ২০০ মিলিয়ন মানুষের জীবন বাঁচিয়েছে। এটির আবিষ্কার এবং ব্যবহার করা সম্ভব না হলে, আজকের ৭৫% মানুষ বেঁচে থাকতে পারত না।

ওষুধ বিজ্ঞানীরা সাধারণত ওষুধের ডেভেলপমেন্ট প্রসেসে বিশেষজ্ঞ হন। তারা প্রাকৃতিক বা সিন্থেটিক (মানবসৃষ্ট) উপাদান ব্যবহার করে নতুন ওষুধের ডিজাইন করতে পারেন। তাছাড়া তারা বিভিন্ন ধরনের রোগের চিকিৎসার জন্য বিদ্যমান ওষুধ ব্যবহার করার নতুন উপায় উদ্ঘাটন করেন।

ওষুধ প্রয়োগের তিনটি প্রধান ক্যাটাগরি রয়েছে: ১) এন্টারাল (মানুষের গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল ট্র্যাক্টের মাধ্যমে), ২) শরীরে ইনজেক্শন এবং ৩) অন্যান্য রুট দ্বারা (চর্ম, অনুনাসিক, চক্ষু, ওটোলজিক এবং ইউরোজেনিটাল)।

সাধারণত চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র ছাড়া ওষুধ বিক্রি হয় না। তবে সাধারণ মানুষ শুধুমাত্র ওভার-দ্য-কাউন্টার ওষুধগুলি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর প্রেসক্রিপশন ছাড়াই ফার্মেসি থেকে কিনতে পারেন।

অধিকাংশ ওষুধের কমপক্ষে ২টি নাম রয়েছে:
ব্র্যান্ডের নাম, ওষুধটি তৈরি করা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি দ্বারা দেয়া নাম।
জেনেরিক নাম, ওষুধের সক্রিয় উপাদানের নাম।
ইডিসিএল জেনেরিক নামে ওষুধ উৎপাদন ও সরবরাহ করে থাকে।

ফার্মাসিউটিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হলো, যে কোনো ডোজেজ ফর্ম (ওষুধ) কে সবচেয়ে কম খরচে সর্বোচ্চ মানে ডেভেলপ করা। ইডিসিএলের পণ্য উন্নয়ন বিভাগ এই ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই বিভাগটি পর্যাপ্ত ফার্মাসিউটিক্যাল প্রযুক্তিগত জ্ঞান এবং সব ধরনের উৎপাদন যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম (Miniature Machineries & Equipments) এর সাহায্যে দক্ষ জনবল দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে।

ইডিসিএল একটি সরকারি ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান। এখানে সরকারি প্রতিষ্ঠানের চাহিদার আলোকে ওষুধ উৎপাদিত হয়। তাই ওষুধ শিল্পে সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইডিসিএলের গুরুত্ব অপরিসীম। ইডিসিএল জীবন রক্ষাকারী প্রয়োজনীয় ওষুধগুলো সরকারি হাসপাতালসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এবং কমিউনিটি ক্লিনিকে সরবরাহ করে থাকে। প্রতি বছরই সরবরাহের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা প্রান্তিক জনগণের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বড় ভূমিকা পালন করে।

মানসম্পন্ন ওষুধ উৎপাদনের লক্ষ্যে আমাদের সকল পণ্য সঠিক ফর্মুলায় এবং আন্তর্জাতিক মাননিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মাধ্যমে ডিজাইন এবং ডেভেলপ করা হয়। পণ্য উন্নয়নের জন্য পণ্যের Trial ব্যাচ উৎপাদন, স্ট্যাবিলিটি স্টাডি, Recipe, Annexure এবং মোড়ক সামগ্রীর Text এবং Design DGDA (ওষুধ প্রশাসন) কর্তৃক অনুমোদন করা হয়। সকল প্রকার Technical ডকুমেন্টস যেমন: মাস্টার ফর্মুলা, স্ট্যান্ডার্ড ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস, স্ট্যান্ডার্ড প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশন, কাঁচামাল ও প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়ালের স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন, সব ধরনের টেস্ট প্রসিডিওর, ব্যাচ ম্যানুফ্যাকচারিং রেকর্ডস (BMR), ব্যাচ প্যাকেজিং রেকর্ডস (BPR), ভেলিডেশন টেস্ট প্রসিডিওর, প্রসেস ভেলিডেশন এবং প্রোডাক্ট মাস্টার ফাইল ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয়। প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট, প্রোডাকশন এবং কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্সের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ইডিসিএল মানসম্পন্ন ওষুধ উৎপাদনে কাজ করে যাচ্ছে।

Therapeutic Class of Drug অনুযায়ী ইডিসিএলের এই পর্যন্ত ৩৫ প্রকার ক্যাটাগরির মোট ২৬৪টি ওষুধ DGDA কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এর মধ্যে ডোজেজ ফর্ম অনুযায়ী ট্যাবলেটের সংখ্যা ১১১টি, ক্যাপসুল ৩৩টি, ড্রাই সিরাপ ১৪টি, ওআরএস/ওরস্যালাইন ৪টি, ওরাল সিরাপ ১০টি, ওরাল সাসপেনশন ৭টি, এক্সটার্নাল লিকুইড ১০টি, এক্সটার্নাল অয়েন্টমেন্ট ৫টি, এক্সটার্নাল ক্রিম ৪টি, স্কিন পাউডার ১টি, ইনজেক্শন ৪৯টি, আইভি ইনফিউশন ৬টি, স্টেরাইল আই ড্রপস ৫টি, স্টেরাইল আই অয়েন্টমেন্ট ৪টি এবং কন্ট্রাসেপটিভ ডিভাইজ (নিরাপদ) ১টি।

সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইডিসিএল ওষুধের মোড়ক সামগ্রী লাল সবুজ রঙের ডিজাইন করা হয়, যাতে সহজে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ওষুধ থেকে আলাদা করা যায়।

ইডিসিএল উৎপাদিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু ওষুধ সম্পর্কে আলোচনা

১। অ্যান্টিবায়োটিক:

ওষুধ ও চিকিৎসার জগতে অ্যান্টিবায়োটিক অতি পরিচিত শব্দ। অ্যান্টিবায়োটিক অনুজীব থেকে প্রস্তুত হয় ও সম্পূর্ণ রাসায়নিক প্রক্রিয়াতেও এই ওষুধ তৈরি হয়ে থাকে। এটি ব্যাকটেরিয়া ও অন্যান্য ধরনের অনুজীবের বিরুদ্ধে কার্যকর।

জীবাণু সহজেই অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে সহনশক্তি গড়ে তুলতে পারে বলে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহারে বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন। সুনির্দিষ্ট রোগ ছাড়াও নিবন্ধিত চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার অনুচিত। এইসব ওষুধ যেমন কার্যকর, তেমনি এদের বিরূপ প্রতিক্রিয়াও অবহেলার নয়।

বর্তমানে ইডিসিএলের বিভিন্ন ডোজেজ ফর্মের ৬৪ টি অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদনের সক্ষমতা আছে।

এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য অ্যান্টিবায়োটিক হলো:

মেরোপেনেম ইনজেকশন্; সেফট্রিয়াক্সোন ইনজেক্শন; সেফটাজিডিম ইনজেক্শন; সেফিউরক্সিম ইনজেক্শন; সেফ্রাডিন ক্যাপসুল; ইনজেক্শন ও ড্রাই সিরাপ; সিপ্রোফ্লক্সাসিন ট্যাবলেট; ড্রাই সিরাপ; আই ড্রপ ও আইভি ইনফিউশন; মেট্রোনিডাজোল ট্যাবলেট; সাসপেনশন এবং আইভি ইনফিউশন; কো-ট্রাইমোক্সাজল ট্যাবলেট এবং সাসপেশন; এজিথ্রোমাইসিন ট্যাবলেট ও ড্রাই সিরাপ; ফ্লুক্লক্সাসিলিন ক্যাপসুল ও ড্রাই সিরাপ; লিভোফ্লক্সাসিন ট্যাবলেট ও আই ড্রপ; পেনিসিলিন ভি ট্যাবলেট ও ড্রাই সিরাপ; ডক্সিসাইক্লিন ক্যাপসুল; অ্যামক্সিসিলিন ক্যাপসুল; ড্রাই সিরাপ ও পেডিয়াট্রিক ড্রপ; ক্লোরামফেনিকল আই ড্রপ; ইথামবিউটল ট্যাবলেট; আইসোনিয়োজিড ট্যাবলেট;

পাইরাজিনামাইড ট্যাবলেট; রিফামপিসিন ক্যাপসুল ইত্যাদি।

২। অ্যান্টিডায়াবেটিক ওষুধ:

ইনসুলিন হলো অগ্নাশয়ের প্রধান হরমোন, যা গ্লুকোজকে রক্ত থেকে কোষের মধ্যে প্রবেশ করা নিয়ন্ত্রণ করে। যখন ইনসুলিন সরবরাহ পরিমাণে অপর্যাপ্ত হয়, তখন ডায়াবেটিস মেলিটাস রোগ দেখা যায়।

ডায়াবেটিক মেলিটাস রোগের যে পর্যায়ে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কমানোর জন্য শুধুমাত্র খাদ্য ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়, তখন সালফোন ইউরিয়া ও বাইগুয়ানিড জাতীয় হাইপোগ্লাইসেমিক ড্রাগ মুখে সেবনে গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়। অগ্নাশয়ের আইলেট সেল যদি একান্তই ইনসুলিন প্রস্তুতে অক্ষম হয়, তখন মুখে খাবার ওষুধ কার্যকর হয় না, সেক্ষেত্রে ইনসুলিন ইনজেক্শন ব্যবহার করা হয়।

ইডিসিএলের ৫টি অ্যান্টিডায়াবেটিক ওষুধ উৎপাদনের সক্ষমতা রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মেটফরমিন ট্যাবলেট ও গ্লিক্লাজাইড ট্যাবলেট।

৩। অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ ওষুধ:

সুস্থতা ও অসুস্থতার মূল্যায়নে শরীরের রক্তচাপ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। রক্তচাপ স্বাভাবিক মাত্রার উপর উঠলে উচ্চ রক্তচাপ হিসেবে ধরা হয়। উচ্চ রক্তচাপ সাধারণত দুই কারণে হয়ে থাকে। প্রাথমিক বা অজ্ঞাত কারণজনিত উচ্চ রক্তচাপ এবং অন্যান্য রোগজনিত উচ্চ রক্তচাপ। এই ক্ষেত্রে চিকিৎসার মূলনীতি হলো ওষুধ ও ব্যবস্থাপনার সাহায্যে রক্তচাপ স্বাভাবিক সীমায় নিয়ন্ত্রিত রাখা।

ইডিসিএল ৭টি অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ ওষুধ উৎপাদনে সক্ষম। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো অ্যামলোডিপিন ট্যাবলেট, অ্যামলোডিপিন এন্ড এটিনোলল ট্যাবলেট ও লোসারটান পটাশিয়াম ট্যাবলেট।

৪। শ্বাসতন্ত্রের প্রদাহরোধী ওষুধ:

শ্বাসতন্ত্রের প্রদাহজনিত রোগ যেমন হাঁপানি হলে শ্বাসনালীতে বায়ু চলাচলে বাধা পাওয়ার কারণে শ্বাসকষ্ট হয়। এই অবস্থায় চিকিৎসা না করলে শ্বসন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়ে হাঁপানি বেড়ে যায়। এ সমস্যা থেকে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করার মতো কোনও ওষুধ এখন পর্যন্ত তৈরি হয়নি, কিন্তু এটিকে সহজেই নিয়ন্ত্রণ করার মতো ওষুধ তৈরি হয়।

ইডিসিএল শ্বাসতন্ত্রের প্রদাহরোধী ৬টি ওষুধ উৎপাদনে সক্ষম। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সালবিউটামল ট্যাবলেট এন্ড সিরাপ; মন্টিলুকাস্ট ট্যাবলেট; অ্যামিনোফাইলিন ট্যাবলেট ইত্যাদি।

৫। এনালজেসিক, এন্টিপাইরেটিক ও ননস্টেরয়ডাল প্রদাহরোধী ওষুধ:

যে সকল ওষুধ দেহে ব্যথার উপশম ঘটায় সেগুলো এনালজেসিক বা বেদনানাশক হিসেবে পরিচিত। কোনো কোনো বেদনানাশক একই সাথে জ্বর উপশমের গুণসম্পন্ন বিধায় এইগুলোকে এনালজেসিক এন্টিপাইরেটিক বেদনানাশক উপশমক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই শ্রেণির ওষুধের প্রদাহবিরোধী রিউমেটিজম বা বাতবিরোধী ক্রিয়াও রয়েছে। সেইজন্য এইগুলোকে প্রদাহবিরোধী (এন্টিইনফ্লামেটরি) ও বাত নিরোধক ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

ইডিসিএলে বর্তমানে মোট ৪টি এনালজেসিক ও এন্টিপাইরেটিক ওষুধ এবং ১১টি ননস্টেরয়ডাল প্রদাহবিরোধী ওষুধ উৎপাদনের সক্ষমতা রয়েছে।

এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ওষুধগুলো হলো প্যারাসিটামল ট্যাবলেট ও সাসপেনশন; ডাইক্লোফেনাক ট্যাবলেট ও ইনজেক্শন; কিটোরোলাক ট্যাবলেট ও ইনজেক্শন; আইবুপ্রোফেন ট্যাবলেট, ন্যাপ্রোক্সেন ট্যাবলেট; ইনডোমিথাসিন ক্যাপসুল ও এসিক্লোফেনাক ট্যাবলেট।

৬। প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর জাতীয় ওষুধ:

প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর জাতীয় ওষুধ পাকস্থলীর শ্লেষ্মিক ঝিল্লীর এনজাইমের কর্ম প্রক্রিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করে এসিড নিঃসরণ প্রতিহত করে। পাকস্থলীর এসিড নিঃসরণ হ্রাসে কার্যকর হওয়ায় সক্রিয় ডিওডেনাল আলসার, খাদ্যনালীর ক্ষয় এবং জোলিনজার এলিসন সিনড্রোমে সফলতার সঙ্গে ব্যবহার করা হয়।

ইডিসিএল বর্তমানে ৮টি প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর জাতীয় ওষুধ উৎপাদন করছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ওমেপ্রাজল ক্যাপসুল ও ইনজেক্শন; ইসোমিপ্রাজল ক্যাপসুল ও ইনজেক্শন; প্যান্টোপ্রাজল ট্যাবলেট।

৭। ত্বক ও মিউকাস ম্যামব্রেন সংক্রান্ত ওষুধ:

ত্বক ও মিউকাস ম্যামব্রেন সংক্রান্ত ওষুধগুলোর মধ্যে কিছু ওষুধ ত্বক, নখ ও চুলে বিভিন্ন প্রকার ছত্রাকের আক্রমণ প্রতিরোধে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া কিছু ওষুধ জীবাণুনাশক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ইডিসিএল বর্তমানে এই জাতীয় ১৮টি ওষুধ উৎপাদনে সক্ষম। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বেনজাইল বেনজোয়েট এপ্লিকেশন, ক্লোরহেক্সিডিন ও সেট্রিমাইড সলুশ্যন, কম্পাউন্ড বেনজোয়িক এসিড, জেনশন ভায়োলেট টপিক্যাল সলুশ্যন, অ্যান্টিসেপটিক হ্যান্ডরাব সলুশ্যন ইত্যাদি।

৮। অ্যান্টিহিস্টামিন জাতীয় ওষুধ:
অ্যান্টিহিসটামিন জাতীয় ওষুধ হিস্টামিনের ক্রিয়া বন্ধ করে দেহে হিস্টামিনের প্রভাব তৈরি প্রতিক্রিয়া হ্রাস করতে সক্ষম। এই ওষুধগুলো প্রধানত বিভিন্ন প্রকার এলার্জিক ও সংশ্লিষ্ট প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ লাঘব বা উপশমের জন্য ব্যবহৃত হয়। এছাড়া ভ্রমণ বা গতিজনিত পীড়ায় বমি বা অনিদ্রায়ও এই ওষুধ ব্যবহৃত হয়।
ইডিসিএল ৭টি অ্যান্টিহিস্টামিন জাতীয় ওষুধ উৎপাদনে সক্ষম। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ওষুধগুলো হলো ক্লোরফেনিরামিন ট্যাবলেট ও সিরাপ, সেটিরিজিন ট্যাবলেট ও সিরাপ, ফেক্সোফেনাডিন ট্যাবলেট ইত্যাদি।

৯। ভিটামিন:
আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় শর্করা, চর্বি, আমিষ, সল্ট ছাড়াও ভিটামিন জাতীয় কিছু অপরিহার্য উপাদান দেহের অভ্যন্তরে বিপাক প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজন হয়। অধিকাংশ ভিটামিন মানুষের দেহে তৈরি হয় না। তাই উদ্ভিদ ও পশু-পাখির দেহে তৈরি ভিটামিন ও ভিটামিনের পূর্ববর্তী উপাদান প্রোভিটামিন খাদ্যদ্রব্যের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হয়। কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত ভিটামিনও বহুলাংশে এই প্রয়োজন পূরণ করে থাকে। পুষ্টি ও বিপাক ক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় এক বা একাধিক ভিটামিনের অভাবজনিত রোগ বা লক্ষণ প্রতিরোধ বা নিরাময়ের উদ্দেশ্যে দেহে ভিটামিন গ্রহণের প্রয়োজন হয়।

১০। জন্মনিরোধক:
জনবহুল ও তৃতীয় বিশ্বের দেশ হিসেবে বাংলাদেশে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। পুরুষের জন্য উপযোগী জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মধ্যে কনডম জনপ্রিয় একটি ব্যবস্থা। কনডম ব্যবহারের ফলে মারাত্মক যৌনরোগ ও ঘাতক ব্যাধি এইড্‌সের সংক্রমণ থেকে রেহাই পাওয়া যায়।
ইডিসিএল বর্তমানে দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক মানের কনডম (নিরাপদ) তৈরি করে থাকে।
এছাড়া গোপালগঞ্জের নতুন কারখানায় জন্ম নিরোধক পিল ও ইনজেক্শন তৈরি শীঘ্রই শুরু হবে, যার দ্বারা অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করে বিদেশেও রপ্তানি করা সম্ভব হবে।

১১। ইলেকট্রোলাইট ও বডি ফ্লুইড:
আমাদের দেহের জলীয় অংশ ও সেই সঙ্গে খনিজ পদার্থ শরীরতাত্ত্বিক কার্যসম্পাদনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জলীয় অংশের মধ্যে সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ক্লোরাইড, বাইকার্বোনেট ও ফসফেট আয়ন প্রধান ইলেকট্রোলাইট হিসেবে এবং গ্লুকোজ ও ইউরিয়া নন ইলেকট্রোলাইট হিসেবে দ্রবণীয় থাকে। দেহে জলীয় অংশ ও ইলেকট্রোলাইটের পরিমাণের পরিবর্তন শরীরের সুস্থ পরিচালনা ও জৈবিক কর্মসম্পাদন ব্যাহত করে। রোগ অথবা কোনো চিকিৎসায় পরোক্ষ কারণে বা ওষুধ প্রয়োগের প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেহরস ও ইলেকট্রোলাইটের স্বাভাবিক মানের পরিবর্তন হয়। লবণ পানির হ্রাস বিপদসীমায় পৌঁছালে ইন্ট্রাভেনাস স্যালাইনে এর অভাব পূরণের জন্য জরুরি ভিত্তিক চিকিৎসা দেয়া হয়। ইডিসিএল বর্তমানে ১৩ প্রকারের ইন্ট্রাভেনাস ফ্লুইড বাংলাদেশের বিভিন্ন কোম্পানি থেকে সংগ্রহ করে সরকারি হাসপাতালগুলোতে সরবরাহ করছে।

বহুদূরের গ্রাম

মনটা আমার যায় হারিয়ে
বহু দূরের গাঁয়ে
রাখাল যেথায় বাজায় বাঁশি
শ্যামল বটের ছায়ে।
যেথায় ঝিলে শাপলা পদ্ম,
কলমি, শালুক ফোটে,
মনটা আমার বারে-বারে
সে গাঁয়েতে ছুটে।

কৃষক যেথায় মাঠের পরে
নানান ফসল বোনে,
হারায় সে গাঁয়ে মনটা আমার
সেই ফসলের ঘ্রাণে।
যেথায় মেঘের সাদা ভেলায়
বেড়াই ভেসে ভেসে,
মনটা আমার সেই গাঁয়েতে
হারায় অবশেষে।

মু. মেছবাহ উদ্দিন খান
কনিষ্ঠ ভাণ্ডার কর্মকর্তা

অতিশীঘ্রই গোপালগঞ্জের ইডিসিএল আইভি ফ্লুইড কারখানা থেকে ওষুধগুলোর উৎপাদন ও সরবরাহ শুরু হবে।
ইডিসিএল উৎপাদিত ওআরএস এবং ওরস্যালাইন তীব্র ডায়রিয়ার চিকিৎসার জন্য ফ্লুইড এবং ইলেকট্রোলাইট প্রতিস্থাপক হিসেবে রোগীর দেহের রিহাইড্রেশন প্রতিরোধে বিশেষ কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

১২। অন্যান্য ওষুধ:
ইডিসিএল এ ছাড়াও Adrenergic, Anesthetics, Antacid, Anthelminitics, anticholoinergic, Antiemetic, antifungal, Antimalarial, Antikalazor, Antiplatelate, Antiviral, Diuretics, Anemia & other Blood disorder, Epilepsy, Hypnotics, Sedative & Anxiolytic, Lipid lowering, Metals, Salts, Minerals and Calcium preparation, Opioid analgesics, Steroidal anti-inflammatory, Water for Injection, Electrolytes, Blood Volume Restorers and Caloric Agents গ্রুপের বিভিন্ন অত্যাবশকীয় ওষুধ তৈরি করে বিভিন্ন সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করে থাকে।
এছাড়া পণ্য উন্নয়ন বিভাগ বর্তমানে প্রায় ১০০টি নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করছে, যা অতি শীঘ্রই উৎপাদন সম্ভব হবে। এতে বাংলাদেশের সরকারি হাসপাতালগুলোর ১০০% ওষুধের চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে।

নিম্নে DGDA কর্তৃক অনুমোদিত ইডিসিএল উৎপাদিত বর্তমান ওষুধগুলোর তালিকা সন্নিবেশিত করা হলো:

THERAPEUTIC CLASS WISE TOTAL PRODUCT LIST OF EDCL

Sl. No.	Therapeutic Class	Name of the Products
01	Adrenergic	01. Ephedrine Hydrochloride Tablet 15 mg 02. Ephedrine Hydrochloride Tablet 30 mg 03. Adrenaline Injection 1 mg / ml
02	Anaesthetics	01. Lidocaine Injection 1% w/v, 50 ml 02. Lidocaine Injection 2% w/v, 50 ml 03. Lidocaine Injection 1% w/v, 2 ml /3.5 ml 04. Lignocaine Injection 1% w/v, 2 ml 05. Lignocaine Injection 2% w/v, 2 ml
03	Analgesics and Antipyretics	01. Paracetamol Tablet 500 mg 02. Paracetamol Syrup 120mg/5ml 03. Paracetamol Suspension 120 mg / 5 ml 04. Paracetamol Elixir 120 mg/ 5 ml
04	Antacid, Adsorbent	01. Antacid Tablet (Chewable) (With Magnesium Hydroxide) 02. Antacid Tablet (Chewable) (With Magnesium Trisilicate) 03. Aluminium Hydroxide Tablet (Chewable)
05	Anthelmintics including schistosomiasis and filaricides	01. Levamisole Tablet 40 mg 02. Diethylcarbamazine Tablet 50 mg 03. Diethylcarbamazine Tablet 100 mg 04. Mebendazole Tablet 100 mg 05. Levamisole Syrup 40 mg/5ml 06. Mebendazole Suspension 100 mg/5 ml 07. Albendazole Tablet 400 mg (Chewable) 08. Mebendazole Tablet 500 mg 09. Albendazole Tablet 200 mg (Chewable) 10. Albendazole Suspension 200 mg/5 ml 11. Albendazole Dispersible Tablet 400 mg
06	Anticholinergic	01. Hyoscine Butylbromide Tablet 10 mg 02. Drotaverine Tablet 40 mg 03. Hyoscine Butylbromide Injection 20 mg/ml 04. Atropine Injection 0.6 mg/ml 05. Atropine Injection 1 mg / ml
07	Antidiabetes	01. Glimepiride Tablet 2 mg 02. Gliclazide Tablet 80 mg 03. Glibenclamide Tablet 5 mg 04. Metformin Tablet 500 mg (Film Coated) 05. Metformin Tablet 850 mg (Film Coated)

Sl. No.	Therapeutic Class	Name of the Products
08	Antiemetic	01. Domperidone Tablet 10 mg 02. Metoclopramide Tablet 10 mg 03. Ondansetron Injection 2 mg / ml
09	Antifungal agent	01. Griseofulvin Tablet 500 mg 02. Fluconazole Capsule 50 mg 03. Fluconazole Capsule 150 mg 04. Fluconazole Oral Suspension 50 mg/ 5 ml
10	Antihistamine	01. Chlorpheniramine Tablet 4 mg 02. Cetirizine Tablet 10 mg 03. Cetirizine Syrup 5 mg / 5 ml 04. Loratadine Tablet 10 mg 05. Chlorpheniramine Syrup 2 mg/5ml 06. Fexofenadine Hydrochloride tablet 60 mg 07. Fexofenadine Hydrochloride tablet 120 mg
11	Antihypertensive	01. Amlodipine Tablet 5 mg 02. Amlodipine Tablet 10 mg 03. Methyldopa Capsule 250 mg 04. Propranolol Tablet 10 mg 05. Propranolol Tablet 40 mg 06. Amlodipine And Atenolol Tablet (5 mg + 50 mg) 07. Losartan Potassium Tablet 50 mg
12	Anti-infective	01. Nalidixic Acid Tablet 500 mg 02. Nalidixic Acid Suspension 300 mg/5 ml 03. Co-trimoxazole Tablet 480 mg 04. Co-trimoxazole Suspension 240 mg/ 5ml 05. Amoxicillin Capsule 250 mg 06. Amoxicillin Dry Syrup 125 mg/ 5 ml 07. Amoxicillin Capsule 500 mg 08. Amoxicillin Drop (Paediatric) [Powder for Oral Suspension]125 mg/1.25 ml 09. Doxycycline Capsule 100 mg 10. Co-trimoxazole Tablet 120 mg 11. Erythromycin Tablet 250 mg 12. Erythromycin Dry Syrup 125 mg/ 5ml 13. Gentamicin Injection 40 mg/ml 14. Ciprofloxacin Intravenous Infusion 2 mg/ml 15. Ciprofloxacin Tablet 250 mg 16. Ciprofloxacin Tablet 500 mg 17. Dispersible Co-Trimoxazole Tablet 120 mg 18. Gentamicin Injection (Paediatric) 10 mg/ml 19. Co-Trimoxazole Suspension 120 mg / 5 ml

Sl. No.	Therapeutic Class	Name of the Products
		46. Cefpodoxime Oral Suspension, 40mg/5 ml 47. Cefalexin Capsule 250 mg 48. Cefalexin Capsule 500 mg 49. Cefalexin Dry Syrup, 125 mg/5 ml 50. Cefixime Oral Suspension, 100 mg/5 ml 51. Cefixime Capsule 200 mg 52. Cefixime Capsule 400 mg 53. Cloxacillin Capsule 500 mg 54. Cloxacillin Dry Syrup, 125 mg/ 5 ml 55. Phenoxymethylpenicillin (Penicillin-V) Tablet 250 mg 56. Phenoxymethylpenicillin (Penicillin-V) Dry Syrup, 125 mg/ 5 ml 57. Ceftriaxone Injection 250 mg / Vial; IV Injection 58. Ceftriaxone Injection 250 mg / Vial; IM Injection 59. Ceftriaxone Injection 500 mg / Vial; IM Injection 60. Ceftriaxone Injection 500 mg / Vial; IV Injection 61. Ceftriaxone Injection 1.0 g / Vial; IM Injection 62. Ceftriaxone Injection 1.0 g / Vial; IV Injection 63. Ceftriaxone Injection 2.0 g / Vial; IV Injection 64. Cefotaxime Injection 250 mg / Vial; IM / IV Injection 65. Cefotaxime Injection 500 mg / Vial; IM / IV Injection 66. Cefotaxime Injection 1.0 g / Vial; IM / IV Injection 67. Ceftazidime Injection 250 mg / Vial; IM / IV Injection 68. Ceftazidime Injection 500 mg / Vial; IM / IV Injection 69. Ceftazidime Injection 1.0 g / Vial; IM / IV Injection 70. Cefuroxime Injection 750 mg / Vial; IM / IV Injection 71. Cefuroxime Injection 1.5 g / Vial; IV Injection 72. Cephradine injection 1.0 g / Vial; IM / IV Injection 73. Cephradine Injection 250 mg / Vial; IM / IV Injection 74. Cephradine Injection 500 mg / Vial; IM / IV Injection 75. Meropenem Injection 500 mg / Vial; IV Injection 76. Meropenem Injection 1.0 g / Vial; Injection 77. Sulfadimidine Tablet 500 mg
13	Antimalarial / Antikalazor	01. Chloroquine Phosphate Syrup 50 mg /5 ml 02. Chloroquine Phosphate Tablet 250 mg 03. Mefloquine Hydrochloride Tablet 250 mg 04. Sodium Stibogluconate Injection 100 mg of pentavalent antimony/ml 05. Sulfadoxine And Pyrimethamine Tablet (500 mg + 25 mg) 06. Hydroxychloroquine Tablet 200 mg
14	Antiplatelete	01. Aspirin Tablet 300 mg

Sl. No.	Therapeutic Class	Name of the Products
15	Antiprotozoal	01. Metronidazole Tablet 400 mg 02. Metronidazole Tablet 200 mg 03. Metronidazole Tablet 250 mg 04. Metronidazole Suspension 200 mg/ 5 ml 05. Metronidazole Intravenous Infusion 5 mg/ml
16	Antitubercular and Antileprotic	01. Ethambutol Tablet 400 mg 02. Isoniazid And Thiacetazone Tablet (300 mg + 150 mg) 03. Isoniazid Tablet 100 mg 04. Isoniazid Tablet 300 mg 05. Pyrazinamide Tablet 500 mg 06. Dapsone Tablet 100 mg 07. Rifampicin Capsule 150 mg 08. Rifampicin Capsule 450 mg 09. Rifampicin + Isoniazid Capsule (150 mg + 100 mg) 10. Rifampicin + Isoniazid Capsule (300 mg + 150 mg) 11. Isoniazid And Thiacetazone Tablet (100 mg + 50 mg)
17	Antiviral	01. Oseltamivir Capsule 75 mg 02. Oseltamivir Dry Syrup 12 mg / ml 03. Lamivudine Tablet 150 mg 04. Lamivudine And Zidovudine Tablet (150 mg + 300 mg) 05. Lamivudine Syrup 50 mg / 5 ml 06. Zidovudine Syrup 50 mg / 5 ml
18	Diuretics	01. Frusemide Tablet 40 mg 02. Frusemide Injection 10 mg/ml
19	Drug used in bronchial asthma & COPD	01. Salbutamol Syrup 2 mg/5 ml 02. Salbutamol Tablet 2 mg 03. Salbutamol Tablet 4 mg 04. Aminophylline Tablet 100 mg 05. Montelukast Tablet 10 mg (Film Coated) 06. Montelukast Tablet 5 mg (Chewable)
20	Drug used in Anemia and other Blood Disorder	01. Ferrous Fumarate And Folic Acid Tablet (183 mg + 0.25 mg) 02. Ferrous Fumarate With Folic Acid Tablet (200 mg + 0.20 mg) 03. Folic Acid Tablet 5 mg 04. Ferrous Fumarate And Folic Acid Tablet (200 mg + 0.40 mg) 05. Carbonyl Iron,Folic Acid & Zinc Capsule (50 mg+0.5 mg+61.8 mg)
21	Drug used in Epilepsy	01. Phenobarbitone Tablet 30 mg
22	Drug used in obstratics and Genitourinary disease	01. Ergometrine Tablet 0.20 mg 02. Methylergometrine Maleate (Methylergonovine Maleate) Tablet0.125 mg 03. Methylergometrine Maleate (Methylergonovine Maleate) Injection 0.2 mg/ml

Sl. No.	Therapeutic Class	Name of the Products
23	Eye Preparations	01. Chloramphenicol Eye/Ear Ointment 1% w/w 02. Chloramphenicol Eye/Ear Drop 0.5% w/v 03. Neomycin Sulphate And Bacitracin Zinc Eye Ointment (Neomycin Sulphate 0.5% and Bacitracin Zinc 0.675%) 04. Neomycin Eye Ointment 0.5% 05. Dexamethasone Eye Drops 0.1% w/v 06. Ciprofloxacin Eye Drops 0.3% w/v 07. Gentamicin Eye Drops 0.3% w/v 08. Levofloxacin Eye Drop 0.5% W/V 09. Tetracycline Eye/Ear Ointment 1% w/w
24	Hypnotics, sedatives & Anxiolytic	01. Diazepam Tablet 5 mg 02. Clobazam Tablet 10 mg 03. Diazepam Injection 5 mg/ml 04. Bromazepam Tablet 3 mg
25	Lipid Lowering	01. Atorvastatin Calcium Tablet 10 mg (Film Coated) 02. Atorvastatin Calcium Tablet 20 mg (Film Coated)
26	Metals, Salts, Minerals and Calcium Preparations	01. Calcium Lactate Tablet 300 mg 02. Zinc Sulfate Syrup 10 mg Elemental Zinc / 5 ml 03. Zinc Dispersible Tablet 20 mg 04. Calcium Tablet 500 mg 05. Calcium And Vitamin D Tablet (500 mg + 200 IU) 06. Calcium Carbonate Tablet 250 mg (Elemental Calcium)
27	Nonsteroidal antiinflammatory and drugs used in arthritis	01 Indomethacin Capsule 25 mg 02. Diclofenac Sustained Release Tablet 100 mg 03. Ibuprofen Tablet 200 mg (Film Coated) 04. Naproxen Tablet 250 mg 05. Naproxen Tablet 500 mg 06. Ketorolac Tromethamine Tablet 10 mg 07. Diclofenac Injection 25 mg/ml 08. Ketorolac Tromethamine Injection 30 mg/ 1 ml IM/IV Inj. 09. Diclofenac Tablet 50 mg 10. Ibuprofen Tablet 400 mg 11. Aceclofenace Tablet 100 mg
28	Opioid Analgesics	01. Morphine Sulfate Injection 15 mg / ml 02. Morphine Tablet 15 mg 03. Pethidine Injection 50 mg/ ml 04. Pethidine Injection 50 mg/ml 05. Pethidine Injection 25 mg / ml 06. Tramadol Injection 50 mg / ml

Sl. No.	Therapeutic Class	Name of the Products
29	Proton Pump inhibitor	01. Omeprazole Capsule 20 mg 02. Omeprazole Capsule 40 mg 03. Esomeprazole Capsule 20 mg 04. Esomeprazole Capsule 40 mg 05. Omeprazole Injection 40 mg / Vial; IV Injection 06. Esomeprazole Injection 40 mg / Vial; IV Injection 07. Pantoprazole Tablet 20 mg 08. Pantoprazole Tablet 40 mg
30	Skin and Mucous Membrane Preparations	01. Benzyl Benzoate Application 25% w/v 02. Chlorhexidine With Cetrimide Solution 03. Compound Benzoic Acid Ointment 04. Saponated Benzyl Benzoate Concentrated 90% v/v 05. Chlorhexidine With Cetrimide Solution (Domestic Use) 06. Gentian Violet Topical Solution 1% w/v 07. Povidone- Iodine Topical Solution 10% w/v 08. Antiseptic Handrub Solution 09. Permethirin Cream 5% w/w 10. Neomycin And Bacitracin Ointment (Neomycin Sulphate 0.5 g & Bacitracin Zinc 50,000 I.U/100 g) 11. Clotrimazole Cream 1% 12. Gentamicin Ointment 0.1% w/w 13. Gentamicin Cream 0.3% w/w 14. Gentian Violet Powder 15. Gentian Violet Topical Solution 2% w/v 16. Chlorhexidine Gluconate Solution 0.5% w/v 17. Salicylic Acid (20%) + Urea (10%) Ointment 18. Chlorhexidine Gluconate Solution 7.1%
31	Steroidal anti inflammatory	01. Dexamethasone sodium phosphate injection 5 mg/ml
32	Other Classification	01. Halazone Tablet 15 mg 02. Methadone Syrup 5 mg / ml 03. Misoprostol Tablet 200 mcg
33	Vitamins and Combinations	01. Vitamin B-Complex Tablet 02. Vitamin B_1 Tablet 100 mg 03. Retinol (Vitamin A 200000 IU) Soft Gel Capsule 04. Pyridoxine Tablet 20 mg 05. Vitamin B-Complex Tablet 06. Riboflavin Tablet 5 mg 07. Vitamin C Tablet 250 mg
34	Contraceptives (including devices)	01. Nirapad

Sl. No.	Therapeutic Class	Name of the Products
35	Water for Injection, Electrolytes, Blood Volume Restorers and Caloric Agents	01. ORSaline-N ½ Litre 02. Orsaline Fruity 250 ml 03. Potassium Chloride Tablet 600 mg 04. Magnesium Sulphate Injection 2.46 g / 5 ml 05. Sodium Chloride Injection 0.9% w/v, 5 ml/ 10 ml 06. Oral Rehydration Salts (ORS) ½ Litre 07. Oral Rehydration Salts (ORS) 1 Litre 08. Water For Injection 5 ml , 10 ml

মোহাম্মদ নুরুর রহমান পাটওয়ারী
উপ-মহাব্যবস্থাপক, প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট বিভাগ
ইডিসিএল, ঢাকা।

আজব তাজ্জব

আজব নামের জগতে আছে
তাজ্জব তাজ্জব খেলা
বটতলাতে মরুভূমি আর
বাড়ির ছাদে মেলা।

হরিণের পাল করলে ধাওয়া
ভয়ে মরে বাঘ
কুনো ব্যাঙের ধাওয়া খেয়ে
সোজা চলে সাপ।

টিকটিকি আজ সাজলো কুমির
কোকিল হলো কাক
দাঁড় কাকেরই ডাকেতে আজ
পাই না কোনও হাঁক।

গাধা চলে ঘোড়ার বেগে
বলদ নিয়ে কাঁধে
ওদের ঘাড়েই রাজ্যের ভার
গাধীরা সব রাধে।

ঠাকুরমশায় দেয় না পূজা
মর্ডান হতে চায়
উলুধ্বনি দিলে কি আর
মডার্ন হওয়া যায়?

মোল্লারা সব ভাগে ভাগে
বুলায় ধর্মের বুলি
ওঁৎপেতে বসে থাকে
নিয়ে ধর্মের গুলি।

সমাজ সংসার মানে নাকো
নেইকো জাতপাত
কী হবে কী ভেবেই চলি
ভাল্লাগে না ধ্যাৎ!

মো. খায়রুল বাশার
কনিষ্ঠ হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা,
ইডিসিএল।

দাও ফিরে সে অরণ্য

ছুটির দিন। একটু দেরিতে ঘুম থেকে উঠলাম। হেমন্তের হালকা শীতের আমেজে বিছানা ছাড়তে ইচ্ছে হচ্ছিলো না। কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করে বিছানাতে শুয়েই টিভি অন করলাম। রিমোটের বোতাম টিপতে টিপতে এক চ্যানেল থেকে ভেসে এলো চমৎকার স্মৃতি জাগানিয়া এক দেশাত্ববোধক গান- 'একবার যেতে দে না, আমার ছোট্ট সোনার গাঁয়...'। গানের কথাগুলো মন ছুঁয়ে গেল। কখন যে হারিয়ে গেলাম শৈশব-কৈশোরের স্মৃতি মাখা ছোট্ট সোনার গাঁয়ে বুঝতে পারিনি। সেই দিনগুলোতে যে দিনগুলো স্মৃতির ভাঁজে ভাঁজে আজও অম্লান।

ছোটবেলা থেকেই প্রকৃতি আমার ভালো লাগে। গ্রাম বাংলার সবুজ শ্যামল প্রকৃতির অপরূপ শোভা সর্বদা আমাকে আকৃষ্ট করে। বাবার চাকরিসূত্রে শহুরে পরিবেশে বড় হলেও প্রতি বছর বার্ষিক পরীক্ষার পর ডিসেম্বর মাসের প্রায় পুরোটাই কাটাতাম গ্রামের বাড়িতে। তখনকার গ্রামে ছিল না বিদ্যুতের আলো, চার্জার কিংবা সৌরবাতির ব্যবহার। সূর্যাস্তের সাথে সাথে চারদিকে নেমে আসতো ভূতুড়ে সন্ধ্যা। তখন বাড়িতে বাড়িতে হারিকেন বা কুপির আলো মিটিমিটি করে জ্বলতো। কখনও বা দীঘির পাড়ে জোছনা রাতের স্নিগ্ধ আলোয় উপভোগ করতাম রূপালি চাঁদের সৌন্দর্য আর মায়াবী রাতের নিরবতা ভেঙে দূর থেকে ভেসে আসতো শিয়ালের ডাক। ভোরে ঘুম ভাঙতো হাজারো পাখির কলরবে। শৈশব-কৈশোর জীবনের এক বিরাট অংশ জুড়ে আছে সেইসব সোনালি দিনগুলো, যা আমার কাছে আজও ঐশ্বর্য্যময় দুর্লভ স্মৃতি।

সময়ের ভেলায় ভাসতে ভাসতে জীবনের অর্ধশতক পার করেছি। সময়ের অবিশ্রান্ত ধারায় যতই সামনে এগিয়েছি, সেই চিরচেনা প্রকৃতির শ্যামল ছোঁয়া থেকে একটু একটু করে দূরে সরে এসেছি। চারদিকে ক্রমান্বয়ে বিস্তৃতি ঘটেছে শহরের আর বিদায় নিয়েছে প্রকৃতির স্নিগ্ধতা-সজীবতা। কয়েক যুগ আগেও আমাদের চারপাশে ছিল সবুজে ভরা পরিপাটি এক প্রকৃতি। মাঠে মাঠে দেশি ধানের জাত, পাট, রবিশস্যের সেকি বাহার! গাছে গাছে ফুল-ফলের কোনও কমতি ছিল না। নদীতে ছিল স্বচ্ছ পানির ধারা। বাতাস ছিল নির্মল। চারদিকে ছিল সজীবতা।

আজ সভ্যতার চাকায় পিষ্ট হয়ে, আধুনিকতার জয়গানে বায়ুদূষণ, পানিদূষণ, মাটিদূষণ, শব্দদূষণের বিষে বিষাক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ। নাগরিক সভ্যতা কেড়ে নিয়েছে চির সবুজ পৃথিবীর স্নিগ্ধ জীবন। পল্লী কবির নকশী কাঁথার মাঠ, জীবনানন্দের রূপসী বাংলা কিংবা বিশ্বকবির সোনার বাংলায় হৃদয় ছোঁয়া প্রকৃতির মর্মস্পর্শী চিত্র আজ ইট পাথরের শহুরে জীবনে শুধুই কল্পনা বিলাস। তাই, খুব মনে পড়ে আমার শৈশব-কৈশোরের সোনালি স্মৃতি মোড়ানো 'ছোট্ট সোনার গাঁ'। কর্মচঞ্চল জীবনের নির্জনে খুঁজে ফিরি সেই জোছনারাতের মায়াবী প্রকৃতি, 'যেখানে জোনাকির ডানায় চড়ে সন্ধ্যা আসে/ যেখানে বাঁশবাগানের ভূতুড়ে শব্দে রাত নামে।'

যে প্রকৃতিকে আমরা গলা টিপে হত্যা করছি, সেই প্রকৃতির সাথেই মানুষের সখ্যতা গড়ে উঠেছিল সৃষ্টির ঊষালগ্ন থেকে। আরণ্যক জীবন থেকে মানুষ আর প্রকৃতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। জন্মের পর থেকে প্রকৃতির সাথে সখ্যতা গড়ে ওঠে আমাদের। খাবার জোগায় প্রকৃতি, রোগে ওষুধ দেয় প্রকৃতি, মাথা গোঁজার ঠাঁই দেয় প্রকৃতি, মনের প্রশান্তি দেয় প্রকৃতি। মানুষকে তাই বলা হয় প্রকৃতির সন্তান। মায়ের মতো আঁচল দিয়ে আগলে রেখেছে এই প্রকৃতি। আর প্রতিদানে বিষ দিয়ে প্রতিনিয়ত আমরা সেই মাকে হত্যা করে চলেছি।

প্রকৃতির এই ভয়াবহ পরিণতির জন্য আমরাই দায়ী। দায়ী আমাদের অপরিকল্পিত পরিকল্পনা, স্বার্থপরতা, অচেতনতা, অর্থলিপ্সা...। আমি দেখেছি, নতুন কারখানা স্থাপনের প্রকল্প প্রস্তাবে ETP, STP, Incineration, Landscaping, Arboriculture, Rain Water Harvesting ইত্যাদি পরিবেশবান্ধব বিষয়াবলি উল্লেখ করা হলেও কারখানা নির্মাণ শেষে এগুলোর সঠিক বাস্তবায়ন হয় না। এর ফলে ক্রমান্বয়ে বিপর্যস্ত হচ্ছে সবুজ প্রকৃতির সজীব পরিবেশ। বিপন্ন পরিবেশের এই মরণ ছোবল থেকে প্রকৃতিকে রক্ষা করা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ ও সুন্দর বাসস্থান নিশ্চিত করার দায়িত্ব আমাদের।

আমরা শহরের কলেবর বৃদ্ধি করছি, নতুন নতুন শিল্প কারখানা স্থাপন করছি প্রকৃতির কথা বিবেচনা না করেই। ইটের পর ইট গেঁথে শুধু দালান কোঠাই নির্মাণ করছি, প্রকৃতির স্থান কোথায় হবে একটুও ভাবছি না। আজ শুধু ঢাকা শহরেই না, মফস্বল শহরেও প্রাণভরে নির্মল সজীব বাতাস নেয়ার জায়গা ফুরিয়ে আসছে। নাগরিক সভ্যতা কেড়ে নিয়েছে আমার 'ছোট্ট সোনার গাঁ'র লালিত সেই স্নিগ্ধ জীবনকে। এই যান্ত্রিক নগরে আধুনিক জীবনের সকল সুযোগ-সুবিধা থাকলেও নেই প্রাণের উচ্ছ্বাস, নেই সবুজের স্পর্শ। যান্ত্রিকতায় আবদ্ধ মানুষ আজ হারিয়ে ফেলেছে জীবনের সৌন্দর্য, ভুলে গেছে প্রকৃতির শ্যামল ছোঁয়া। তাই, কবি গুরুর সেই উদাত্ত আহ্বান খুব মনে পড়ে–

'দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর,
লও যত লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর।'

বি, এম, রশিদুজ্জামান
উপ-মহাব্যবস্থাপক (প্রকৌশল)

ইডিসিএলে প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহি ও স্বচ্ছতার চর্চায় এপিএ চুক্তির বাস্তবায়ন

প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহি ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর করেছে এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানি লিমিটেড (ইডিসিএল)। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় এপিএ কার্যক্রম চালু করা হয়। সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান ও সমাজকে দুর্নীতিমুক্ত করে সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তোলাই এ চুক্তির উদ্দেশ্য।

প্রথম পর্যায়ে ২০১৫ সালের ৯ মার্চ মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ৪৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ এপিএ স্বাক্ষর করে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব মহোদয়ের সঙ্গে ইডিসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের ২০২০-২১, ২০২১-২২ এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরের এপিএ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

ইডিসিএলের রূপকল্প: মানসম্মত ও কার্যকর ওষুধ উৎপাদন করে সাশ্রয়ী মূল্যে ওষুধ ও জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী সরবরাহ নিশ্চিত করে স্বাস্থ্যসেবায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখা।

অভিলক্ষ্য: সিজিএমপি নীতিমালা অনুসরণ করে সক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানসম্মত ওষুধ উৎপাদন করে জনসাধারণের জন্য সরবরাহ নিশ্চিত করা।

কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র ও অর্জন: এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালকেরর গতিশীল নেতৃত্ব, পদক্ষেপ, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, সততা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে ইডিসিএলের উৎপাদন কার্যক্রম দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। মানিকগঞ্জে ইডিসিএলের নতুন একটি প্লান্ট জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (একনেক) অনুমোদনের মাধ্যমে ২ হাজার কোটি টাকার কার্যক্রম চলমান রয়েছে, যা ইডিসিএলের ইতিহাসে যুগান্তকারী উন্নয়নের জোয়ার সৃষ্টি করেছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে প্রায় ১০০০ কোটি টাকার ওষুধ উৎপাদনসহ ১০৩৩ (এক হাজার তেত্রিশ) কোটি টাকা বিক্রয় সম্ভব হয়েছে, যার মাধ্যমে ইডিসিএলের ইতিহাসে সফলতার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। ভবিষ্যতে এই সফলতা অব্যাহত থাকবে বলে আমরা আশাবাদী।

গোপালগঞ্জে পেনিসিলিন জাতীয় ওষুধ উৎপাদনের জন্য সিজিএমপি নীতিমালা অনুযায়ী উৎপাদন ইউনিট তৈরি করে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করা হয়েছে। বগুড়ায় সেফালোস্পোরিন প্লান্ট চালু করা হয়েছে। সরকারের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে সহায়তা করার লক্ষ্যে খুলনা এসেনসিয়াল ল্যাটেক্স প্লান্টে জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী কনডমের উৎপাদন কার্যক্রম চালু রয়েছে। বিগত ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ অর্থ বছরে যথাক্রমে মোট ৮৬১.৩১ কোটি টাকা উৎপাদন ও ৭৫৩.২৭ কোটি টাকা বিক্রয় করা হয়েছে এবং ৯৯৮.৫৮ কোটি টাকা উৎপাদন এবং ১০৩৩.৮৯ কোটি টাকা বিক্রয় করা হয়েছে।

এপিএ বাস্তবায়নে প্রধান অর্জন: উৎপাদন ও বিক্রয় ২০২০-২১ অর্থ বছরের তুলনায় ২০২১-২২ অর্থ বছরে যথাক্রমে ১৫.৯৩% ও ৩৭.২৫% বৃদ্ধি পেয়েছে।

ওষুধের গুণগতমান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমসমূহের মধ্যে ইডিসিএলের সকল কারখানা পরিদর্শন, জিএমপি নীতিমালা অনুসারে নমুনা পরীক্ষাকরণসহ অন্যান্য কার্যক্রম ২০২০-২১ অর্থ বছরের তুলনায় ২০২১-২২ অর্থ বছরে ৭.৫৯% বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কার্যক্রম যেমন: বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সমন্বয় সভা, জনহিতকর কার্যক্রমসহ অন্যান্য কর্মসূচি বিগত ২০২০-২১ অর্থ বছরের তুলনায় ২০২১-২২ অর্থ বছরে ৬৩.৮৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। গবেষণা ও পণ্য উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে, যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা হবে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন কার্যক্রম: শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার আওতাভুক্ত কার্যক্রমসমূহের মধ্যে নৈতিকতা কমিটির নিয়মিত সভা এবং সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা, শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, কর্ম পরিবেশ উন্নয়নসহ দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন বাস্তবায়ন কার্যক্রম: ইডিসিএল কর্তৃক নিজস্ব ওয়েবসাইট তৈরিকরণ।

সেবা সহজকরণ ও ডিজিটাইজকৃত আইডিআর নাম: প্রশাসন এবং এইচআরএম বিভাগের অধিকাংশ কার্যক্রম যেমন- উপস্থিতি, বেতন, শিফটিং এবং ওভারটাইম সংক্রান্ত কাজগুলো ইআরপি সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়, যা ইতোপূর্বে ম্যান্যুয়ালি করা হতো।

শ্রমিকদের বেতন/ভাতাদি ডাচবাংলা ব্যাংকের মাধ্যমে সরাসরি ব্যাংক একাউন্টে প্রেরণ করা হয়, যা পূর্বে নগদে প্রদান করা হতো।

কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের দৈনিক হাজিরা ডিজিটাল পদ্ধতিতে ফিঙ্গার, পাঞ্চ ও ফেইস আইডির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়, যা পূর্বে কার্ড পাঞ্চ এবং হাজিরা খাতা স্বাক্ষরের মাধ্যমে করা হতো।

অভিযোগ ও প্রতিকার কার্যক্রম:

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অভিযোগ ও তার প্রতিকারের ব্যবস্থা বিষয়ক প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন:

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজনসহ অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন: তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশসহ অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

সর্বোপরি জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য অনুযায়ী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ অনুসরণ করে সুখী ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গঠনসহ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠাকরণের লক্ষ্যে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।

মো. আলী মোকাররম
মহা-ব্যবস্থাপক (অডিট)
ফোকাল পয়েন্ট, এপিএ
ইডিসিএল, ঢাকা।

মহান মুক্তিযুদ্ধে চিকিৎসকদের গৌরবময় অবদান

অধ্যাপক ডা. এহসানুল কবির জগলুল

বাঙালির সবচেয়ে গর্বের ইতিহাস ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ। টানা নয় মাসের অগ্নিঝরা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিকামী জনতা পাকিস্তানি হানাদারদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয় স্বাধীনতার লাল সূর্য। এই রক্তাক্ত সংগ্রামে দেশের মেহনতি মানুষজন প্রাণ দিতে যেমন ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তেমনিভাবে সে সময়কার মানুষ বাঁচানোর কারিগর চিকিৎসকরাও স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেছেন। তাঁরা স্বাধীনতা আদায়ের যুগপৎ সংগ্রামে নিজেদের আত্মদানের মাধ্যমে বীরত্বগাঁথার ইতিহাস রচনা করেছেন।

বঙ্গবন্ধুর ডাকে একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন তখনকার দেশসেরা চিকিৎসাবিদরাও। এ মুক্তিসংগ্রামে লড়তে গিয়ে অনেক চিকিৎসক শহিদ হন, অনেকেই পঙ্গুত্ব বরণ করেন। তাঁরা আমাদের একাত্তরের স্বাস্থ্যযোদ্ধা এবং চিকিৎসক সমাজের সবচেয়ে বড় অহংকার। মুক্তিযুদ্ধে বিপুল সংখ্যক চিকিৎসক ও মেডিকেল শিক্ষার্থী সক্রিয়ভাবে অস্ত্র হাতে শত্রু পক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন, অন্যদিকে শরণার্থী শিবির এবং দেশের অভ্যন্তরে আরেক দল চিকিৎসক স্বাস্থ্যসেবা ও শুশ্রূষায় সুস্থ করে তোলেন আহত মুক্তিযোদ্ধাদের। ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব প্রিভেন্টিভ অ্যান্ড সোশ্যাল মেডিসিন (নিপসম)-এর পরিচালক ডা. বায়জীদ খুরশীদ রিয়াজ মুক্তিযুদ্ধে এসব মহান চিকিৎসকদের অবদান নিয়ে একটি বই লিখেছেন। ২০০৯ সালে প্রকাশিত তাঁর এ বইটিতে তিনি প্রায় ১০০ জন চিকিৎসক এবং ১৫ জন মেডিকেল শিক্ষার্থীর মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার কথা উল্লেখ করেন। বইয়ে তিনি তুলে ধরেন, তাঁদের কী নির্মমভাবেই না হত্যা করেছে পাকহানাদার বাহিনী। ডা. বায়জীদ খুরশিদ রিয়াজ সেসময় কেবল রেজিস্টার্ড চিকিৎসকদের কথা তাঁর বইয়ে উল্লেখ করেছেন। পাশাপাশি তিনি তুলে ধরেছেন কয়েকজন হোমিওপ্যাথ, আয়ুর্বেদ এবং পল্লী চিকিৎসকেরও কথা।

যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য উপস্থিতি নির্ভর করে আগের দিনে আহত সৈন্যদের সুস্থতা লাভ ও নব উদ্যমে আবার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রত্যাশার ওপর ভিত্তি করে। যুদ্ধাহত সৈন্যদের আবার যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরিয়ে দেয়ার পেছনে ডাক্তারদের ভূমিকাই অন্যতম। তাঁদের অক্লান্ত সেবা দেশের মুক্তিসেনাদের দিয়েছিল নতুন প্রেরণা। জাতীয় পতাকার লালবৃত্ত থেকে যেই রক্ত ক্ষরণ হচ্ছিল। সেই রক্ত ক্ষরণ বন্ধ করে দেশ স্বাধীন করতে অনন্য ভূমিকা রেখেছিলেন ওই চিকিৎসকরা।

চতুর্থ জেনেভা কনভেনশনের আর্টিকেল-৪ অনুসারে চিকিৎসক, নার্স, অ্যাম্বুলেন্স চালক প্রমুখ স্বাস্থ্যকর্মীরা নিরপেক্ষ হিসেবে বিবেচিত হবেন এবং কখনোই তাঁরা আক্রমণের শিকার হবেন না, সর্বদা হাসপাতাল বা চিকিৎসা সেবাকেন্দ্র নিরপেক্ষ স্থান হিসেবে বিবেচিত হবে। কিন্তু জেনেভা কনভেনশনের নিয়মসীমা লঙ্ঘন করে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক বাহিনী পরিকল্পিতভাবে বড়ই নির্মমতার সঙ্গে চিকিৎসকদের হত্যা করে।

পাকশী রেলওয়ে হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. রফিক আহমেদের জবানিতে পাওয়া যায়, 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বাইরে বোমাবর্ষণ হচ্ছিল, কিন্তু ফেনী হাসপাতালের ভেতরে আমি রোগীদের চিকিৎসা করেছি। ওরা ডাক্তারদের মারে না। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নিরাপদে থাকলেও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক হানাদার বাহিনীর হাত থেকে বাঁচতে পারেননি ডা. রফিক আহমেদ। বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তাঁকে হত্যা করা হয়। এর আগে তাঁর তিন ছেলেকে চোখের সামনে জবাই করে হত্যা করেছিল পাক হানাদাররা।

সিলেট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. শামসুদ্দিন আহমেদকে তাঁর চাচা হাসপাতালে যেতে নিষেধ করলে তিনি বলেছিলেন, 'হাসপাতালে আমাদের এখনই সবচে বেশি প্রয়োজন।' কিন্তু পাক হানাদার বাহিনী হাসপাতালে ঢুকে ডা. শামসুদ্দিন আহমেদ এবং ডা. শ্যামল কান্তি লালসহ সাতজনকে এক কাতারে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করে।

ডা. মো. আব্দুল জব্বার বলেছিলেন, 'আরে, ডাক্তারের আবার শত্রু আছে নাকি!' অথচ, চিকিৎসারত অবস্থায় হাসপাতালের ভেতরে মানুষ বাঁচানোর কারিগরকে সেই পাক বাহিনী নামক অমানুষরা তাঁকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে।

বাংলাদেশের প্রথম হাসপাতাল 'বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতাল।' একাত্তরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের মেঘালয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়। আহত মুক্তিযোদ্ধা আর শরণার্থীদের সেবায় নিবেদিত এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন ডা. মো. আব্দুল মবিন এবং ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী। সেক্টর-২ এর অধীনে সেখানকার কমান্ডিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করতেন ডা. ক্যাপ্টেন সিতারা রহমান (পরবর্তীতে যিনি বীর প্রতীক খেতাব প্রাপ্ত হন)।

মুক্তিযুদ্ধে চিকিৎসকদের কথা বললেই প্রথমে যে নামটি আসে,

তিনি হচ্ছেন ঢাকা মেডিকেলের কার্ডিওলজি বিভাগের অধ্যাপক ডা. ফজলে রাব্বী। তিনিই ঢাকা মেডিকেলে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা দিতে টিম গঠন করেন। তাঁর সঙ্গে যুক্ত হন মিটফোর্ড হাসপাতালের চক্ষু বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. আলীম চৌধুরী। মিটফোর্ডের ডাক্তার হলেও চিকিৎসা সেবার স্বার্থে বেশিরভাগ সময় তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজেই অবস্থান করতেন। সংশ্লিষ্ট সব দায়িত্ব ছিল সার্জারি বিভাগের অধ্যাপক ডা. সামসুদ্দিন আহমেদের। তাঁর সহযোগী হিসেবে ছিলেন সহকারী সার্জন ডা. আজহারুল হক ও ডা. এ বি এম হুমায়ুন কবির। এ দু'জন জরুরি বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন। রোগী ভর্তি করার জন্যও অনেক বেগ পেতে হতো। অনেক সময় ডাক্তারদের হাসপাতালে প্রবেশ করতে হতো রোগী হিসেবে। ডা. আজহারুল হক কিছু রোগীর চিকিৎসা করতেন হাতিরপুলে তাঁর নিজের বানানো ডিস্পেন্সারি– সাঈদা ফার্মেসিতে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী নিপা লাহিড়ী মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ভারতে যাবার পথে ফতুল্লায় নিহত হন। আরেকজন ছাত্র সিরাজুল ইসলাম হাসপাতালে বিভিন্নভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করতেন। তিনি রাতে হোস্টেলে না গিয়ে হাসপাতালের ক্যান্সার ওয়ার্ডে ঘুমাতেন। ১১ ডিসেম্বর রাতে রাজাকার বাহিনী তাঁকে ক্যান্সার ওয়ার্ড থেকে তুলে নিয়ে যায় এবং রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে নির্মমভাবে হত্যা করে।

খুরশীদ, মেজর শামসুল আলম, ক্যাপ্টেন আব্দুল লতিফ মল্লিক, ক্যাপ্টেন মোশাররফ হোসেন, ক্যাপ্টেন আ. মান্নান, লে. আখতার, লে. নুরুল ইসলাম প্রমুখ অফিসারবৃন্দ বিভিন্ন সেক্টরে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য ক্যাপ্টেন খুরশীদ বীর উত্তম ও লে. আখতার বীর প্রতীক উপাধি পেয়েছিলেন। তৎকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মেডিকেল কোরের যে সকল সদস্য শহিদ হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ডা. লে. ক. এএফ জিয়াউর রহমান, ডা. মেজর আসাদুল হক, ডা. লে. আমিনুল হক, ডা. লে. খন্দকার আবু জাফর মো. নূরুল ইমাম প্রমুখ ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধের সময় চিকিৎসক, মেডিকেল কলেজের ছাত্র, কলেজ ও হাসপাতালের নানা স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অবদান রেখেছেন নানাভাবে। কেউ যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন অস্ত্র হাতে, কেউ আবার হাসপাতালে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসাসেবা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। আবার অনেক চিকিৎসক মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সরবরাহে সাহায্য করেছেন, সহযোগিতা করেছেন তথ্য আদান-প্রদানে। চিকিৎসকরা নিজেদের গাড়িতে করে পার করেছেন মুক্তিযোদ্ধাদের, আনা হয়েছে অস্ত্র, ওষুধসহ নানাকিছু। চিকিৎসা সেবা মানব ধর্ম, সেটা মুক্তিযুদ্ধের সময় পদে পদে চিকিৎসকরা শিখিয়েছেন, করে দেখিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁদের ভূমিকা ছিল অনন্য এবং ব্যতিক্রমী। এই ভূমিকা পালন করতে গিয়ে চরম মূল্যও দিতে হয়েছে চিকিৎসকদের একটা বিরাট অংশকে। চক্ষু বিশেষজ্ঞ আলীম চৌধুরীকে ১৯৭১ সালের ১৫ ডিসেম্বর রাজাকার-আলবদর বাহিনী তাঁর বাসা থেকে নিয়ে যায় এবং ওইদিন দিবাগত রাতে রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে নির্মমভাবে হত্যা করে। ডা. ফজলে রাব্বীকে ১৯৭১ সালের ১৫ ডিসেম্বর বিকেলে পাকবাহিনীর কয়েকজন সৈন্যসহ রাজাকার-আলবদরদের কয়েকটি দল তাঁর সিদ্ধেশ্বরীর বাসা থেকে নিয়ে যায়। ১৮ ডিসেম্বর দিনের বেলায় রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে পাওয়া যায় তাঁর ক্ষত বিক্ষত মৃতদেহ।

শুধু ডা. ফজলে রাব্বী এবং ডা. আলীম চৌধুরীই নয়, মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকহানাদার বাহিনী হত্যা করে অধ্যাপক ডা. শামসুদ্দীন আহমেদ, অধ্যাপক ডা. হুমায়ুন কবীর, ডা. আজহারুল হক, ডা. সোলায়মান খান, ডা. আয়েশা বদেরা চৌধুরী, ডা. কসির উদ্দিন তালুকদার, ডা. মনসুর আলী, ডা. মোহাম্মদ মোর্তজা, ডা. মফিজউদ্দীন খান, ডা. জাহাঙ্গীর, ডা. নুরুল ইমাম, ডা. এস কে লালা, ডা. হেমচন্দ্র বসাক, ডা. ওবায়দুল হক, ডা. আসাদুল হক, ডা. মোসাব্বের আহমেদ, ডা. আজহারুল হক (সহকারী সার্জন), ডা. মোহাম্মদ শফীকেও।

এছাড়া, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সীমান্তবর্তী ত্রিপুরার চিকিৎসাকর্মীদের ভূমিকা ছিল অনন্য। জিবি হাসপাতাল ও ভিএম হাসপাতালের পাশাপাশি জেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলো, সেখানকার চিকিৎসক, নার্সরাও একাত্তরে জড়িয়ে পড়েছিলেন অন্যরকম এক মুক্তি সংগ্রামে। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে ত্রিপুরা সরকার রাজ্যের শরণার্থীদের জন্য ৯৯ জন ডাক্তার, ৯৫ জন কম্পাউন্ডার, ৭৫ জন প্যারামেডিকেল স্টাফ ও ২১ জন নার্সসহ ৭১৩ জন চিকিৎসাকর্মীকে নিয়োগ দেন। মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময় বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে প্রতিটি হাসপাতাল, স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে চিকিৎসকরা নানাভাবে অংশ নিয়েছেন, আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা দিয়েছেন, ওষুধ সরবরাহ করেছেন। কেবল চিকিৎসকরা নন, মেডিকেল কলেজের ছাত্র, কলেজ ও হাসপাতালের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নানাভাবে অবদান রেখেছেন মুক্তিযুদ্ধে। চিকিৎসকদের গাড়িতে করে সরবরাহ করা হয়েছে অস্ত্র এবং ওষুধ; তাঁদের গাড়িতে যাতায়াত করেছেন মুক্তিযোদ্ধারা। বাংলাদেশের পেশাজীবীদের মধ্যে সব থেকে বেশি সংখ্যক চিকিৎসক (৬৯) মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হয়েছেন। জীবন বাঁচিয়ে এবং নিজের জীবন দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন চিকিৎসকরা। বাংলাদেশের ইতিহাসের পাতায় এসব মহান চিকিৎসকদের কালজয়ী অবদানের কথা চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি)
ইডিসিএল।

ইএলপিপির ইতিকথা

মা যেমন বুকের দুধ দিয়ে সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখে, তেমনি রাবার গাছ কষ দিয়ে ইএলপিপির ১৮০টি পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখছে। কেননা এসেনসিয়াল ল্যাটেক্স প্রসেসিং প্লান্ট (ইএলপিপি)-এর উৎপাদিত রাবার গাছের কষ কনডম তৈরির প্রধান উপকরণ। এই কষ থেকে খুলনাতে অবস্থিত কেইএলপি উৎপাদিত 'নিরাপদ' কনডম বাংলাদেশের জনসংখ্যাকে যৌক্তিক পর্যায়ে রাখছে এবং জনগণকে বিভিন্ন রোগের হাত থেকে রক্ষা করছে।

টাঙ্গাইল জেলার মধুপুরের পীরগাছায় সবুজ শ্যামল সুশীতল অপরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশে ২০১০ সালে এসেনসিয়াল ল্যাটেক্স প্রসেসিং প্লান্ট (ইএলপিপি) স্থাপিত হয়। শুরুতে ২টি প্রতীকী গেটের মাধ্যমে সীমানা প্রাচীরবিহীন অফিসের কার্যক্রম পরিচালিত হতো। বর্তমান মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে প্লান্ট পরিদর্শনে এসে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ও শ্রমিক কর্মচারীদের নিদারুণ দুর্দশা লাঘব করার লক্ষ্যে ডরমিটরি নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দেন। পরবর্তীতে ৭ ডিসেম্বর, ২০১৬ সালে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় সীমানা প্রাচীর এবং ডরমিটরি উদ্বোধন করেন।

ইএলপিপির প্রতিষ্ঠা লগ্নে মালয়েশিয়ান বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায় উৎপাদন চালু হয়। ২০১৪ সাল থেকে ইএলপিপির দক্ষ জনবল দিয়েই সুনামের সাথে ঘনীভূত কষ উৎপাদন করে আসছে। ২০১২ সালে ট্রায়াল বেসিসে ৬০ জন জনবল নিয়ে উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হলেও ২০১৪ সাল থেকে বাণিজ্যিকভাবে ইএলপিপি উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করে। ইএলপিপির এই ঘনীভূত কষ খুলনায় অবস্থিত কেইএলপি এর কাঁচামাল। যা ইতোপূর্বে মালয়েশিয়া থেকে আমদানি করা হতো। ফলে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হচ্ছে। ইএলপিপি এর উৎপাদিত Conc. Latex এর গুণগত মান বিদেশ থেকে আমদানিকৃত Conc. Latex এর গুণগত মান থেকে অনেক উন্নত। যা দেশে-বিদেশে বিভিন্ন স্বনামধন্য ল্যাবের পরীক্ষায় প্রমাণিত।

Conc. Latex এর উৎপাদনের পাশাপাশি ইএলপিপি By-product Skim Latex তৈরি করে। এই Skim Latex পরবর্তীতে প্রসেসিংয়ের মাধ্যমে গাড়ির টায়ার, জুতা, সেন্ডেলসহ আরও নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহারের কারণে টায়ার শিল্পে, জুতা শিল্পে প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হচ্ছে। ইএলপিপি প্লান্টে উৎপাদিত কষকে White Gold হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

প্রতিষ্ঠানটি লোকালয় থেকে দূরে দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে অবস্থিত। প্লান্টের কাছাকাছি কোনও খাবার হোটেল না থাকায় দুপুরে অনেক সময় না খেয়ে অফিস করতে হয়। মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় মানবিক দিক বিবেচনা করে ক্যান্টিন নির্মাণ করে দিয়েছেন, যা অচিরেই চালু হবে। পাশাপাশি কর্মকর্তাদের আবাসনের জন্য প্রস্তাবিত ডরমিটরি স্থাপনার সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

বর্তমানে ১৮০ জন জনবল দিয়ে বছরে ৫০০ টন Conc. Latex উৎপাদন করে ইএলপিপি। যা থেকে কেইএলপি ১৭৫ মিলিয়ন পিস কনডম উৎপাদন করে থাকে। নিজস্ব চাহিদা পূরণ করে ইএলপিপি কর্তৃক উৎপাদিত ঘনীভূত ল্যাটেক্স ইতোমধ্যে বসুন্ধরা পেপার মিলস লিঃ এবং বাংলা- জার্মান ল্যাটেক্স কোম্পানি লিঃ এর নিকট সরবরাহ করছে। মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিতের জন্য Workstation, Security Room, Guest Room, শ্রমিক কর্মচারীদের বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধার পাশাপাশি অত্র প্লান্টের জন্য ঝুঁকি ভাতা ও রাবার কষ সংগ্রহ করার জন্য যাতায়াত ভাতা চালু করেন।

আমাদের অনেকের সৌভাগ্য হয়নি জাতির পিতার ডাকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার, সৌভাগ্য হয়নি ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালের বিজয় দেখার, কিন্তু সৌভাগ্য হয়েছে এমন একজন ব্যক্তির অধীনে কাজ করার যিনি আমাদের সকলের প্রিয় অধ্যাপক ডা. এহসানুল কবির জগলুল। তিনি শুধু আমাদের ইডিসিএল পরিবারের অভিভাবকই নন, তিনি একই সাথে একজন সফল চিকিৎসক, রাজনীতিবিদ এবং সংগঠক। আমরা বিশ্বাস করি, তাঁর হাত ধরে দেশের একমাত্র সরকারি ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান (ইডিসিএল) একদিন দেশের অভ্যন্তরীণ ওষুধের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও রপ্তানি করবে।

মো. তফিজ উদ্দিন
প্লান্ট ব্যবস্থাপক, ইএলপিপি, মধুপুর, টাঙ্গাইল।

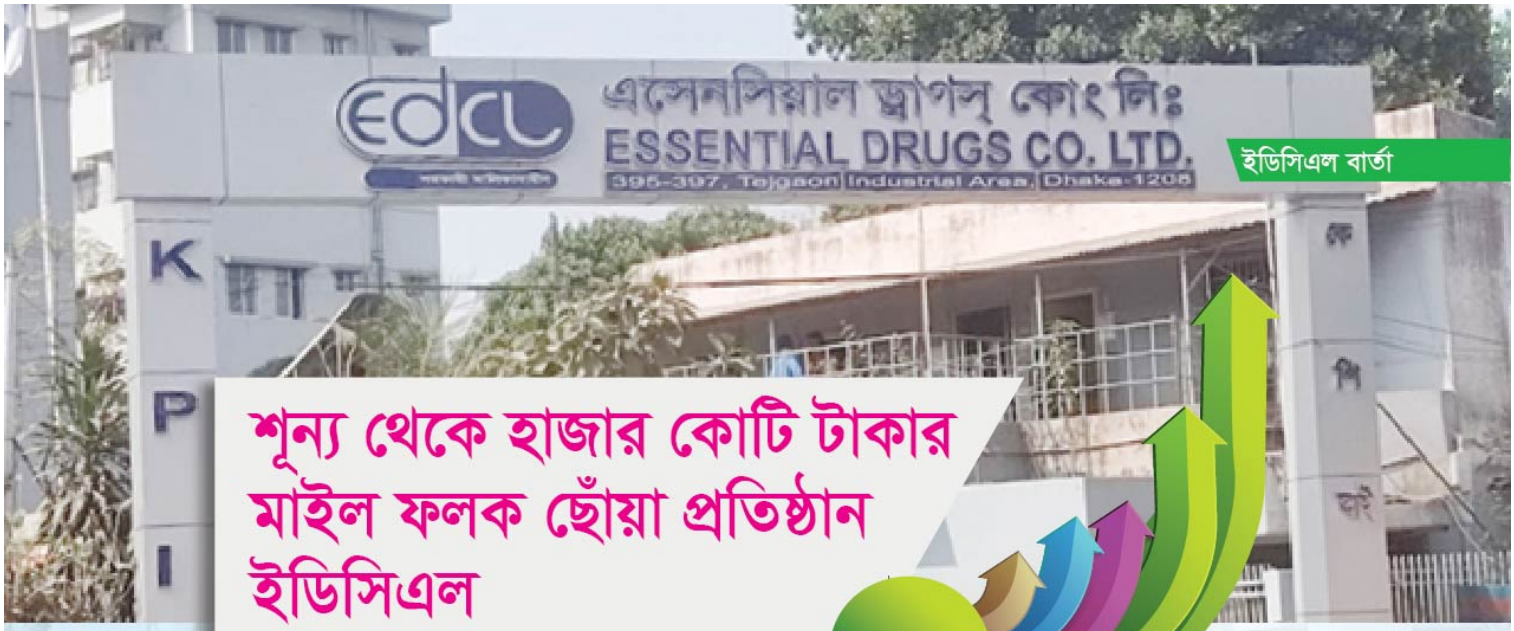

শূন্য থেকে হাজার কোটি টাকার মাইল ফলক ছোঁয়া প্রতিষ্ঠান ইডিসিএল

এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানি লিমিটেড গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি ওষুধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। যার যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৬২ সালে গভর্নমেন্ট ফার্মাসিউটিক্যালস ল্যাবরেটরি (জিপিএল) নামের প্রকল্প হিসেবে। ১৯৭৯ সালে আরেকবার ফার্মাসিউটিক্যাল প্রডাকশন ইউনিট (পিপিইউ) নামকরণ করা হয়েছিল। সর্বশেষ এটি ১৯৮৩ সালে ১ কোটি ৬৩ লাখ (১.৬৩ কোটি) টাকার পরিসম্পদ নিয়ে ইডিসিএল নামে রূপান্তরিত হয়ে নতুন পরিচয়ে যাত্রা শুরু করে। যা ২০২২ সালে এসে আনুমানিক পাঁচ হাজার কোটি টাকার প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ইডিসিএল ১৯৮৩-১৯৮৪ অর্থবছরে মোট আড়াই কোটিরও বেশি টাকার ওষুধ বিক্রয়ের লক্ষ্য অর্জন করেছিল।

ধীরে ধীরে এর সকল পর্যায়ের শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের মেধা ও পরিশ্রমের সমন্বয় ঘটিয়ে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা এক হাজার কোটি টাকার মাইল ফলক অতিক্রম করেছে। এটা যদি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতো তাহলে বিক্রয়মূল্য নিঃসন্দেহে প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা হতো। লাভের পরিমাণ হতো বছরে ন্যূনতম ৩০০ কোটি টাকা। ফলে নির্দ্বিধায় বলা যায় ইডিসিএল এখন হাজার কোটি টাকার মাইল ফলক ছোঁয়া একটি সফল প্রতিষ্ঠান। এই সফলতার পেছনে বিশেষ অবদান রাখছে বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক অধ্যাপক ডা. এহসানুল কবির জগলুল মহোদয়ের দক্ষ ও দূরদর্শী নেতৃত্ব। তিনি নিয়োগ পাওয়ার সময় (২০১৩-১৪ অর্থবছরে) প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত ওষুধের মোট বিক্রয় মূল্য ছিল ৩৫০ কোটি টাকা। যা পরবর্তীতে তাঁর দক্ষ নেতৃত্বের গুণে সময়ের পরিক্রমায় ২০২২ সালে এসে হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে।

উল্লেখ্য, ১৯৭৯ সালে পিপিইউ করা হয়েছিল। কিন্তু তখন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ইউনিসেফ কর্তৃক সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতি ও কারিগরি সহযোগিতায় উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা সত্ত্বেও বাস্তবিক পক্ষে প্রাথমিক পরিচর্যায় অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ সামগ্রীর সরবরাহ নিশ্চিত করার ব্যাপারে সরকারের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে পিপিইউ প্রকল্পটি বাস্তব ভূমিকা রাখতে পারেনি। ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আলমা আটা ঘোষণা অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সবার জন্য স্বাস্থ্য কর্মসূচি গ্রহণ করেন। এই কর্মসূচির আওতায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার জন্য অত্যাবশ্যকীয় হিসেবে ৪৫ রকমের ওষুধ সরবরাহ করা প্রয়োজন পড়ে।

এখানো আরও উল্লেখ্য, সরকার ফার্মাসিউটিক্যালস প্রডাকশন ইউনিটটির জন্য জনস্বাস্থ্য কর্মসূচির অধীনে কারখানার উৎপাদন ও কারিগরি ভারসাম্য বজায় রাখার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানির লক্ষ্যে ১৯৮১ সালে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) থেকে ৯০ লাখেরও অধিক (৯.১৮৫ মিলিয়ন) ডলার (যার মধ্যে ৮.৭৫৫ মিলিয়ন ডলার ব্যবহার হয়েছে) ঋণ মঞ্জুরী লাভ করে। উক্ত ঋণ প্রাপ্তির পর সরকারের পক্ষ হতে পিপিইউকে ১০০% সরকারি মালিকানাধীন লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে রূপান্তর করা ও এর ব্যবস্থাপনা একটি স্বতন্ত্র পর্ষদের উপর ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানি লিমিটেড (ইডিসিএল) নামে এই প্রতিষ্ঠানটি ১০ আগস্ট ১৯৮৩ সালে যাত্রা শুরু করে।

পরবর্তীতে জাপান সরকারের সঙ্গে যৌথ সহযোগিতায় সরকার বগুড়ায় একটি ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। কারখানাটি ১৯৮৫ সালের ৩০ এপ্রিল থেকে এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানি লিমিটেডের নিকট নিয়ন্ত্রণ অর্পণ করেন। এছাড়াও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের লক্ষ্যে সরকারি অর্থে খুলনায় 'খুলনা এসেনসিয়াল ল্যাটেক্স প্লান্ট' নামে একটি কনডম

তৈরির কারখানা স্থাপন করা হয়। এরপর কনডমের কাঁচামাল তৈরির জন্য খুলনা কেইএলপির অধীনে টাঙ্গাইল জেলার মধুপুরে একটি ল্যাটেক্স প্রসেসিং প্লান্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়। এছাড়াও সরকারি অর্থে গোপালগঞ্জে এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানি লিমিটেডের তৃতীয় শাখা প্রকল্প স্থাপন প্রক্রিয়া প্রায় শেষ পর্যায়ে। ইতোমধ্যে সেখানে পেনিসিলিন ইউনিট উৎপাদনে আছে। ইডিসিএল ঢাকার প্রকল্পটি মানিকগঞ্জে স্থানান্তরের প্রস্তাব ইতোমধ্যে একনেকে অনুমোদন হয়েছে। এই প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ ও পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান।

অপরদিকে এডিবির ঋণ মঞ্জুরীর আওতায় গোপালগঞ্জে ভ্যাকসিন প্রজেক্ট স্থাপনের জন্য সরকার ইডিসিএলকে দায়িত্ব দিয়েছে।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে অদ্যাবধি ইডিসিএলের উদ্দেশ্য হলো আন্তর্জাতিক প্রমিতমান অনুযায়ী জীবন রক্ষাকারী ওষুধ উৎপাদন করে বাংলাদেশে জনগণের স্বাস্থ্য সেবা সুরক্ষিত করা। cGMP এর নীতিমালা অনুযায়ী উৎপাদন ব্যবস্থার সঠিক বাস্তবায়ন এবং আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন মেশিনারি স্থাপনের মাধ্যমে সরকারি চাহিদা অনুযায়ী যথাসময়ে ওষুধ উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করা। বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে ইডিসিএল সরকারি এমএসআর খাতের চাহিদা ৭৫% সমপরিমাণ ওষুধ সরবরাহের পাশাপাশি কমিউনিটি ক্লিনিকের চাহিদার সম্পূর্ণ অংশ এবং বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক চাহিদার বিপরীতে সরবরাহ সফলতার সাথে সম্পন্ন করতে সক্ষম।

বাংলাদেশে গত দুই দশকে স্বাস্থ্যখাতে প্রতিবেশী ও বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর তুলনায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। নির্ধারিত সময়ের পূর্বে দেশ এমডিজি ৪ অর্জন করেছে এবং নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এমডিজির ৫ এর সীমারেখার কাছাকাছি চলে গেছে। এখন আমরা এসডিজির যুগে রয়েছি। এক্ষেত্রে অনেকটা অবদান রেখেছে কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্প বাস্তবায়ন। যা বর্তমান সরকারের পতাকাধারী (ফ্ল্যাগশিপ) অর্থাৎ নেতৃত্বদানকারী গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। উল্লেখ্য, কমিউনিটি ক্লিনিক ধারণাটি সফলতম প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার মস্তিষ্ক প্রসূত। যার আইডিয়া তিনি পেয়েছিলেন তার পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডায়েরি থেকে।

সমগ্র দেশের গ্রামীণ এলাকা, দুর্গম এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রতিটি মানুষের দরজায় স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেবার বঙ্গবন্ধুর সুদূরপ্রসারী ভাবনা ও মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার ধারণ করে ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠা করেছেন কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্প। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও অনেক উন্নত দেশের রাষ্ট্রপ্রধানগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 'কমিউনিটি ক্লিনিক' প্রকল্পের কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং তাদের দেশে মডেলটি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে উদ্যোগী হয়েছেন। ইডিসিএল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের সহযাত্রী হিসেবে কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহের চাহিদা অনুযায়ী ওষুধ উৎপাদন, সকল উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে তা পৌঁছে দেবার কার্যক্রমে অংশীদার হয়ে গর্বিত হয়েছে। অধিকন্তু স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়ন নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দৃষ্টি থাকায় অবকাঠামো উন্নয়নের পাশপাশি জীবন রক্ষাকারী ওষুধের বাজেট অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন ধারাবাহিক, সঠিক, টেকসই ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতৃত্ব দ্বারাই যে কোনও উন্নয়ন কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব। এই চিন্তাধারা থেকেই তিনি ২০১৪ সালে সরকারি মালিকানাধীন এই প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে অধ্যাপক ডা. এহসানুল কবির জগলুলকে নিয়োগ প্রদান করেন।

ভাষা সৈনিক পিতা ডা. আব্দুল হাইয়ের সান্নিধ্যে ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বেড়ে ওঠা অধ্যাপক ডা. এহসানুল কবির জগলুল মনে প্রাণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করেন। মেধাবী ছাত্র হিসেবে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করেন। ইতোমধ্যে তিনি আন্তর্জাতিক অনেক সম্মাননাও অর্জন করেছেন। পেশাজীবী এই নেতা ব্যক্তিগতভাবে সৎ, নির্ভীক ও স্বচ্ছ চরিত্রের মানুষ। তার দৃঢ়চেতা ও নেতৃত্ব গুণের কারণেই দিকহারানো ইডিসিএল সঠিক দিশা পেয়েছে।

১৯৮৯ সালের আগস্ট পর্যন্ত শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় ওষুধাগারের বার্ষিক চাহিদার শতকরা ৭৫ ভাগ ওষুধ সরবরাহ করা যেত। পরবর্তীতে সরকারের ওষুধ সংগ্রহনীতি বিকেন্দ্রীকরণের ফলে প্রত্যেক হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহকে ইডিসিএল হতে সরাসরি ওষুধ সংগ্রহ করতে হয়। অধিকন্তু কমিউনিটি ক্লিনিকের জন্য ওষুধ সরবরাহের আদেশ পাওয়ার পর বিপুল চাহিদার বিপরীতে ইডিসিএলের ওষুধ উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থায় মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি হয়। এর মধ্যেই গোপালগঞ্জে ইডিসিএলের তৃতীয় শাখা প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে, যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রকল্প হিসেবে বিবেচ্য। তাছাড়া ২০০৭ সালের পর হতে বগুড়ায় সেফালোস্পোরিন প্রজেক্টের জন্য আমদানিকৃত মেশিনসমূহ স্থাপন ও প্রজেক্টটি চালুকরণের কোনও উদ্যোগ ছিল না। মূল্যবান এসব মেশিনারি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে ছিল। কোম্পানির এই পরিস্থিতিতে বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের বুদ্ধিদীপ্ত সিদ্ধান্তে ইতোমধ্যে উৎপাদন ও সরবরাহ কার্যক্রমে শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রকল্প হিসেবে বিবেচিত গোপালগঞ্জে ইডিসিএলের তৃতীয় প্রকল্পের পেনিসিলিন শাখাটি ইতোমধ্যে উৎপাদনে আছে। অপর শাখাসমূহ অল্পদিনের মধ্যেই উৎপাদনে যাবে। অন্যদিকে বগুড়ার সেফালোস্পোরিন প্রজেক্টের জন্য আমদানিকৃত মেশিনসমূহ ইতোমধ্যে স্থাপনসহ ভ্যালিডেশন সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্পটি লাভজনক করার জন্য উৎপাদন এলাকা বৃদ্ধি করে ইনজেক্টেবল প্রডাক্টের পাশাপাশি ক্যাপসুল ও ড্রাইসিরাপ উৎপাদনের সিদ্ধান্ত নিয়ে ইতোমধ্যে সেটা বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

সঠিক ও গতিশীল নেতৃত্ব, অভিজ্ঞ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের বুদ্ধিদীপ্ত পরিচালনা এবং শ্রমিক-কর্মচারীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ইডিসিএল বর্তমানে উৎপাদনশীল বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান তো বটেই, এমনকি অনেক ওষুধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে মডেল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ইডিসিএল ক্রমাগতভাবে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখেছে। কোম্পানির সম্পদ বৃদ্ধির কৌশলগত লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যবসায়িক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। পণ্যের নতুনত্ব, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, সামাজিক দায়বদ্ধতাসহ সকল ক্ষেত্রে ইডিসিএলের স্বীকৃতি ও অর্জন বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০১৩-২০১৪ অর্থবছর হতে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের ইডিসিএলের উৎপাদন, বিক্রয়ের তুলনামূলক চিত্র নিম্নে দেয়া হলো:

অর্থবছর	উৎপাদন (কোটি টাকা)	বিক্রয় (কোটি টাকা)
২০১৩-২০১৪	৪২৫.৪৮	৪০০.৪৩
২০১৪-২০১৫	৪৩১.৯৯	৪০৯.৬১
২০১৫-২০১৬	৪০৮.১৪	৩৮০.০৮
২০১৬-২০১৭	৪৬৯.১৫	৪৮৭.৫১
২০১৭-২০১৮	৫০২.৩০	৫৩৪.৬৪
২০১৮-২০১৯	৬৩৪.১৯	৬৪৪.৫৯
২০১৯-২০২০	৭৪১.৬১	৭২১.১৭
২০২০-২০২১	৪৬১.৩১	৭৫৩.২৭
২০২১-২০২২	৯৯৪.৫৯	১০৩৩.৪৯০

২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সারা বিশ্বে কোভিড-১৯ অতিমারীর কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সার্বিক ক্ষেত্রে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে ইডিসিএল পরিবারের সদস্যরা আতঙ্কিত না হয়ে দেশের মানুষের নিরবচ্ছিন্ন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতের জন্য সরকারি সকল বিধি-নিষেধ প্রতিপালন করে ওষুধ উৎপাদন ও সরবরাহ সচল রেখেছে। এর ফলে ইডিসিএল শুধুমাত্র টিকে থাকতে সক্ষম হয়নি, বরং কার্যদক্ষতার কারণে কাঙ্ক্ষিত উৎপাদনশীলতা ও মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ইডিসিএলের সার্বিক অগ্রযাত্রায় ইডিসিএলের ক্রয়বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সাশ্রয়ী মূল্যে সঠিক ও গুণগত পণ্য সংগ্রহ বরাবরই একটা চ্যালেঞ্জ। নানা প্রতিকূলতা, প্রতিবন্ধকতা জয় করে সঠিক সময়ে পণ্য সংগ্রহ ও উৎপাদন লাইনকে সচল রাখতে হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পরামর্শে সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে সংশ্লিষ্টরা ইডিসিএলকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে অবদান রেখে চলেছেন।

ইডিসিএল জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে নামমাত্র মুনাফায় এবং যুক্তিসঙ্গত মূল্যে অত্যন্ত সফলতার সাথে ওষুধ সরবরাহ করে আসছে। ইডিসিএল ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে দরিদ্র ও অবহেলিত মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটি বিপুল সংখ্যক কর্মসংস্থান, বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকার অনুযায়ী বিপুল সংখ্যক নারী ও প্রতিবন্ধীদের নিয়োগ করে সকল পর্যায়ে প্রশংসিত হয়েছে। চলমান প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন হলে আশা করা যাচ্ছে যে, আরও দুই থেকে তিন হাজার লোকের কর্মসংস্থান হবে। তাছাড়াও বিপুল রাজস্ব প্রদানের মাধ্যমে ইডিসিএল দেশের অগ্রযাত্রায় অবদান রেখে চলেছে। অধিকন্তু স্বল্পমূল্যে সঠিক মানের ওষুধ উৎপাদন ও বিক্রয়ের ফলে সরকারের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান নিশ্চিত এবং এর ফলে খুচরা পর্যায়ে ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখাও সম্ভব হয়েছে।

সৈয়দ জহির উদ্দিন জামাল
মহা-ব্যবস্থাপক (ক্রয়), ইডিসিএল, ঢাকা।

আমাদের ইডিসিএল

আমাদের ইডিসিএল,
সরকারি ওষুধ প্রস্তুতকারী কারখানা
উৎপাদনমুখী প্রতিষ্ঠান এটি,
সকলেরই জানা।

বেড়েই চলেছে উৎপাদন,
ঘুরছে চাকা দুরন্ত গতিতে
মাইলফলক করছে পার,
এমডি স্যারের দিকনির্দেশনাতে।

দক্ষ নেতার শক্ত হাতে, একের পর এক উন্নয়ন
জননেত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে
নিজেকে সেবক হিসেবে করেছে প্রমাণ ।

গোপালগঞ্জের কারখানা, শেখ হাসিনার শ্রেষ্ঠ উপহার
এমডি স্যারের মেধা ও শ্রমের বিনিময়ে সবই হয়েছে পার।

মানিকগঞ্জের প্রজেক্ট নিয়েছে হাতে, শ্রদ্ধেয় এমডি স্যার
এটাও যে সময়ের আবর্তে দাঁড়িয়ে যাবে, তা বলাই যায় ।

উন্নয়নের ধারাবাহিকতা প্রধানমন্ত্রীর সেরা অঙ্গীকার
মনে রাখতে হবে, আমাদের আছে একজন জগলুল স্যার।

মো. মোমিনুর ইসলাম
কনিষ্ঠ উৎপাদন কর্মকর্তা
বগুড়া কারখানা

শ্রমজীবী মানুষের দায়িত্ব ও রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যতা

শ্রমজীবী মানুষদের নিয়ে লিখতে গেলে প্রথমেই শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে হয় হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, বিশ্বের নিপীড়িত, নির্যাতিত, সুবিধাবঞ্চিত মানুষের মুক্তির মহানায়ক, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি বলেছিলেন, বিশ্ব আজ দুই ভাগে বিভক্ত। শোষক এবং শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে। বঙ্গবন্ধুর এই বাণী সারা বিশ্বের মেহনতি মানুষের প্রেরণার উৎস। আমরা যারা শ্রমরাজনীতি করি, আমাদের চেতনায় এবং প্রেরণায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর এই অমর বাণীকে ধারণ করে আমরা নিরলসভাবে শ্রমজীবী মানুষকে সম্পৃক্ত করে প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও উৎপাদনের ধারাকে সচল রাখি।

এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানি লিমিটেড দেশের একমাত্র সরকারি ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান। এসেনসিয়াল ড্রাগস্ প্রতিদিন প্রায় দেড় কোটি মানুষের স্বাস্থ্যসেবায় প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ করে থাকে। ওষুধের গুণগত মান ঠিক রেখে কঠোর মান-নিয়ন্ত্রণ এবং জিএমপি-এর নীতিমালা অনুসরণ করে ইডিসিএল বাংলাদেশ সরকারকে শতভাগ ওষুধ সরবরাহ করে। আমাদের সেবার পরিধি দক্ষিণ এশিয়াসহ বিশ্বব্যাপী। কমিউনিটি ক্লিনিক, যেটা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ব্রেইন চাইল্ড। বাংলাদেশের দুর্গম প্রত্যন্ত অঞ্চলে হাজার হাজার কমিউনিটি ক্লিনিকে আমাদের কর্মচারী-কর্মকর্তাগণ প্রতিকূল পরিবেশেও তাদের সেবা অব্যাহত রাখেন। এসেনসিয়াল ড্রাগস্-এর এই বিশাল উৎপাদন কর্মযজ্ঞে হাজার হাজার শ্রমিক-কর্মচারী এবং কর্মকর্তাগণ নিয়োজিত। যখন হরতালের নামে দেশকে অচল করে দেয়ার কর্মসূচি আসে তখন আমাদের শ্রমিক-কর্মচারীসহ সকল চাকরিজীবী কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত থেকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করেন। যখন দেশের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করার জন্য আগুন-সন্ত্রাস চালু হলো, তখনও আমাদের শ্রমিক-কর্মচারীগণ তাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উৎপাদন ও বিপণন অব্যাহত রেখেছেন।

বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বড় চ্যালেঞ্জ ছিল কোভিড-১৯ মোকাবিলা করা। আল্লাহর অসীম রহমত এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিকতা, সাহসিকতা, মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি জনাব শেখ ফজলুল করিম সেলিম, এমপি-এর নিরলস পরিশ্রমের কারণে তিনি সফল হয়েছেন। বাংলাদেশসহ বহির্বিশ্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ সফলতা বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে এবং বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। কোভিড-১৯ তথা করোনাকালীন সময়ে আমরা একটি দিনের জন্যও ছুটি না কাটিয়ে কর্মক্ষেত্রে থেকে জরুরি ভিত্তিতে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করেছি। আমাদের এসেনসিয়াল ড্রাগস্-এর প্রতিটি সফলতার পেছনে আছে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং সিবিএ-এর মধ্যে সুদৃঢ় ঐক্য। আমি মনে করি, এসেনসিয়াল ড্রাগস্ একটি বৃহৎ পরিবার।

আমাদের মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক অধ্যাপক ডা. এহসানুল কবির জগলুল, যিনি শ্রমবান্ধব, মানবিক, যার দূরদর্শিতা এবং সুদক্ষ নেতৃত্বে এসেনসিয়াল ড্রাগস্ উৎপাদন এবং উন্নয়নের রোল মডেল। এসেনসিয়াল ড্রাগস্ হলো একটি নতুন যুগের সূচনা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাদের গোপালগঞ্জে একটি ভ্যাকসিন প্লান্টের অনুমোদন দিয়েছেন। মানিকগঞ্জে এসেনসিয়াল ড্রাগস্-এর আরো একটি নতুন প্লান্টের অনুমোদন হয়েছে। গোপালগঞ্জে এসেনসিয়াল ড্রাগস্-এর তৃতীয় প্রকল্প, যেখানে পেনিসিলিন-এর উৎপাদন প্রক্রিয়া সাফল্যের সাথে ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে, প্রকল্পটির বাকি ৩টি ইউনিট খুব দ্রুত উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যাবে।

আমরা দায়বদ্ধতা এবং জবাবদিহিতায় বিশ্বাস করি বলেই শ্রমিক-কর্মচারীদের মধ্যে কোনও বিভাজন এবং মতবিরোধ নেই। তারা সিবিএ এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রতি আস্থা রেখে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। এতে করে দেশের মানুষের স্বাস্থ্যসেবা যেমন নিশ্চিত হচ্ছে, তেমনি রাষ্ট্রের প্রতিও শ্রমজীবী মানুষের দায়িত্ব এবং আনুগত্য প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা শ্রমবান্ধব, তিনি দেশের লক্ষ লক্ষ রুগ্‌ণ শিল্প-প্রতিষ্ঠান চালু করে মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা যেমন করেছেন, তেমনি শ্রমজীবী মানুষের জন্য অবাধ ও মুক্ত ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার এবং শ্রমজীবী মানুষের জন্য আধুনিক যুগোপযোগী বেতন কাঠামো নিশ্চিত করেছেন। তাই দেশ আজ অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ, যার কারণে আমরা খুব দ্রুত সময়ে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা লাভ করেছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনি জাতির জনকের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে কাজ করে যাচ্ছেন। এই দেশের শ্রমজীবী মানুষ আপনার সাথে আছে এবং থাকবে।

জয়তু শেখ হাসিনা।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
এসেনসিয়াল ড্রাগস্ চিরজীবী হোক।

কাজী ওবায়দুর রহমান
সভাপতি, সিবিএ (বি-২১৩৭)
এসেনসিয়াল ড্রাগস্ শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ।

অ্যান্টিবায়োটিকের যথেচ্ছ ব্যবহারের ভয়াবহতা

গ্রিক শব্দ Bios শব্দের অর্থ জীবন, যা biotikos শব্দ থেকে এসেছে। এর সাথে Anti (মানে বিরুদ্ধে) যুক্ত হয়ে Antibiotic শব্দের উৎপত্তি, যার অর্থ জীবনের বিরুদ্ধে। অ্যান্টিবায়োটিক জৈব-রাসায়নিক ওষুধ, যা অণুজীবদের ধ্বংস করে বা বৃদ্ধি রোধ করে আমাদের রোগ মুক্তিতে সাহায্য করে। আমাদের শরীরে সংক্রমণ প্রতিরোধ করা অ্যান্টিবায়োটিকের মূল কাজ। 'অ্যান্টিবায়োটিক' সাধারণভাবে ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করে। কিন্তু ভাইরাসের বিরুদ্ধে কাজ করে না।

অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স ও সুপারবাগ কী?

যদি নির্দিষ্ট সময়ে সঠিক মাত্রা ও পরিমাণে অ্যান্টিবায়োটিকের কোর্স পূর্ণ করা না হয়, তাহলে ব্যাকটেরিয়াগুলো পুরোপুরি ধ্বংস হয় না এবং বেঁচে যাওয়া ব্যাকটেরিয়াগুলো তাদের গঠন পরিবর্তন করে আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এসব ব্যাকটেরিয়া জেনেটিক কোডের নানারূপ পরিবর্তন এনে আস্তে আস্তে সব অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে গড়ে তুলে কার্যকর আত্মরক্ষা ব্যবস্থা। ফলে এই ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত অ্যান্টিবায়োটিক আর কাজ করে না। এ অবস্থাকেই অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স বলে। ওষুধ প্রতিরোধী এসব ব্যাকটেরিয়াকে বলে 'অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট'।

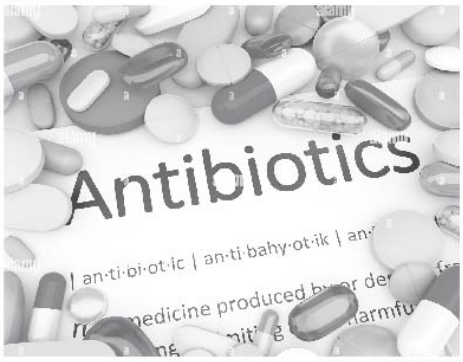

অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট জীবাণু বা ব্যাকটেরিয়াকে বলা হয়ে থাকে 'সুপার বাগ'। যাদের বিরুদ্ধে পৃথিবীতে আমাদের জানা প্রায় সব অ্যান্টিবায়োটিক অকার্যকর। এসব সুপার বাগ ব্যাকটেরিয়া কিন্তু রোগ সৃষ্টি করার সময় কাউকে ছাড় দেবে না। এমনকি কারও একদিনের শিশু বা বৃদ্ধ বাবা-মাকেও না। বরং তাদের ক্ষেত্রে অবস্থা আরো বেশি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে। এরকম অ্যান্টিবায়োটিক অকার্যকারিতার কয়েকটি কারণ হলো: অ্যান্টিবায়োটিকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপত্র, অসম্পূর্ণ সেবন, গবাদিপশু ও মৎস্য পালনে অতিরিক্ত অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার, দুর্বল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যথা- রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে অসচেতনতা, দুর্বল পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, নতুন অ্যান্টিবায়োটিকের আবিষ্কারের অনুপস্থিতি, যে রোগের জন্য যে অ্যান্টিবায়োটিক সে রোগে অন্য অ্যান্টিবায়োটিক সেবন। এক্ষেত্রে একদিকে যেমন অন্য রোগের ওষুধটি অকার্যকর হয়ে পড়ে, তেমনি রোগীর বর্তমান রোগের জীবাণুও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এরপর সেই ব্যাকটেরিয়া বিভিন্ন মাধ্যমের সহায়তায় প্রকৃতিতে আসে এবং অন্যদের আক্রমণ করে। এভাবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম একই রোগে আক্রান্ত হচ্ছে শক্তিশালী ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা। এছাড়াও মাছ, মুরগি ও গবাদিপশুর খাদ্যের সাথে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিবায়োটিক মিশিয়ে গ্রোথ প্রমোটার হিসেবে খাওয়ানো হয়; কৃষক জানেন না কী মাত্রায় পশুকে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়াতে হবে। কিন্তু বছরের পর বছর তিনি খাওয়াচ্ছেন। এর ফলে নিম্নের ঘটনাগুলো ঘটতে থাকে:

ক) পশুকে আক্রমণকারী ব্যাকটেরিয়া অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী হয়ে ওঠে;

খ) পশুর প্রস্রাব-পায়খানার মাধ্যমে প্রকৃতিতে আসা অ্যান্টিবায়োটিক পরিবেশে থাকা ব্যাকটেরিয়াগুলোকে সুযোগ করে দেয় অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী হয়ে উঠতে। সেই সাথে এই অ্যান্টিবায়োটিক অণুগুলো মাটি থেকে গাছে চলে যায়, ফসল ও ফলের মাধ্যমে মানবদেহে ঢুকে পড়ে। যেহেতু যথার্থ মাত্রায় মানবদেহে ঢুকে না, তখন সেগুলোর বিরুদ্ধে শরীরে থাকা সাধারণ ব্যাকটেরিয়াগুলো শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং রোগ সৃষ্টি করে, যেগুলো আর অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে সহজে সারতে চায় না;

গ) মাছ, গোশতের মাধ্যমেও কিছু মাত্রায় অ্যান্টিবায়োটিক মানবদেহে ঢুকছে, যেগুলো একই রকমভাবে মানুষের দেহে আন্টিবায়েটিক প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়া তৈরি করছে। এভাবেই ব্যাকটেরিয়াগুলো দিনে দিনে আমাদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী হয়ে উঠছে। অ্যান্টিবায়োটিকের ডোজ ও কোর্স: রক্তে একটি নির্ধারিত পরিমাণ অ্যান্টিবায়োটিক নির্দিষ্ট সময় ধরে না থাকলে ব্যাকটেরিয়া নিজে তো মরেই না, বরং ওই ওষুধকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলে। তাই, ক্লিনিক্যাল স্টাডির উপর ভিত্তি করে গাইডলাইন অনুযায়ী একজন চিকিৎসক নির্ধারণ করে অ্যান্টিবায়োটিকের ডোজ ও কোর্সের মেয়াদ।

অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স প্রতিরোধে আমাদের করণীয় কী?

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগে প্রতি বছর ১৮-২৪ নভেম্বর সপ্তাহ ব্যাপী সারাবিশ্বে পালিত হয় 'বিশ্ব অ্যান্টিবায়োটিক সচেতনতা সপ্তাহ'। ২০২২ সালে এই দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল সংরক্ষণে ঐক্যবদ্ধ হই।' এর প্রতিকার হিসেবে বলা যায় আমাদের যার যার অবস্থান থেকে সচেতন হওয়া উচিত। নিবন্ধিত চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রয় নিষিদ্ধ করা এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করে আইন প্রণয়ন করা উচিত। জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য টিভি, পত্রিকা, ইন্টারনেট, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করা উচিত। একমাত্র এটাই আমাদের বাঁচাতে পারে। যে কোনও অসুখ হলে না জেনে, না বুঝে এবং আশেপাশের লোক, ফার্মেসি, ওষুধের লাইনে অভিজ্ঞ নামধারী লোকের দেয়া কোনও ওষুধ খাওয়া উচিত নয়। অসুস্থ হলে রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়ে পরামর্শ নিন এবং চিকিৎসকের পরামর্শমতো প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা মানসম্পন্ন পরীক্ষাগার থেকে করানোর চেষ্টা করুন। খামারে শুধুমাত্র রেজিস্টার্ড পশু চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে হবে ও

ডোজ সম্পূর্ণ করতে হবে।

রোগীদের সচেতন করার পাশাপাশি চিকিৎসকদের আরও বেশি সচেতন হতে হবে। সাধারণ জ্বর ও কাশিতে অ্যান্টিবায়োটিক কেন দেয়া যাবে না, রোগীকে তা বুঝিয়ে দিতে হবে। অ্যান্টিবায়োটিক দিলে অবশ্যই সেটা সঠিকভাবে সেবনের নিয়ম গুরুত্ব সহকারে বলে দিন। ডোজ মিস করলে বা ইচ্ছে করে কয়েকটা খেয়ে পুরো কোর্স শেষ না করলে কী সমস্যা হবে, সেটা বুঝিয়ে বলতে হবে। কোনও ডোজ ভুলে বাদ পড়ে গেলে কী করণীয়, সেটাও বলে দেবেন। না জেনে ও না বুঝে কেউ যেন অ্যান্টিবায়োটিক না খায় সেজন্য কাউন্সেলিং করতে হবে। এজন্য রোগীদের সাথে চিকিৎসকদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।

রাষ্ট্রের স্বাস্থ্য বিভাগকে এগিয়ে আসতে হবে নাগরিকদের এই আসন্ন বিপদ থেকে বাঁচাতে। এ বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরিতে স্বাস্থ্য বিভাগ ও ওষুধ প্রশাসনকে এগিয়ে আসতে হবে। আইন প্রয়োগ করে ভুয়া ফার্মেসি ও ভুয়া ফার্মাসিউটিক্যালস বন্ধ করতে হবে।

ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। অতিরিক্ত লাভের জন্য দেশের মানুষের এত বড় ক্ষতি করা যাবে না। ওষুধ সম্পর্কে জনগণ ও চিকিৎসকদের সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য দিতে হবে। ওষুধের সঠিক পরিমাণ ও মাননিয়ন্ত্রণ করতে হবে। জনগণ ও ওষুধের বিক্রেতাদের অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্সের বিষয়ে সচেতন করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

দেশে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার কারিকুলামে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতামূলক পাঠ্যসূচি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে। অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স প্রতিরোধে এই সেক্টরগুলো সচেতনতামূলক তথ্য প্রচার করে অনেক শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারে।

পরিশেষে বলবো, বাঁচতে হলে জানতে এবং মানতে হবে। তা না হলে নিজে ধ্বংস হওয়ার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য তৈরি হবে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট ওয়ার্ল্ড, যেখানে জীবন বাঁচাতে আর কোনও অ্যান্টিবায়োটিক অবশিষ্ট থাকবে না।

প্রিয় স্বদেশ ও বিশ্ব মানবের প্রতি ভালোবাসা থেকে আমরা প্রত্যেকে সচেতনভাবে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করবো, এটাই হোক আমাদের অঙ্গীকার। 'অযথা অ্যান্টিবায়োটিক সেবন ক্ষতির কারণ, বিনা প্রেসক্রিপশনে তা কিনতে বারণ'।

মু. মেছবাহ উদ্দিন খান
কনিষ্ঠ কর্মকর্তা (ভাণ্ডার বিভাগ) ইডিসিএল।

রুদ্রপ্রতাপের যুদ্ধ

আঁকাবাঁকা পথে বয়ে যায় ফেনী নদীর স্রোতধারা। তার কোলঘেঁষে সবুজ শ্যামলছায়া ঘেরা গ্রাম বিজয়পুর। এ গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ কৃষক। ফেনী নদী তার অববাহিকা গ্রামের মানুষকে উজার করে দিয়েছে ভরপুর শস্য শ্যামল মাঠ।

নলিনী রায়, এ গ্রামের হতদরিদ্র বিধবা নারী, তার একমাত্র ছেলে রুদ্রপ্রতাপকে ডাকে। -রুদ্রপ্রতাপ! কোথায় গেলি বাবা? ভাত খেতে আয়! তখন তার রুদ্রপ্রতাপ বন্ধুদের সঙ্গে ভরদুপুরে ডাঙ্গুলি খেলায় ব্যস্ত। রুদ্রপ্রতাপ, আঠার বছরের গোলগাল মুখমণ্ডল ও কোঁকড়ানো কুন্তলের আর ডানপিটে তেজো দীপ্ত বালক। নামটি রেখেছে তার বাবা হরিশ চন্দ্র রায়। যিনি মারা যাওয়ার সময় রুদ্রপ্রতাপের বয়স ছিল আট বছর। গ্রামে তখন কলেরা ছড়িয়ে পড়ে। হরিশ চন্দ্র সে সময়ে মারা যান। গ্রামের মানুষ এ ব্যাধিকে কালাদেবী আর বদজিন বলতো। ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাস, রুদ্রপ্রতাপ তার মাধ্যমিক পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত। পরীক্ষা শেষে রুদ্রপ্রতাপ তার মাকে বলল,

'মা! ভুট্টু যেভাবে পরীক্ষা নিয়েছে, সে জানে না আমরা বাঙলি জাতি, মেধাবী আর বীরের জাতি। আমার পরীক্ষা ভালো হয়েছে মা।' ছেলের কথা শুনে মা আশায় বুক বাঁধলো। হয়তো এই ছেলেই একদিন তার ভাগ্য বদলাবে।

একদিন রুদ্রপ্রতাপ ডিম বেচতে হাটে যায়। তখন গ্রামে টেলিভিশন ছিল না, গ্রামের সবাই ব্যাটারি চালিত রেডিও শুনতো, হঠাৎ সে এক বজ্রকণ্ঠের ভাষণ শুনতে পেল রেডিও থেকে– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

রুদ্রপ্রতাপ সেই দোকানের দিকে যায় ভাষণটা আরও ভালোভাবে শুনতে। ভাষণ শুনতে দোকানে প্রচুর মানুষের ভিড় জমে যায়। রুদ্রপ্রতাপ ভিড়ের মধ্যে গিয়ে বুঝতে পারলো, এই কণ্ঠ আর কারোর নয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের। সেই গগণকণ্ঠী ভাষণ শুনে রুদ্রপ্রতাপের ইচ্ছে হলো, সেও সংগ্রামে যাবে। এর কিছুদিন পর দেশে যুদ্ধ বেঁধে গেল। রুদ্রপ্রতাপ তার মাকে বলল- 'মা! আমি যুদ্ধে যাব।'

মা তাকে নিষেধ করল, কারণ এই ছেলে তার বেঁচে থাকার এক মাত্র অবলম্বন। একরাতে রুদ্রপ্রতাপ তার মায়ের নিষেধ অমান্য করে, দেশ মাতৃকাকে রক্ষায় বাড়ি থেকে বের হয়ে গেল। নলিনী রায় কান্নায় ভেঙে পড়লো, তবুও আশায় বুক বাঁধল, একদিন না একদিন তার ছেলে সত্যি সত্যিই ফিরে আসবে। কিন্তু মায়ের এ প্রতীক্ষার শেষ হলো না আজও।

রাজন মজুমদার
কনিষ্ঠ কর্মকর্তা (৫৩৭৫), প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট বিভাগ
ইডিসিএল, গোপালগঞ্জ প্লান্ট

সাহসী মুখ

ইডিসিএল আমাদের পরিবার, আমাদের গর্ব,
তাই আমরা শ্রমিক মন দিয়ে কাজ করব;
ইডিসিএল আমাদের পরিবার, আমাদের কর্ম
তাই আমি ও আমরা সবাই ধন্য।

ইডিসিএল ১৯৮৩ সালে স্থাপনা যার
বাংলাদেশে আজ তুলনা হয় না তার।
প্রফেসর ড. এহসানুল কবির জগলুল এমডি স্যার
আপনার জ্ঞানে আলোকিত হয়েছে ইডিসিএল পরিবার।
তিনি আমাদের দু'নয়নের অগ্নিভরা চোখ
ইডিসিএল পরিবারের সাহসী মুখ।

মো. রাসেল মোল্লা
পরিচ্ছন্নকর্মী, ভাণ্ডার বিভাগ
ইডিসিএল, ঢাকা।

কভিড-১৯ মহামারী ও যাপিতজীবন

২০১৯ সালের ডিসেম্বরে চিনের উহান প্রদেশে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। পরে এটি মহামারী আকারে বিশ্বজুড়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশে ২০২০ সালের মার্চে প্রথম করোনা রোগী সনাক্ত হয়। এরপর থেকে সরকার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা অনুযায়ী লকডাউন, মাস্ক পরা, শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখাসহ নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন 'এসেনশিয়াল ড্রাগস কোম্পানি লিমিটেড' করোনা মহামারীর শুরু থেকে কোম্পানিতে নিয়োজিত শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য বিবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কোম্পানির মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নেতৃত্বে মেডিকেল সেন্টার থেকে আমরা কর্মে নিয়োজিত সবার সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করি। যথা:

১। সচেতনতা তৈরি করা। যেমন, বাধ্যতামূলক মাস্ক পরা, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, ভিড় এড়িয়ে চলা, অর্ধেক জনবল দিয়ে কাজ করা, বারবার হাত ধোয়া, নিয়মিত হ্যান্ড স্যানিটাইজেশন ইত্যাদি।

২। অফিসের বিভিন্ন বিভাগে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা এবং উপদেশ প্রদান করা।

৩। সরকার কর্তৃক নির্দেশিত ঝুঁকিযুক্ত এলাকা থেকে লোকজন অফিসে প্রবেশ না করানো।

৪। অফিসে প্রবেশের সময় থার্মো স্ক্যানার দিয়ে দৈহিক তাপমাত্রা নির্ণয় করে অফিসে প্রবেশ করানো।

৫। অফিসে কোনও শ্রমিক, কর্মচারী যেন ঠান্ডা, কাশি, জ্বর, গলাব্যথা নিয়ে অফিসে প্রবেশ করতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখা।

৬। করোনা টিকা গ্রহণের জন্য সবাইকে উৎসাহিতকরা।

৭। করোনা পজিটিভ হলে, নেগেটিভ না হওয়া পর্যন্ত ছুটিতে আইসোলেশনে থাকা।

করোনার কারণে যেসব ওষুধের চাহিদা বেড়ে যায় যেমন প্যারাসিটামল, ক্লোরফেনিরামিন ম্যালিয়েট, সেটিরিজিন, হ্যান্ডস্যানিটাইজার, ভিটামিন-সি, ইত্যাদির বর্ধিত চাহিদা পূরণের জন্য ইডিসিএল-এর কর্মীরা নিরলসভাবে দিনরাত কাজ করে যায় এবং ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলাপর্যয়ে রোগীদের তা সরবরাহ করা হয়। করোনা আমাদের কিছু প্রিয় সহকর্মীকে কেড়ে নেয়, যা আমাদের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করে। করোনা প্রতিরোধে বিশ্বের উন্নত দেশগুলো যেখানে হিমশিম খেয়ে যায়, সেখানে বর্তমান সরকারের সঠিক ও সুদূর প্রসারী পদক্ষেপের কারণে করোনার বিরূপ প্রভাব আমাদের দেশে অনেকটা সীমিত পর্যায়ে রাখা সম্ভব হয়েছে। বর্তমান সরকার দেশে টিকা উৎপাদনের জন্য গোপালগঞ্জে ৬ দশমিক ৮৫ একর জমি প্রদান করে ইডিসিএলকে, যা স্বাস্থ্যখাতে মাইল ফলক হয়ে থাকবে মহামারীসহ অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে। করোনা মহামারী আমাদের জীবনের অনেক নতুন দিক উন্মোচন করেছে, অনেকক্ষেত্রে সম্পর্কের নতুন সমীকরণ তৈরি করেছে। COVID-19 আমাদের মাঝে যে স্বাস্থ্য সচেতনতা তৈরি করেছে, তা অব্যাহত থাকলে অনেক রোগ থেকে আমরা মুক্ত থাকব। করোনামুক্ত সুস্থ-স্বাভাবিক পৃথিবী আমাদের ফিরে আসবে, সেই প্রত্যাশায় বিশ্ববাসী।

আসমা ইয়াকুত
কনিষ্ঠ মেডিকেল কর্মকর্তা, প্রশাসন।

একটি মানবিকতার গল্প

২০০২ সালের ৮ আগস্ট এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানি লিমিটেডে যোগদান করি। এ দীর্ঘ ২০ বছরের কর্মজীবনে ইডিসিএলকে অনেক চড়াই-উৎড়াই পার করতে দেখেছি। বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি পার করে আজ ইডিসিএল বাংলাদেশের ওষুধের চাহিদা মিটিয়ে দেশের অন্যতম স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে রূপ নিয়েছে। দেশের সকল সরকারি হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, কমিউনিটি ক্লিনিক, স্বাস্থ্য ইন্সটিটিউট এমনকি বিদেশেও ইডিসিএলের তৈরি ওষুধ সরবরাহের মাধ্যমে ব্যাপক সুনাম অর্জন করেছে।

গত জুন মাসে অফিসে কর্মরত অবস্থায় আমার হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। আমাকে অফিসের মেডিকেল সেন্টারে নেয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তাৎক্ষণিকভাবে আমাকে অফিসের গাড়িতে করে জাতীয় হৃদরোগ ইন্সটিটিউটে ভর্তি করা হয়। সেখানে আমাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়। চিকিৎসা চলাকালে অফিসের সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক অধ্যাপক ডা. এহসানুল কবির জগলুল স্যার আমার শারীরিক অবস্থার খোঁজ-খবর নেন এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। আমি তাঁর অধীনে কাজ করে নিজেকে খুবই ধন্য মনে করছি। অফিস কর্মীদের বিপদে তিনি সর্বদাই উদার মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। পরবর্তীতে এনজিওগ্রামের মাধ্যমে আমার হার্টে সাতটি ব্লক ধরা পড়লে আমি আর আমার পরিবার মানসিকভাবে ভেঙে পড়ি। চিকিৎসার বিপুল ব্যয় এবং আমার শারীরিক অবনতি আমাকে হতাশাগ্রস্ত করে তোলে। আমার করুণ অবস্থার কথা জেনে বর্তমান সিবিএ বি-২১৩৭-এর সভাপতি জনাব ওবায়দুর রহমান এবং সাধারণ সম্পাদক জনাব আলমগীর হোসেন সরদার অফিসের মেডিসেফ ফান্ডের মাধ্যমে আমার ওপেনহার্ট সার্জারির জন্য অগ্রিম এক লক্ষ টাকা অনুদানের ব্যবস্থা করে দেন, যা ইডিসিএলের ইতিহাসে বিরল। নবনির্বাচিত সিবিএ হয়েও সকল প্রতিকূল পরিস্থিতিকে সামাল দিয়ে তারা আমার জন্য এই উদ্যোগ নেন। এছাড়াও অফিসের সকল সহকর্মী, যারা চিকিৎসাকালীন আমার সাথে সব সময় যোগাযোগ রাখেন, তাদের সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

আলহামদুলিল্লাহ। মহান আল্লাহ তাআয়ালার অশেষ রহমতে আমি এখন মোটামুটি সুস্থ। আর আজকের এই স্মৃতিকথাটি লিখতে পারছি। আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই পরিকল্পনা বিভাগের ব্যবস্থাপক আমার শ্রদ্ধেয় মনোয়ারুল আমিন স্যারকে। যিনি সর্বদা আমাকে সময়োপযোগী উপদেশ দেন এবং চিকিৎসাকালীন সার্বিক সহায়তা প্রদান করেন। পরিশেষে বলতে চাই, এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানি লিমিটেডের মাধ্যমে দেশের স্বাস্থ্য সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পেরে আমি গর্বিত। ইডিসিএলের কর্মী হিসেবে আমি ধন্য। জয় হোক ইডিসিএলের, জয় হোক মানবতার, জয় হোক শ্রমিকদের।

আমির হোসেন
অফিস সহায়ক, উৎপাদন বিভাগ।

শ্রমিকবান্ধব এমডি

বঙ্গবন্ধুর আদর্শে লালিত জীবন্ত কিংবদন্তি অধ্যাপক ডা. এহসানুল কবির জগলুল
গরিব দুঃখী মেহনতি মানুষের জন্য তুমি সুখ-দুঃখের বুলবুল।
ইডিসিএলের এমডি হয়ে এসে দুর্নীতির করেছ মূলোৎপাটন,
তুমি শ্রম দিয়ে, মেধা দিয়ে বাড়িয়েছো ইডিসিএলের উৎপাদন।

তুমি ঊনসত্তরে শেখ কামালের হাত ধরে দিয়েছিলে রাজপথ কাঁপানো শ্লোগান
তুমি একাত্তরে বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে
মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা করেছিলে বাজি রেখে নিজ প্রাণ।
তুমি বঙ্গবন্ধুর আদর্শে গড়া রাজপথের সাহসী সৈনিক,
তুমি শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলার নৌকার নির্ভীক নাবিক।

শেখ হাসিনা সরকার ঘোষিত শতভাগ পে-স্কেল মোদের করেছো প্রদান,
ইডিসিএলের পে-স্কেল ইতিহাসে তোমার বিরল অবদান
শ্রমিক-কর্মচারী মানুষে-মানুষে নেই কোনও ব্যবধান, সকল মানুষ সমান
সাধারণ শ্রমিক-কর্মচারীর সাথে ক্যান্টিনের খাবার খেয়ে করেছো প্রমাণ।

অনেক দুঃখে, অতি কষ্টে জীবন যাপন করতো মধুপুরের শ্রমিক-কর্মচারী,
তুমি তাদের দুঃখ করতে লাঘব, সেথায় তৈরি করে দিয়েছো ডর্মেটরি।
তুমি বিনামূল্যে রায়পুরের আর্তপীড়িত মানুষের দিয়ে চলেছো স্বাস্থ্যসেবা
তোমার মতো এমন মানবতার দরদী বাংলায় আছেই কে-বা?

তোমার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় গোপালগঞ্জের প্রকল্প দ্রুত হচ্ছে বাস্তবায়ন,
তোমার কর্মকাণ্ডে খুশি হয়ে প্রধানমন্ত্রী তৃতীয় দফায় এমডি পদে দিলেন মনোনয়ন।
তোমার প্রচেষ্টায় শেষ হতে চলেছে দীর্ঘ এক যুগের প্রতীক্ষার সেই দিন,
তোমার বলিষ্ঠ হাতের পরশে চালু হয়েছে বগুড়ার সেফালোস্পরিন।

তুমি শুধু মোদের এমডি নও, তুমি মোদের শ্রমিক নেতা, শ্রমিকের ভাই,
তোমার মতো শ্রমিক দরদি এমন এমডি বাংলায় আর কোথাও নাই।
পিতার মতো শাসন বারণ, ভাইয়ের মতো আদর স্নেহ, মোরা তোমার কাছে পাই,
পরম্পরা ইডিসিএলের এমডি হিসেবে মোরা তোমাকেই চাই।

হারুন অর রশিদ
ভাণ্ডাররক্ষক, গোপালগঞ্জ প্লান্ট, ইডিসিএল।

বিজয়ের গান

আর কত সইবো?
আর কত গণকবরে দাফন করবো?
জানাজা পড়ানো ইমামের জানাজা হাবু চাচা শেষ করলো;
চোখে জল টলমল করছে না, জ্বলছে অগ্নিশিখা।
দাওয়ায় বসে মোল্লার বিবি, কেবল ক্ষোভ;
আর একটি অপেক্ষা, বিজয়ের ক্ষুধায় প্রাণাক্রান্ত হয়ে,
লড়াই করে বীরের মতো।
কেড়ে নেব অধিকার আছে যতো।
খাঁচায় বন্দি পাখির মতো না বেঁচে
মুক্ত আকাশে ডানা মেলবো এই মোরাই।
শেকলটাকে তুচ্ছ করে,
বাঘের গর্জনে মেতে উঠে,
ছিনিয়ে নেব বিজয়ের গান।
চারপাশে দামামা বাজিয়ে, রক্তভেজা সবুজ ঘাসের মুগ্ধতায়
মেতে উঠবো এই মোরাই।
এ যেন এক বিষণ্ন সৌন্দর্যে ঘেরা অনুভূতি, অনুভূতিগুলো
মুক্তির প্রতিধ্বনি হয়ে, আকাশে-বাতাসে, প্রান্তে-দিগন্তে
অগ্নিশিখা হয়ে ফুটে উঠেছে।
এ কীর্তি অনুসরণ করে প্রজন্ম পরে,
জয় বাংলার গানে;
প্রতিবারের জয়ের পরে,
৭১-এর গল্প স্মরণ করে
গৌরবময় বেদনায় কাতর হয়ে,
নতুন উদ্যমে উদ্যোগী হবে বাঙালি জাতি।

মো. জানে আলম ভূঁইয়া
উর্ধ্বতন পরিকল্পনা কর্মকর্তা
পরিকল্পনা বিভাগ, ইডিসিএল, ঢাকা।

ইডিসিএল ও মানবিক ডা. জগলুল

ইডিসিএল এবং ডা. জগলুল
যেনো একই বৃন্তে দুটি অকৃত্রিম ফুল।
যুদ্ধ করো তুমি মানুষের রোগ মুক্তির তরে
তোমার জন্য ভালোবাসা হৃদপিণ্ড ভরে।
শক্তিশালী ও দক্ষ নেতৃত্ব আছে যার-
তিনি **অধ্যাপক ডাঃ এহসানুল কবির জগলুল** স্যার,
হাজারও কর্মীর অনুপ্রেরণায়-
তিনিই ইডিসিএল কে শিকড় থেকে শিখরে পৌঁছায়।
ইডিসিএল যেন একটি পরিবার-
যার আছে বটবৃক্ষসম অভিভাবক
তার শীতল ছায়ায় মুছে যায় কর্মীদের ক্লান্তি ও দুখ
ইডিসিএল কোটি মানুষের ভালোবাসায় অংকিত
ইডিসিএল এর কর্মী হতে পেরে আমি গর্বিত।
কর্মী ও শ্রম বান্ধব ইডিসিএল গড়ার অবদান যার,
তিনি সকল কর্মীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার **এমডি স্যার**।
যার জন্য সচ্ছলতা পেয়েছে হাজার হাজার পরিবার।
যাকে নিয়ে করা যায় গর্ব শতবার।
ইডিসিএল ও মাননীয় এমডি স্যারের কথা বলে হবে না শেষ
ওষুধ খাতে সচ্ছল হয়েছে, **বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ**।

সাহিদুর রহমান
কনিষ্ঠ আইটি কর্মকর্তা
ইডিসিএল,ঢাকা

স্পর্শে লুকোচুরি

আমায় আর স্পর্শ করে না,
তোমার ওই করুণ চাহনি।
আমায় আর স্পর্শ করে না
তোমার ওই হাহাকার করা কান্না।
আমায় আর স্পর্শ করে না
তোমার ভালোবাসা নামক সুখপাখিটা
মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করলেও।
আমায় আর স্পর্শ করে না
একাকিত্বের যন্ত্রণাময় সময় কাটাতে গেলেও
আমার আর কষ্ট লাগে না,
প্রিয়ার হাতে অন্য কারো হাত দেখলেও
সুখের সাম্পানকে দুখের সাগরে ভাসতে দেখলে,
আমি আজ একাই নিজেকে বুঝতে পারি।
দরকার হয় না দ্বিতীয় কোনও সত্তার
দরকার হয় না ভালোবাসা নামক পবিত্র শব্দের,
একান্ত ব্যবহারের কোনও প্রয়োজন ।
আমি নিশ্চিন্তে জীবন আর মরণের লুকোচুরি দেখছি
এখন শুধু একা একা ভালোবাসার তন্ত্রলিপি পোড়াচ্ছি।

একা-একাই কাঁদছি, খেলছি, হাসছি,
মন চাইলে সবাইকে নিয়ে হৈ হুল্লোড় করছি।
তবুও আর স্পর্শ করে না
আমার জীবনের স্পন্দিত কোনও স্বপ্নকে
সামনে শুধু আমার একা বসবাস!
আর না তো কোনও জীবনের আবাস।

আবু নাঈম মো. রাকিবুল হাসান খান
কর্মকর্তা, বিক্রয় ও বিপণন বিভাগ, ইডিসিএল, ঢাকা।

বিজয়ের হাসি

নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও এদিকেই আমার প্রত্যাবর্তন
নিজের আকাঙ্ক্ষাকে হাজার বার করতে হয় কর্তন।
হৃদয়ে এঁকেছি নানান রঙের আল্পনা
বাস্তবায়িত হয়নি আমার কোনও কল্পনা
নিজের মাঝে হারিয়ে যাচ্ছে নিজের সত্তা
কেন কেউ হতে পারি না নিজের জীবনের কর্তা?
এক সমুদ্র হতাশা নিয়ে ঠোঁটে রাখতে হয় হাসি
জানি না কেন পরতে হয়েছে পরাধীনতার ফাঁসি
পরিস্থিতির কাছে স্বপ্নগুলোর কতবার দিতে হয়েছে বিসর্জন
নিজের কাছে অপরিচিত নিজেরই দর্পণ
মরুভূমির প্রান্তরে আমি একা দাঁড়িয়ে
মাঝে মাঝে এক মুঠো আনন্দ মনের ক্ষতকে দেয় সারিয়ে
জীবন তো নয় যেন বক্ররেখা
কেন ইচ্ছাগুলোর থাকে নির্দিষ্ট সীমারেখা
সবকিছু থেকেও আমি অভিশপ্ত
মনে হয়, আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা কারো কাছে বাজেয়াপ্ত
তবুও এগিয়ে যেতে চাই চোখে স্বপ্ন নিয়ে
নিজের গন্তব্য পৌঁছাতে চাই বিজয়ের হাসি দিয়ে।

কাশফিয়া নাহিয়ান
কনিষ্ঠ বিক্রয় কর্মকর্তা, বিক্রয় ও বিপণন

সুখ...

সুখ খুঁজছি, সুখ
সুখের বাড়ি কোথায়?
দেশ-বিদেশে? গ্রাম-শহরে?
কোথায় তারে পাই!

সুখ খুঁজছি সকাল-বিকাল
সন্ধ্যা, দিবা-রাত্রি
সুখ খুঁজতে হচ্ছি সবাই
অসুখনগরের যাত্রী!

সুখ বলতে টাকার পাহাড়
কিংবা বাড়ি-গাড়ি
কীভাবে তা কামানো যায়
আরও তাড়াতাড়ি।

অর্থকড়ি থাকলেই কী
হয় কি যাওয়া সুখী?
এসব থেকেও অনেক মানুষ
বেজায় রকম দুঃখী!

সুখ বলতে বুঝতাম যদি
সুস্থ দেহ-মন
সমৃদ্ধিতে ভরেই যেত
সবার জীবন।

মো. নুরুন্নবী
ভাণ্ডার সাহায্যকারী
ইডিসিএল, বগুড়া

ইডিসিএল-এর থিম সং

কোটি মানুষের সেবায় আমরা আছি তাই
লাল সবুজের কাগজে মোড়ানো ভালোবাসায়
আমরা পৌঁছে দেই সুস্থতার আলো
যে আলো ভর করে তুমি বিশ্ব রাঙালে
এসেনসিয়াল ড্রাগস্ আমাদের অহংকার
এসেনসিয়াল ড্রাগস্ মানবতার অঙ্গীকার
ওওওও... হওহওহও... ওওওও...।
জাতির পিতার আদর্শে আজ নির্ভয় হয়ে,
আমরা পৌঁছে দিয়েছি আমাদের সেবা
সমগ্র বাংলাজুড়ে,
উন্নয়নের শপথ নিয়েছি জননেত্রীর সাথে
আমরা পৌঁছে দেব আমাদের সেবা সমগ্র বিশ্বজুড়ে
আসুক যতই বাধা এই দেশে,
রুখবো মহামারীতে সেবা দিয়ে
জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রেখে,
থাকবো সবার মাঝে
এসেনসিয়াল ড্রাগস্ আমাদের অহংকার
এসেনসিয়াল ড্রাগস্ মানবতার অঙ্গীকার।

মো. রিয়াদ উদ্দিন
কনিষ্ঠ ভাণ্ডার কর্মকর্তা

অমিত ও হাছান

এ বছর কেঁদেছি দু'বার
একবার হাছানের তরে,
আর একবার অমিত!

দু'জনের জীবনই আমাকে দিয়েছে নাড়া,
আমার দু'চোখে জল নাই
অনেক কেঁদেছি আর ভেবেছি।

জীবন-মৃত্যুর হেলা খেলা,
হাছান ছিল এক জীবন্ত সংগ্রামের আলো
আর অমিত-
অফুরন্ত মনোবলের এক জীবন্ত প্রতীক।
ওরা হেরেছে কিন্তু হারিয়ে যায়নি।

হারতেই তো হবে-
জীবনের অমোঘ পরিণতিতে।
কিন্তু যতদিন ছিল-
তুলনা নেই কোনও বৃহৎশক্তির;
শিখিয়ে গেছে কিভাবে
এক কাতারে বাঁচতে হয়।

একজন পরিবারের
আরেকজন জাতির।

(হাছান কবির একজন প্রিয় বন্ধু,
অমিত- Wild Polio Virus-এ
আক্রান্ত একটি ছোট্ট কিশোর)

অধ্যাপক ডা. এহসানুল কবির জগলুল
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইডিসিএল

গণমাধ্যমের দৃষ্টিতে ইডিসিএলের কার্যক্রম

সমকাল
সন্ধানীকে অ্যাম্বুলেন্স দিল ইডিসিএল
রবিবার
কালের কণ্ঠ
প্রথম আলো
সরকারি চাকরি পেলেন রুপার বোন পপি
কালের কণ্ঠ
খরচ কমিয়ে বড় হচ্ছে ইডিসিএল
দৈনিক আমার সংবাদ
এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানি লিমিটেড
যুগান্তর
দেশে ওষুধ শিল্পে কাজের সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে
প্রতিদিনের সংবাদ
jagonews24.com
আলোকিত বাংলাদেশ
সাক্ষাৎকারে ইডিসিএলের এমডি অধ্যাপক ডা. এহসানুল কবির
গোপালগঞ্জে হচ্ছে ওষুধ তৈরির বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান
সরবরাহে ইডিসিএল

ইডিসিএল অ্যালবাম

ইডিসিএল অ্যালবাম'র একাংশ

পৃষ্ঠা: ৭০

ইডিসিএল অ্যালবাম'র একাংশ

প্রধান অতিথি
স্থান:

kinley

এমডি ম্যাডাম

Jeep

বিস্তারিত জানতে
16216

রকেটে ক্যাশআউট চার্জ এখন

সকল এজেন্টে
হাজারে মাত্র ৳ ১৬.৭০
কোন শর্ত নেই

ATM ক্যাশআউট হাজারে মাত্র ৯.০০ টাকা

রকেট
Download on the App Store
Google play
ডাচ্-বাংলা ব্যাংক
আপনার বিশ্বস্ত সহযোগী

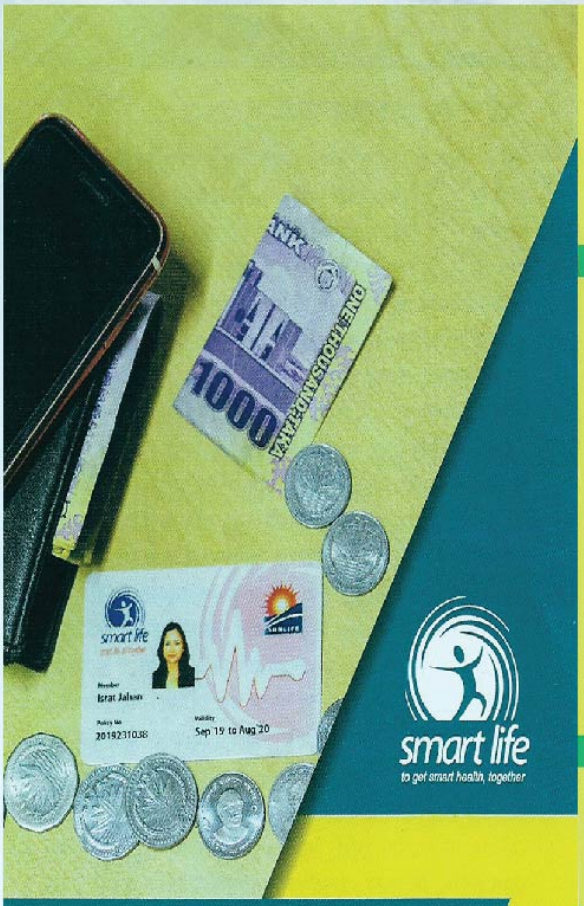

Sunlife Privilege World

Smart life privilege card

নিশ্চিন্ত যাত্রা

আপনার ভ্রমণকে সত্যিকার অর্থে আনন্দময় করে তুলতে সানলাইফ এর "নির্ভার যাত্রা" বীমা পরিকল্পের সুবিধা নিন।

পরিকল্পের সুবিধা :

- ভ্রমণকালীন সময়ে সংঘটিত দুর্ঘটনায় প্রাণহানি ঘটলে যাত্রীর নমিনী এককালীন ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার বীমা সুবিধা পাবেন।
- ভ্রমণকালীন সময়ে দূর্ঘটনাজনিত কারনে আহত হলে সংশ্লিষ্ট যাত্রী ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) থেকে ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা সহায়তা পাবেন।
- ভ্রমণ তারিখ থেকে পরবর্তী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে প্রাকৃতিক নিয়মে মৃত্যু হলে সংশ্লিষ্ট যাত্রীর নমিনী এককালীন ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকার বীমা সুবিধা পাবেন।
- ভ্রমণ তারিখ থেকে পরবর্তী ১০ (দশ) দিনের মধ্যে কোভিড-১৯ পজিটিভ হলে সংশ্লিষ্ট যাত্রী ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা চিকিৎসা সহায়তা পাবেন।

প্রিমিয়াম :

মাত্র ১০ (দশ) টাকা।
আপনার ভ্রমন - টিকেট মূল্যের সাথে মাত্র ১০/- টাকা প্রদান করতে হবে।

স্মার্ট লাইফ প্রিভিলেজ কার্ডের বৈশিষ্ট্য :

১. দেশব্যাপী বিভিন্ন আউটলেটে যথা হাসপাতাল, ডায়গনষ্টিক সেন্টার, রেষ্টুরেন্ট, শপিংমল ইত্যাদিতে (৫%-৪০%) পর্যন্ত কর্পোরেট ডিসকাউন্ট সুবিধা।
২. ডক্টর সানলাইফ থেকে ফোনে রাত দিন ২৪ ঘন্টা স্বাস্থ্য সেবা।
৩. স্বাভাবিক বা দূর্ঘটনা জনিত মৃত্যুতে ২.০০ লক্ষ টাকার জীবন বীমা সুবিধা।
৪. কার্ডটির মেয়াদ হবে ১ (এক) বছর।
৫. বয়স সীমা ৫৫ বছর।

ডক্টর সানলাইফ

জরুরী প্রয়োজনে তাৎক্ষনিক চিকিৎসা পরামর্শ ও প্রেসক্রিপশন নিতে কল করুন - সেবা নিন

09638024024

২৪ ঘন্টা আপনাদের সেবায়...

যোগাযোগ : ০১৮১০-০২৩০২০

সানলাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড
SUNLIFE INSURANCE COMPANY LTD.
"নিরাপত্তা ও নির্ভরতার প্রতীক"

জেবি পিন ক্যাশ

দেশীয় ব্যাংকিং
সেবায় সর্বপ্রথম

ব্যাংক একাউন্ট
ছাড়াই টাকা পাঠান
নিশ্চিন্তে

জনতা ব্যাংক পিন ক্যাশ এ,
স্বল্প খরচে টাকা পাঠান সারা দেশে।

প্রতি
হাজারে ২ টাকা

অথবা আরো কম খরচে,
টাকা পাঠান দেশের যে কোন প্রান্তে।

* শর্ত প্রযোজ্য

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
উন্নয়নে আপনার বিশ্বস্ত অংশীদার
www.jb.com.bd

তাকওয়া
ধর্মীয় আস্থায় ব্যাংকিং
মার্কেন্টাইল ব্যাংকের সকল শাখা ও উপশাখায় শরী'আহ্ ভিত্তিক ইসলামিক ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা হয়
আকর্ষণীয় তাকুওয়া আমানত সেবাসমূহঃ
চলতি আমানত হিসাব:
• আল-ওয়াদিয়াহ কারেন্ট একাউন্ট (AWCA)
মুদারাবা আমানত হিসাব:
• মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব (MSA)
• তাকুওয়া স্কুল ব্যাংকিং হিসাব (TSBA)
• তাকুওয়া বোনাস সঞ্চয় হিসাব (TBSH)
• মুদারাবা স্পেশাল নোটিস ডিপোজিট হিসাব (MSND)
• মুদারাবা স্থায়ী আমানত হিসাব (MTDR)
• মুদারাবা মাসিক সঞ্চয় প্রকল্প (MMSP)
• মুদারাবা দ্বিগুণ বৃদ্ধি আমানত প্রকল্প (MDBAP)
• মুদারাবা মাসিক মুনাফা আমানত প্রকল্প (MMMAP)
• মুদারাবা সুপার মুনাফা আমানত প্রকল্প (MSMAP)
• তাকুওয়া মুদারাবা হজ্জ সঞ্চয় প্রকল্প (TMHSP)
• তাকুওয়া কোটিপতি সঞ্চয় প্রকল্প (TKSP)
• তাকুওয়া বিবাহ সঞ্চয় প্রকল্প (TBSP)
(আরও সময়োপযোগী আকর্ষণীয় মুদারাবা আমানত প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন)
বিনিয়োগ সুবিধাসমূহঃ
• বাই-মুরাবাহা • বাই-মুয়াজ্জাল • বাই-সালাম
• বাই-ইসতিস্না • মুশারাকা
• হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক (HPSM)
• এমবিএল তাকুওয়া আবাসন (HPSM গৃহায়ন বিনিয়োগ)
• এমবিএল তাকুওয়া কার ইনভেস্টমেন্ট (HPSM-Car)
• MTDR এর বিপরীতে কর্জ (Qardh)
• আমদানি-রপ্তানি বিনিয়োগ
অন্যান্য সেবাসমূহঃ
• দেশব্যাপী অন-লাইন ব্যাংকিং সেবা
• শরীয়া'হ্ ভিত্তিক তাকুওয়া ডেবিট কার্ড ও ক্রেডিট কার্ড
• Rainbow App এর মাধ্যমে ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবা
• BEFTN ও RTGS সুবিধা
বাংলার ব্যাংক
মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড
Mercantile Bank Limited
দক্ষতাই আমাদের শক্তি
১৬২২৫
www.mblbd.com
facebook.com/mercantile.bd

“উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ”

এ উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় আজ বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হচ্ছে। আর এ উন্নয়নের অংশ হিসেবে সরকারের মেগা প্রকল্পসমূহ চলমান রয়েছে। সরকারের এ মেগা প্রকল্পসমূহের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে
সাধারণ বীমা কর্পোরেশন।

**তাই সরকারের উন্নয়নের অংশীদার হিসেবে
সাধারণ বীমা কর্পোরেশন পরিবার গর্বিত।**

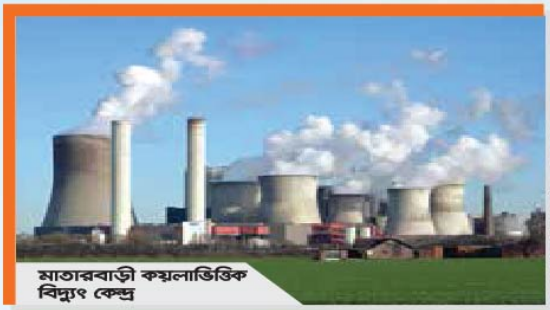
মাতারবাড়ী কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

সিঙ্গেল লাইন ডুয়েল গেজ রেলপথ দোহাজারী থেকে কক্সবাজার

পদ্মা ব্রিজ রেল লিংক

রূপপুর নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট

বঙ্গবন্ধু টানেল

মেট্রো রেল

রাষ্ট্রীয়খাতে একমাত্র নন-লাইফ বীমা ও পুনঃবীমা প্রতিষ্ঠান

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন
SADHARAN BIMA CORPORATION

(The Symbol of Economic Security)

পূবালী ব্যাংক লিমিটেড
PUBALI BANK LIMITED
www.pubalibangla.com

63 Years in Banking 1959 - 2022

"পূবালী ব্যাংকে সঞ্চয় করুন
নিরাপদে থাকুন"

সর্বাধিক শাখা । সর্ববৃহৎ অনলাইন নেটওয়ার্ক
সর্বাধুনিক তথ্য প্রযুক্তি । সর্বাধুনিক তথ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা

ফ্রি অনলাইন । ফ্রি ইন্টারনেট ব্যাংকিং । ফ্রি ইজিপি

- অবকাঠামোর আধুনিকায়ন, সমৃদ্ধ মানব সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে নিরাপদ ব্যাংকিং সেবা প্রদান।
- প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রগতির ভিত্তি হিসাবে কর্পোরেট সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সততা আর সামাজিক দায়বদ্ধতার যথার্থ পরিপালন।
- ডাবল এ প্লাস (**AA+**) ক্রেডিট রেটিং।

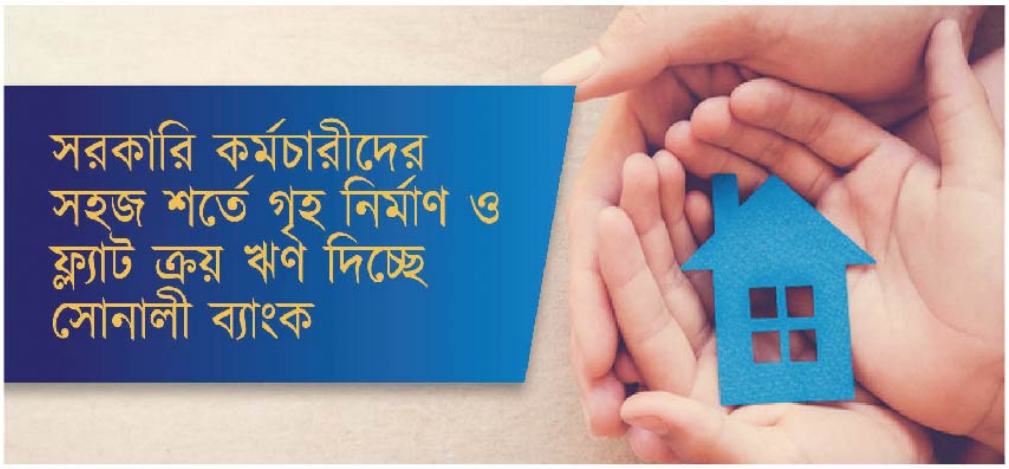

৪% সরল সুদ।

দ্রুত ঋণ প্রক্রিয়াকরণের নিশ্চয়তা।

কোনো প্রকার অতিরিক্ত ফি নেই।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য আপনার নিকটস্থ সোনালী ব্যাংকের শাখায় যোগাযোগ করুন

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড
উদ্ভাবনী ব্যাংকিং এ আপনার বিশ্বস্ত সঙ্গী
www.sonalibank.com.bd

লেজার এয়েসথেটিকস প্রাইভেট লিঃ

অত্যাধুনিক লেজার মেশিনের মাধ্যমে চর্ম রোগের চিকিৎসা কেন্দ্র।

সেবা সমূহ

- ব্রন ও ব্রনের দাগ/ক্ষত নির্মূল।
- অবাঞ্ছিত লোম অপসারন।
- চুল পরা বন্ধসহ চুলের চিকিৎসা।
- ডার্মারোলার/ডার্মাপেন/পিআরপি থেরাপি।
- মুখমন্ডলে কালো দাগ, মেছতা, ফ্রিকেল, মোল।
- বোটক্স, ফিলার।
- ত্বক, নখ, কুষ্ঠ, এলার্জি ও যৌন রোগের চিকিৎসা।
- কেমিক্যাল পিলিং।
- কসমেটিক ডার্মাটোসার্জারি।
- হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট সার্জারি।

Laser Aesthetics

একটি আধুনিক চর্ম রোগের চিকিৎসা কেন্দ্র

0174 6298 122

Laser Aesthetics

চর্ম, যৌন, এলার্জি, লেজার ও কসমেটিক সার্জারী চিকিৎসা কেন্দ্র।

সকাল ও বিকালে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগন রোগী দেখেন।

3/1, 3rd floor, Block # A, Lalmatia
Sunrise Plaza Market, Dhaka.

www.laseraestheticsbd.com
facebook: laser Aesthetics Pvt. Limited

Hot Line: 0174 6298 122
0198 5856 922

সানরাইজ প্লাজা মার্কেট; ৩/১, চতুর্থ তলা, ব্লক-এ, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭

www.laseraestheticsbd.com, facebook : laser Aesthelics Pvt. Limited

অধ্যাপক এম এন হুদা
চর্ম, কুষ্ঠ, সেক্স, এলার্জি ও যৌনরোগ বিশেষজ্ঞ
অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান (অবঃ)
চর্ম ও যৌনরোগ বিভাগ
ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

অধ্যাপক ডাঃ এহসানুল কবির জগলুল
এমবিবিএস, ডিডিভি (ডিইউ)
ফেলো আলাবামা বিশ্ববিদ্যালয় (আমেরিকা)
ফেলো অন স্কিন লেজার সার্জারী (থাইল্যান্ড)
চর্ম, কুষ্ঠ, সেক্স, এলার্জি ও যৌনরোগ বিশেষজ্ঞ
চর্মরোগের লেজার বিশেষজ্ঞ ও ডার্মাটোসার্জন
অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান চর্ম ও যৌনরোগ বিভাগ
বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

ডাঃ পারওয়েজ সালমান চৌধুরী
এমবিবিএস, ডিডিভি (ডিইউ)
আশোকা ফেলো (আমেরিকা)
ফপাটি ফেলো (আমেরিকা)
চর্ম, ও যৌনরোগ বিশেষজ্ঞ
কনসালটেন্ট
লেজার এয়েসথেটিকস (প্রাঃ) লিমিটেড

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ জামাল উদ্দিন
এমবিবিএস, ডিভিভি এফসিপিএস
ফেলো ইন লেজার এন্ড কসমেটিক ডার্মাটো সার্জারী (থাইল্যান্ড)
বোটক্স এন্ড ফিলার-এ বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত (চায়না)
চর্ম, কুষ্ঠ, সেক্স, এলার্জি ও যৌনরোগ বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

ডাঃ মোঃ শাহ্ জামান
এম.ডি (ডক্টর অব মেডিসিন) ডিডিভি, এমসিপিএস, এফসিপিএস
ফেলো স্কীন লেজার ও ডার্মাটোসার্জারী (থাইল্যান্ড)
মাষ্টার্স কোর্স ইন হেয়ার ট্রান্সপ্লান্টেশন (জার্মানী)
হেয়ার, লেজার, চর্ম ও যৌনরোগ বিশেষজ্ঞ
কসমেটিক ডার্মাটোসার্জন ও কনসালটেন্ট
সহকারী অধ্যাপক
কেয়ার মেডিকেল কলেজ

ডাঃ রেহানা খানম
এমবিবিএস, এম ফিল (প্যাথলজি)
সহযোগী অধ্যাপক (প্যাথলজি বিভাগ)
বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

ডাঃ কাজী ইফফাতআরা
এমবিবিএস, ডিডিভি, (বিএসএমএমইউ)
চর্ম, কুষ্ঠ, সেক্স, এলার্জি ও যৌনরোগ বিশেষজ্ঞ
কনসালটেন্ট
শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

ডাঃ লায়লা আফরোজ (ঋতা)
এমবিবিএস, এমসিপিএস
বিশেষ প্রশিক্ষণ এইচ.আই.ভি./ এইডস
চর্ম, ও যৌনরোগ বিশেষজ্ঞ
কনসালটেন্ট
ঢাকা লেপরোসি হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা।

ডাঃ লোবা নুর
এমবিবিএস, (ঢাকা) এমএসসি (ডার্মাটোলজী)
এমসিপিএস (ডার্মাটোলজী এন্ড ভেনারোলজী)
চর্মরোগের লেজার বিশেষজ্ঞ ও ডার্মাটোসার্জন
কনসালটেন্ট
ইউনাইটেড হাসপাতাল, গুলশান, ঢাকা।

01746 298122, 01985 856922 | www.laseraestheticsbd.com | laser aesthetic pvt. ltd

www.sjiblbd.com
মুদারাবা
মাসিক আমানত
প্রকল্প
প্রতি মাসে স্বল্প সঞ্চয়
এক সাথে অনেক
টাকা দেবে নিশ্চয়
প্রতি মাসে ৫০০ টাকা থেকে ৫০,০০০ টাকার
যে-কোনো পরিমাণ টাকা জমা করে বিভিন্ন মেয়াদে
অর্জন করুন এককালীন বৃহৎ অংকের অর্থ (প্রাক্কালীন)
Shahjalal Islami Bank
LIMITED
Committed to Cordial Service
শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক
লিমিটেড
আন্তরিক সেবায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

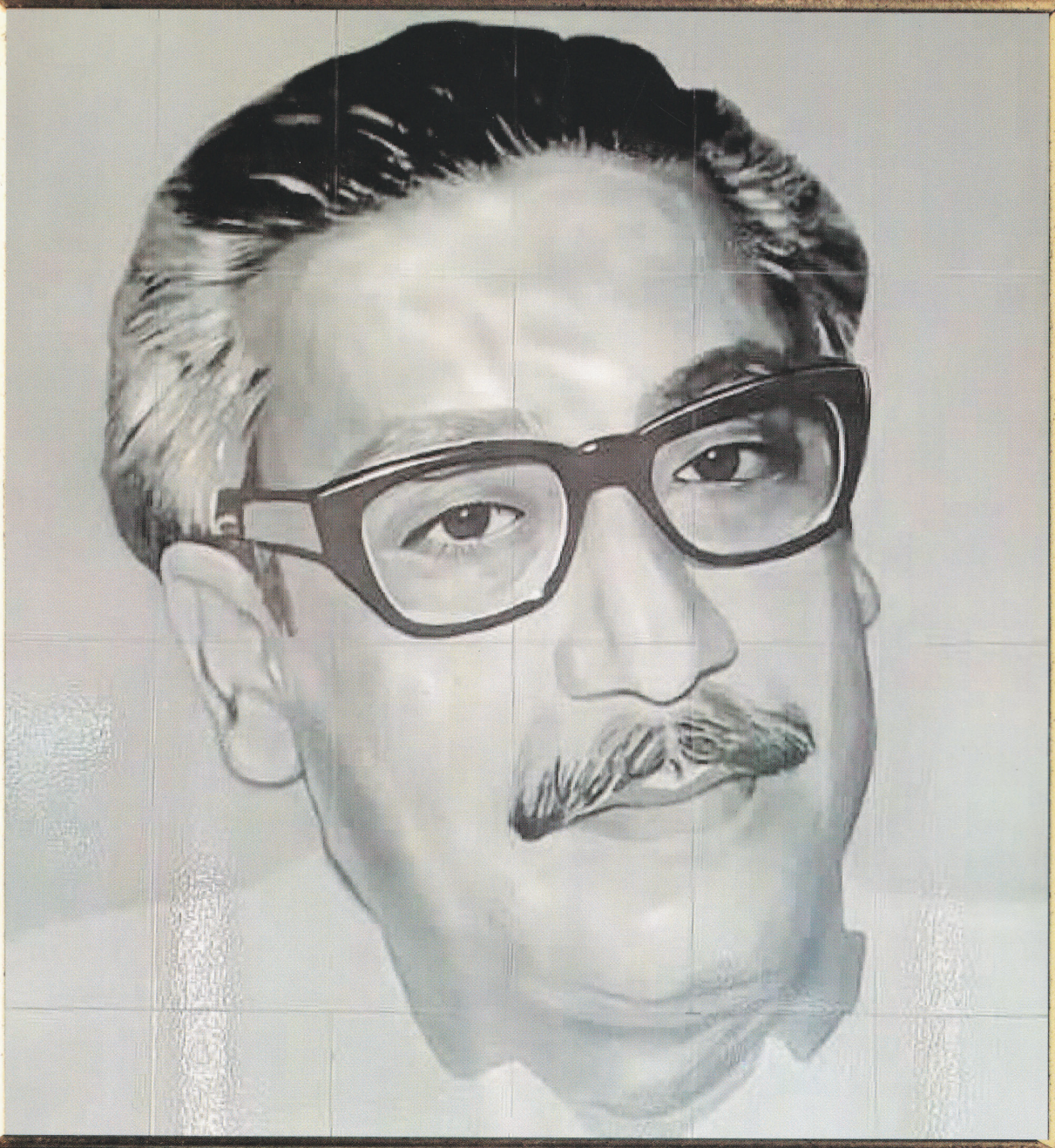

জয় বাংলা আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান জয় বঙ্গবন্ধু

EDCL

মহা বিজয়ের মহা নায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর

ম্যুরাল উন্মোচন করেন

অধ্যাপক (ডাঃ) এহসানুল কবির জগলুল

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানি লিমিটেড

৩৯৫-৩৯৭, তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা-১২০৮

তারিখ: ৩০ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ
১৫ পৌষ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ